আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

নভেম্বর, ২০২২ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

নভেম্বর, ২০২২ঈসায়ী

****

সূচিপত্র

৩০শে নভেম্বর, ২০২২

উরুমকি অগ্নিকাণ্ডে পাঁচ আত্মীয় হারানো এক উইঘুর মুসলিমের আর্তনাদ

গত বৃহস্পতিবার রাতে পূর্ব তুর্কীস্তানের উরুমকি শহরের একটি আবাসিক ভবনে আগুন লেগে ৪৪ জন উইঘুর মুসলিম তাদের প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়াও আহত হয়েছেন আরও নয়জন উইঘুর। স্থানীয়রা বলছেন, এই ব্যাপক হতাহতের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী দখলদার চাইনিজ প্রশাসন।

স্থানীয় সূত্র ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বরাতে জানা যায় যে, আগুনে পুড়ে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলো নারী ও শিশু। উরুমকি অগ্নিকাণ্ডের কারণে অনেক উইঘুর মুসলিমই নিজের সন্তান ও পরিবার হারিয়ে এখন পাগলপ্রায়। তাঁদেরই মধ্যে একজন হলেন নির্বাসিত উইঘুর আব্দুল হাফিজ মাইমাইতিমিন।

২৭ বছর বয়সী আব্দুল হাফিজ বর্তমানে সুইজারল্যান্ডে নির্বাসনে আছেন। তিনি তাঁর ৪৮ বছর বয়সী খালা হাইয়েরনিশাহান আবদুরেহেমান ও তার খালার চার সন্তানের মৃত্যুর খবর এক বন্ধুর কাছ থেকে শোনার পর স্তব্ধ হয়ে যান। তাঁর কাজিনরা সকলেই ছিলেন ৪ থেকে ১৩ বছর বয়সী।

আব্দুল হাফিজ বলেন, "খবরটি শোনার পর আমার হাত-পা কাঁপছিল। আমার পুরো মাথা ঘুরছিলো। আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো যেন নিজেকে কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দেই। আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।"

২০১৭ সালের মে মাসে আব্দুল হাফিজের সাথে তাঁর খালার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। সেসময় পূর্ব তুর্কীস্তানে দখলদাররা নিরাপত্তার নামে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। এই অভিযানের সময় দখলদাররা লাখ লাখ উইঘুর মুসলিমকে বন্দী ও নির্যাতন করে। দখলদারদের নির্যাতনের কবল থেকে বাঁচতে অনেকেই তখন নিজেদের ভূখণ্ড ছাড়তে বাধ্য হয়।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে আব্দুল হাফিজ বলেন, "তিনি একজন গৃহিণী ছিলেন। তিনি পুরো জীবন তার সন্তানদের দেখাশোনা করা ও তাদের পড়াশোনা করানোর কাজে ব্যয় করেন। আমি কখনও কল্পনাও করি নি যে পাঁচ বছর পর তাঁর ব্যাপারে আমাকে এই খবর শুনতে হবে। আমি এখনও এটি মানতে পারছি না।"

আব্দুল হাফিজ মনে করেন যে, দখলদার চাইনিজ প্রশাসন তাঁর পরিবারকে সময়মতো উদ্ধার করেনি। কারণ তাঁরা সকলেই ছিলেন উইঘুর মুসলিম।

"আমি কখনোই দখলদার চীন সরকারকে বিশ্বাস করব না। উইঘুর মুসলিমরা যদি প্রতিবাদ করে তাহলে এই দখলদাররা তাদের শ্বাসরোধ করে খুন করবে," বলেন আব্দুল হাফিজ।

তিনি আরও যোগ করেন, "আমি মনে করি এই দখলদাররা বিক্ষোভকারীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।"

চীন কথিত 'জিরো কোভিড নীতি' বাস্তবায়ন করতে গত চার মাস ধরে তুর্কীস্তানের মুসলিমদের গৃহবন্দী করে রেখেছে। উইঘুর মুসলিমরা যেন ঘর থেকে বের হতে না পারে, সেজন্য তাদের ঘরের দরজা সহ বিভিন্ন আবাসিক ভবনেও তালা মেরে রেখেছে। ফলস্বরূপ আগুন লাগার পর ঘর থেকে বের হতে না পেরে অনেকেই নিজেদের প্রাণ হারিয়েছে।

অন্যদিকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরাও তাদের দায়িত্বে অবহেলা করেছে। যার ফলে আরও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় উইঘুর মুসলিমরা। স্থানীয়রা বলেন, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে বেইজিংয়ের 'হুকুমের অপেক্ষায়' ছিলো। তারা আরও বলেন, কথিত 'জিরো কোভিড নীতির' কারণে তারা দ্রুত কাজ শুরু করেনি।

তথ্যসূত্রঃ

----

1. Uyghur man's agony after five relatives died in Urumqi fire - https://tinyurl.com/5y56je72

ইহুদিদের খুনের নেশা: এক দিনে দুই সহোদরসহ ৪ মুসলিমকে হত্যা

প্রতিদিনই কোন না কোন ফিলিস্তিনি মুসলিমকে খুন করা যেন নেশায় পরিণত হয়েছে সন্ত্রাসী ইসরাইলি সেনাদের। চলতি বছর তিন শতাধিক ফিলিস্তিনিকে খুন করেছে। ফের এক দিনে আপন দুই ভাইসহ মোট ৪ ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করলো দখলদার ইসরাইলি সন্ত্রাসীরা।

গতকাল ২৯ নভেম্বর সকালে অধিকৃত পশ্চিম তীরের রামাল্লায় সেনা অভিযান চালিয়ে দুই ভাইসহ ৩ যুবক ও অপর একজনকে রাতে বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গুলি করে হত্যা করে দখলদার বাহিনী। নিহত দুই ভাইয়ের একজন সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে গ্রাজুয়েট সম্পন্ন করেছেন এবং তার ছোট ভাই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। দুই সন্তানকে একত্রে হারিয়ে ফিলিস্তিনি পরিবারে চলছে শোকের মাতম। এছাড়াও অভিযানে আরও ২২ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পুরো বছর জুড়েই দখলদার বাহিনী দখলদারিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে পশ্চিম তীরে ব্যাপক অভিযান চালাচ্ছে। ফিলিস্তিনি বাড়িঘর গুড়িয়ে দিয়ে ইহুদিদের জন্য জায়গা খালি করার দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নে তিন শতাধিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। বরাবরের মতো ঐদিন ভোরে সন্ত্রাসী বাহিনী সামরিক জিপে করে রামাল্লা শহরে ঢুকে সন্ত্রাসী অভিযান শুরু করে। এ সময় ফিলিস্তিনি যুবকরা পাথর নিক্ষেপ করে ইহুদি বাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। ফলে দখলদার বাহিনীর গুলিতে ৩ জন যুবক নিহত ও অপর ২২ জন আহত হয়।

এছাড়াও ঐদিন পুরো পশ্চিম তীর ও জেরুজালেমে অবস্থিত আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গনে এক ডজন হামলা চালিয়েছে দখলদার বাহিনী। আল-আকসা মসজিদে প্রবেশের সময় মুসলিম যুবকদের শারিরিক নির্যাতন ও এক যুবতি মুসলিমাকে টেনে-হিঁচড়ে শরীরের উপর চড়ে বসে দুই নাপাক ইহুদি সেনা। এ সময় ফিলিস্তিনি নারীর মুখে ঘুসি মারতে দেখা যায় সেনাদের।

সন্ত্রাসী ইসরাইলের এমন আচরণের পরও গোটা পশ্চিমা বিশ্ব ইসরাইলকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। আর মুসলিম গাদ্দার শাসকগোষ্ঠীও ফিলিস্তিনিদের ভুলে গেছে। এ অবস্থায় ফিলিস্তিন ও আল-আকসা উদ্বারে মুসলিম জাতিকেই প্রয়োজনী পদক্ষেপ নেয়া ও হকপন্থী মুজাহিদদের কাতারে শামিল হওয়া একান্ত্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. 3 Palestinians killed, 22 injured in Israeli raids - https://tinyurl.com/42umcwxk

---

মালিতে জাতিসংঘের কনভয়ে আল-কায়েদার হামলায় ৩ শত্রুসেনা আহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দখলদার জাতিসংঘের গাড়িবহরকে লক্ষ্য করে সফল মাইন হামলা চালিয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম। এতে কথিত শান্তিরক্ষীর দাবিদার ৩ শত্রুসেনা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

দেশটিতে কুফফার জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষা মিশনের অফিসিয়াল টুইটার একাউন্টে দাবি করা এক বিবৃতি থেকে জানা যায়, গত ২১ নভেম্বর মালির তিমবুকতু শহরে যাওয়ার রাস্তায় একটি মাইন স্থাপন করে রাখা হয়েছিল। ফলে জাতিসংঘের গাড়িবহরটি মাইনের আওতায় আসামাত্রই তা বিস্ফোরিত হয়।

এর ফলে তৎক্ষণাৎ জাতিসংঘের ৩ সেনা আহত হয়। আহতদের মধ্যে এক দখলদার সেনার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে MINUSMA। স্থানীয় সূত্র মতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এই অঞ্চলে দীর্ঘসময় ধরে সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। যেখানে প্রতিমাসেই আল-কায়েদার এধরণের হামলার শিকারে পরিণত হয় জাতিসংঘ ও স্থানীয় গাদ্দার বাহিনী। তাই ধারণা করা হচ্ছে, এটিও আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা চালিয়ে থাকতে পারেন।

ব্রেকিং নিউজ || তীব্র ইস্তেশহাদী হামলার মাধ্যমে পাকিস্তানে নতুন যুদ্ধের সূচনা টিটিপির

যুদ্ধবিরতি সমাপ্তির পর বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটায় সামরিক কনভয়ে ইস্তেশহাদী হামলার মাধ্যমে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করেছে প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি। এতে এখন পর্যন্ত ৪০ এর বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আজ ৩০ নভেম্বর সকালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কনস্ট্যাবুলারির একটি কনভয় কোয়েটার বিলিলি কাস্টমসের কাছ শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের শিকার হয়েছে। যখন সামরিক কনভয়টি উল্লিখিত এলাকার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তখনই একজন ফিদায়ী (ইস্তেশহাদী) তার গাড়িতে লাগানো বিস্ফোরক ব্যবহার করে সফল বিস্ফোরণ ঘটান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান যে, বিস্ফোরণের পরে বেলুচিস্তান কনস্ট্যাবুলারির কনভয়ের বেশ কয়েকটি যানবাহন ধ্বংস হয়ে যায়, এবং কয়েক ডজন কর্মী নিহত ও আহত হয়।

এসময় পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী বরকতময় এই হামলার তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বরকতময় এই ইস্তেশহাদী হামলায় গাদ্দার পাকি-সামরিক বাহিনীর অন্তত ৩০ সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। আর হামলাটি টিটিপির প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর জারি করা সর্বশেষ নির্দেশনার ভিত্তিতে চালানো হয়েছে। যা শহীদ উমর খালিদ খোরাসানী (রহিমাহুল্লাহ্) এর শাহাদাতের প্রতিশোধ নিতে চালানো হয়েছে।

এদিকে ঘটনাস্থল থেকে প্রাপ্ত ২টি ভিডিওতে দেখা যায় যে, বরকতময় এই শহিদী হামলায় গাদ্দার পাকি-বাহিনীর বেশ কয়েকটি সামরিক যান ধ্বংস হয়েছে এবং গাদ্দার বাহিনীর মৃতদেহও মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। স্থানীয়দের মতে, হাতাহত গাদ্দার বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৪০ এরও বেশি। যাদেরকে উদ্ধারে কাজ করছে কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স ও কয়েকডজন সামরিক বাহিনীর সদস্য।

বরকতময় এই হামলাটি ছাড়াও এদিন ডেরা ইসমাইল খান ও উত্তর ওয়াজিরিস্তানে আরও ২টি গেরিলা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

এরমধ্যে ডেরা ইসমাইল খানে মুজাহিদদের গেরিলা অপারেশনে ২ পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়েছে। সেই সাথে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পরিচালিত হামলায় ৪ পাকিস্তানি সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। হামলা দুটি টিটিপির সংশ্লিষ্ট হাফিজ গুল বাহাদুর গ্রুপের মুজাহিদরা চালিয়েছেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, দুই দিন আগে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি শেষ করার ঘোষণা দেয়।

টিটিপি মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি তাঁর বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, যুদ্ধবিরতি চলাকালে শহীদ হওয়া উমর খালিদ খোরাসানির প্রতিশোধ হিসেবে ইস্তেশহাদী হামলা চালানো হয়েছে।

এদিকে খালিদ খোরাসানির উত্তরসূরি এবং টিটিপির কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সম্প্রতি মনোনীত সদস্য উমর খোরাসানি তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন। এসময় তিনি বলেন যে, তিনি সহ টিটিপির মুজাহিদগণ পাকিস্তান গাদ্দার প্রশাসনের মোকাবিলা করার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।

তিনি যুদ্ধবিরতির সমাপ্তির ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি আলোচনার নামে সর্বদা মুজাহিদদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই এখন থেকে যারা পাকিস্তানে ইসলামী শরিয়াহ্ ফিরিয়ে আনতে বাধা দিব, তাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য মুজাহিদরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। আর আমরা আমাদের শহীদ আমিরের পদাঙ্ক অনুসরণ করবো এবং প্রতিশোধমূলক হামলার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবো, ইনশাআল্লাহ্।

লেখক : ত্বহা আলী আদনান

মঞ্চে উঠে হিন্দু লোককে জুতা দিয়ে পেটালেন নারী

দিল্লির ছাতারপুরে হিন্দু একতা মঞ্চের উদ্যোগে মঙ্গলবারে (২৯শে নভেম্বর) আয়োজিত হয়েছে 'বেটি (মেয়ে) বাঁচাও মহাপঞ্চায়েত'। এই অনুষ্ঠান চলাকালে এক নারী স্টেজে ওঠে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তিকে জুতা দিয়ে আঘাত করেছেন। ঘটনাটির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, 'বেটি বাঁচাও মহাপঞ্চায়েত' অনুষ্ঠান চলাকালে এক নারী মঞ্চে উঠে মাইক হাতে নিয়ে নিজের বক্তব্য দিতে শুরু করেন। তিনি বলেছেন, 'হিন্দু একতা মঞ্চ বেটি বাঁচাও মহামঞ্চায়েত আয়োজন করেছে। এদিকে আমি বিচার চেয়ে চেয়ে ঘুরছি, কারও কোনো সাহায্য পাচ্ছি না।'

এরপর তিনি নিজের পায়ের জুতা খুলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তিকে জুতা দিয়ে আঘাত করতে থাকেন। মহিলার অভিযোগ হলো, তিনি যে ব্যক্তিকে জুতা দিয়ে মেরেছেন, তার পুত্র মহিলার কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে বিয়ে করেছে। এ বিষয়ে তিনি পুলিশের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন, কিন্তু পুলিশও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

মঙ্গলবার মহিলা জানতে পারেন, তার কন্যাকে অপহরণকারী ছেলের বাবা হিন্দু একতা মঞ্চের আয়োজিত 'বেটি বাঁচাও মহাপঞ্চায়েত' অনুষ্ঠানে আসছে। তাই তিনি অনুষ্ঠানে গিয়ে ঐ ব্যক্তিকে জুতা দিয়ে আঘাত করেন। হিন্দু সন্ত্রাসীরা এভাবেই একদিকে নারী অধিকারের কথা বলে, অন্যদিকে নিজেরাই নারীদেরকে চরমভাবে নির্যাতন করে। ভারত বর্তমানে ধর্ষণের মহারাজ্য হিসেবে পরিচিত। সেখানে নারীদের কোনো নিরাপত্তা নেই।

তথ্যসূত্র:

----

1. Woman hits man with slippers during at an event for shraddha justice in Delhi - https://tinyurl.com/23d4vhbn

2. ঘটনার ভিডিও - https://tinyurl.com/4ykrfvyc

ইউপি ও রাজস্থানে উগ্র হিন্দুদের গুলিতে দুই মুসলিম খুন

হিন্দুত্ববাদী ভারতে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনায় উগ্র হিন্দুদের গুলিতে দুই মুসলিম খুন হয়েছেন। এর মধ্যে উগ্র হিন্দুত্ববাদের জন্য কুখ্যাত ইউপিতে বিজেপির যুব সংগঠনের এক হিন্দুত্ববাদী নেতার গুলিতে একজন এবং রাজস্থানে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীদের গুলিতে একজন মুসলিম প্রাণ হারিয়েছেন।

উত্তর প্রদেশে, ভারতীয় জনতা পার্টির যুব সংগঠন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা (BJYM) নেতা রামজি গুপ্তা তার ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য এলোপাথারি গুলি চালায়। এতে ৩২ বছর বয়সী সাদিক কুরেশির গত ২৫ নভেম্বর নিহত হন।

পিটিআই নিউজ এজেন্সির সংবাদ অনুযায়ী, ঘটনাটি কানপুর শহরের ‘রয়্যাল গার্ডেন’ কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত রামজির ভাই রজত গুপ্তার বিয়ের অনুষ্ঠানে ঘটেছে।

এদিকে, গত ২৪ নভেম্বর, রাজস্থানের ভিলওয়াড়ায় অজ্ঞাত হামলাকারীরা এক মুসলিম যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে। এ ঘটনায় নিহতের ভাইও গুরুতর আহত হয়েছেন।

এএসপি জ্যেষ্ঠ মৈত্রেয়ী জানিয়েছে, মুন্সি খান পাঠানের দুই ছেলে ইব্রাহিম পাঠান (৩৪) এবং কামরুদ্দীন বাদলা মোড় থেকে হারনি মহাদেবের দিকে যাচ্ছিলেন। বেলা সাড়ে ৩টার দিকে চারজন অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকারী দুটি বাইকে এসে কামরুদ্দীন ও ইব্রাহিম পাঠানকে লক্ষ্য করে তিন রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এতে ইব্রাহীম নিহত হন ও কামরুদ্দীন আহত হয়েছেন।

পুলিশের মতে, ছয় মাস আগে সংঘটিত আদর্শ তাপাডিয়ার হত্যার প্রতিশোধ নিতে হিন্দুরা মুসলিম যুবকদের উপর গুলি চালিয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের মে মাসে, দুই গ্রুপের মধ্যে পুরানো শত্রুতার জের ধরে মারামারির সময় তাপাদিয়া ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। কোন তদন্ত ছাড়াই সে ঘটনার দোষ মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। এখন তার প্রতিশোধ নেওয়ার নাম করে এই মুসলিমকে খুন করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা।

তথ্যসূত্র:

----

1. UP: Muslim man killed in 'celebratory firing' by BJP leader - https://tinyurl.com/49bmvay4

2. Unidentified Assailants Shot Dead a Muslim Youth, Injured Another in Rajasthan's Bhilwara; 2 Detained - https://tinyurl.com/4px6d95u

---

ইয়েমেনে আল-কায়েদার হামলায় হতাহত দুই ডজনেরও বেশি মিলিশিয়া

ইয়েমেনে নতুন করে শুরু হওয়া সংঘর্ষের মাঝে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী ধীরে ধীরে আরব আমিরাত সমর্থিত মিলিশিয়াদের উপুর প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন। এতে এখন পর্যন্ত এগিয়ে আছে আল-কায়েদা, বিপরীতে কোনো অগ্রগতি ছাড়াই প্রতিদিনই হতাহতের শিকার হচ্ছে আমিরাত সমর্থিত মিলিশিয়ারা।

স্থানীয় সূত্রমতে, এই সংঘর্ষ শুরুর পর চলতি সপ্তাহেও ইয়েমেনের আবইয়ান ও শাবওয়াহ রাজ্যে বেশ কয়েকটি হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট আনসারুশ শরিয়াহ্। যাতে আরব আমিরাত সমর্থিত মিলিশিয়া বাহিনীর বহু সংখ্যক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এরমধ্যে গত ২৬শে নভেম্বর মুজাহিদগণ তাদের প্রথম হামলাটি চালান আবইয়ানের আল-মাহফাদ এলাকায়। যেখানে একটি বিস্ফোরক ডিভাইস দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাড়াটেদের একটি সামরিক যানকে লক্ষ্যবস্তু করেন মুজাহিদগণ। এতে গাদ্দার ভাড়াটে মিলিশিয়া বাহিনীর অর্ধডজন সৈন্য হতাহত হয়।

এরপর ২৭ নভেম্বর আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় হামলাটি চালান শাবওয়াহ রাজ্যের আল-মুসিনা এলাকায়। যেখানে গাদ্দার শাবওয়া ডিফেন্সের একটি সামরিক কনভয়ে টার্গেট করে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। এসময় মুজাহিদদের বোমা বিস্ফোরণে ২টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়। সেই সাথে এই বাহিনীর ফার্স্ট ব্রিগেডের কমান্ডার (সালেম আল-জাবওয়ানি) তার ২ সঙ্গীসহ নিহত হয় এবং অন্যরা আহত হয়। স্থানীয় সূত্রমতে আহত সেনাদের সংখ্যা এক ডজনেরও বেশি।

এর একদিন পর, অর্থাৎ গত ২৮ নভেম্বর মুজাহিদগণ আবইয়ানের "মুদিয়া" এলাকায় হামলা চালান মুজাহিদগণ। যা গাদ্দার মিলিশিয়া বাহিনীর দুটি পদাতিক গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে দুটি বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণের মাধ্যমে টার্গেট করা হয়। এই হামলার ফলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাড়াট বাহিনীর ডজনখানেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

মুজাহিদগণ তাদের সর্বশেষ হামলাটি চালান ২৮-২৯ নভেম্বর মধ্যরাতে আবইয়ানের 'ওয়াদিয়ে ওমরান' এলাকায়। যেখানে আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ একটি বিস্ফোরক ডিভাইস দিয়ে আরব আমিরাত সমর্থিত

মিলিশিয়াদের টার্গেট করেন। এতে ভাড়াটে বাহিনীর আরও বেশ কিছু গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। সেই সাথে মিলিশিয়াদের একটি সামরিক যান ধ্বংস হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

এভাবে লাগাতার হামলার মাধ্যমে গাদ্দার মিলিশিয়া বাহিনীগুলোকে বিপর্যস্ত করে যাচ্ছেন আল-কায়েদার প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ; আর এভাবে তাঁরা যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে নিজেদের দিকে নিয়ে আসছেন আলহামদুলিল্লাহ্।

২৯শে নভেম্বর, ২০২২

ফের বাংলাদেশিকে খুন করলো বিএসএফ; বিজিবি ব্যস্ত বিএসএফের সাথে ভলিবল খেলায়

গত ১৩ নভেম্বর এক বাংলাদেশি কৃষককে ধরে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় খুন করে সন্ত্রাসী বিএসএফ। ১৭ নভেম্বর লাশ ফেরত দেওয়া হবে বলে বিজিবিকে বৈঠকে প্রতিশ্রুতি দিলেও এখন পর্যন্ত লাশ ফেরত দেয়নি সন্ত্রাসী বিএসএফ।

এ ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের আরেক বাংলাদেশিকে খুন করেছে সন্ত্রাসী বিএসএফ। ২৭ নভেম্বর লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের নির্যাতনে সাদ্দাম হোসেন নামে বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাকে চরম নির্যাতন করে। পরে নিহত ভেবে আহত সাদ্দামকে সীমান্তে ফেলে রেখে চলে যায়। স্থানীয়রা খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোনাবেরুল হক মোনা জানান, তিনি লাশ দেখেছেন। শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

একের পর এক বাংলাদেশিদের ধরে ঠান্ডা মাথায় খুন করার মত উগ্র সন্ত্রাসী আচরণের পরও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ্য থেকে কোন প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। উল্টো ভারতের তুষ্টি অর্জনে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবি ব্যস্ত রয়েছে বিএসএফের সাথে ভলিবল খেলায়।

২২ নভেম্বর কুড়িগ্রামের রৌমারীর স্থলবন্দরের জিরো পয়েন্টে আয়োজিত এ খেলায় অংশ নেয় নির্লজ্জ বিজিবি। বাংলাদেশীদের নিরাপত্তা দিতে না পারলেও ভিলিবল খেলায় জিতে খুব উতফুল্ল মেজাজে রয়েছে নির্লজ্জ বিজিবি। এ ধরনের খেলায় বিজিবির অংশ নেয়া হচ্ছে কাঁটাতারে ঝুলন্ত ফেলানি সহ সন্ত্রাসী বিএসএফ এর হাতে নিহত সকল বাংলাদেশিদের সঙ্গে উপহাসেরই নামান্তর।

তথ্যসূত্র:

১। লালমনিরহাট সীমান্তে বিএসএফের নির্যাতনে যুবকের মৃত্যু - https://tinyurl.com/4mw54t6r

২। ১৪ দিন ধরে বাবার লাশের অপেক্ষায় চার সন্তান - https://tinyurl.com/5etazr9e

৩। রৌমারী সীমান্তে ভলিবল খেলায় বিএসএফকে হারালো বিজিবি - https://tinyurl.com/3sdv74ee

---

মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদীদের অবৈধ অভিবাসন বৃদ্ধি

গত আগস্টে মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরে নতুন করে ২৫ লাখ অ-কাশ্মীরি ভোটার যুক্ত করার ঘোষণা দেয় দখলদার হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। এরপর ইতোমধ্যেই সেখানে ৭ লাখ ৭২ হাজার ভোটার যুক্ত করেছে দখলদার হিন্দুত্ববাদীরা; এটি কাশ্মীরের স্বায়ত্বশাসন কেঁড়ে নিয়ে তা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার পর এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ।

পূর্বে কাশ্মীরে মোট ভোটার সংখ্যা ছিলো ৭৫ লাখ ৮৬ হাজার ৮৯৯ জন, যা এখন ১০ দশমিক ১৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩ লাখ ৫৯ হাজার ৭৭১ জনে।

২০১৯ এর আগে হিন্দুত্ববাদী ভারতের দখলকৃত কাশ্মীরে ভোটদানের অধিকার শুধুমাত্র কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দাদের অর্থাৎ মুসলিমদের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ২০১৯ সালে কাশ্মীরের নামকাওয়াস্তে স্বায়ত্বশাসনের মর্যাদাটুকুও কেঁড়ে নিলে, উগ্র হিন্দুরা সেখানে অবৈধ বসতি গড়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে। আর তাদের এই স্বপ্নকেই বাস্তবে রূপ দিতে সন্ত্রাসী বিজেপি কাশ্মীরে নতুন করে ভোটাধিকার বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়।

কাশ্মীরকে জম্মুর মতো মুসলিম সংখ্যালঘু করতে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি। কাশ্মীরে নতুন ভোটার যুক্ত করা হলো সেই প্রকল্পরই একটি অংশ।

পূর্বে অ-কাশ্মীরি হিন্দুদের জন্য কাশ্মীরে বসতি গড়া, সেখানে চাকরী করা, জমি কেনা ইত্যাদি বিষয় নিষিদ্ধ ছিল। তবে ভোটাধিকার পাবার মাধ্যমে উগ্র হিন্দুরা এখন সেখানে বসতি স্থাপন করতে পারবে। এছাড়া কাশ্মীরে চাকরী করা ও জমি কেনার ক্ষেত্রেও তারা পাবে বিশেষ ছাড়।

একদিকে আসামে মুসলিমদের নাগরিকত্ব বাতিল এবং অন্যদিকে কাশ্মীরে নতুন করে হিন্দু ভোটার বৃদ্ধি- গোটা হিন্দুস্তানেই হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়ে আছে হিন্দুত্ববাদীরা। আর পুরো বিশ্ববাসী, বিশেষ করে 'মানবতার ফেরিওয়ালারা' দর্শকের মতো হিন্দুত্ববাদীদের এই ক্রমাগত অপরাধ দেখছে।

সুতরাং, কাশ্মীরি মুসলিমদের উচিত কথিত এই মানবতার ফেরিওয়ালাদের আশায় বসে না থেকে নিজেদেরই এই দখলদার হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এবং যার যার অবস্থান থেকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া।

তথ্যসূত্রঃ

১। 7.72 Lakh Voters Added in J&K in Highest Increase in Electoral Rolls
- https://tinyurl.com/ywnceadp

পূর্ব তুর্কীস্তান। উরুমকি অগ্নিকাণ্ড নিয়ে দখলদার চীনের মিথ্যাচার

গত ২৪শে নভেম্বর রাতে পূর্ব তুর্কীস্তানের উরুমকি শহরের একটি আবাসিক ভবনে আগুন লেগে প্রায় ৪০ জনেরও বেশি উইঘুর মুসলিম তাদের প্রাণ হারিয়েছেন। অথচ দখলদার চাইনিজ প্রশাসন এটি নিয়েও মিডিয়াতে লাগাতার মিথ্যাচার করে যাচ্ছে।

উরুমকি ট্র্যাজেডির পর দখলদাররা তাদের প্রেস বিবৃতিতে মাত্র ১০ জন মৃতের কথা স্বীকার করেছে। তারা আরও বলেছে যে, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা যাবার পরেই উদ্ধার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও আহতদেরকে হাসপাতালে নিতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা কাজ করেছে। যদিও বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

স্থানীয় উইঘুর মুসলিমরা বলছেন, এই অগ্নিকাণ্ডে ৪০ জনেরও অধিক মুসলিম তাদের প্রাণ হারিয়েছেন এবং তাদের বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু। এছাড়াও যাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তারাও এখন মারা যাচ্ছেন।

উইঘুর মুসলিমরা বলছেন, এতবড় ক্ষয়ক্ষতির পেছনে যতটা না দায় অগ্নিকাণ্ডের, তার চেয়েও বেশি দায় হলো দখলদারদের কঠোর লকডাউনের।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিও ও ছবিতে দেখা গিয়েছে, কিভাবে দখলদাররা আগুন লাগা ভবনে উইঘুর মুসলিমদের ঘরের দরজা কাঁটাতার দিয়ে আটকে রেখেছিলো। এমনকি উইঘুররা যেন কোন মতেই ঘর থেকে বের না হতে পারে সেজন্য তারা ভবনের মেইন গেট ও ছাদেও তালা লাগিয়ে রেখেছিলো। যার ফলে আগুন লাগার পর অনেক উইঘুর তাদের ঘর থেকে বের হতে পারলেও ভবনের নিচতলা ও ছাদ তালাবদ্ধ থাকায় সেখানেই আগুনে পুড়ে মারা যান।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে যে, ভবনের মূল ফটক তালাবদ্ধ থাকায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদেরকে বেশ দূর থেকেই পানি ছিটাতে হচ্ছে। যদিও সেই পানি দিয়ে আগুন নেভানো যাচ্ছিলো না।

উল্লেখ্য যে, কথিত 'জিরো কোভিড নীতি' বাস্তবায়ন করতে দখলদার প্রশাসন ১০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে উইঘুর মুসলিমদের তাদের নিজেদেরই ঘরে তালাবদ্ধ করে রেখেছে। আর এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে এখন উইঘুর মুসলিমরা দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু করেছে।

তথ্যসূত্রঃ

----

1. The Chinese government is trying to avoid responsibility for the fire in Urumqi

- https://tinyurl.com/ybpyyj76

- https://tinyurl.com/3xpp3byz

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || নভেম্বর ৪র্থ সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/11/29/61003/

২৮শে নভেম্বর, ২০২২

পাক-তালিবানের দুঃসাহসী হামলায় এবার ৪১-ঊর্ধ্ব পাকি-সৈন্য হতাহত

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে পাকিস্তানের বান্নু প্রদেশে সংঘর্ষের তীব্রতা পূর্বের যেকোনো সময়ের চাইতে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি ও দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর মাঝে তুমুল লড়াই চলছে। এতে গাদ্দার বাহিনী ব্যাপকহারে হতাহতের শিকার হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, সাম্প্রতিক এই সংঘর্ষ রাজ্যটির লাকি মারওয়াত জেলায় সবচাইতে তীব্র আকার ধারণ করেছে। সেখানে গত ২৫ নভেম্বর রাতে জেলাটিতে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় গাদ্দার পাকি সেনা ও পাক-তালিবানের মাঝে। যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় পাকি বাহিনী। ফলে প্রাদেশিক রাজধানী থেকে রাতেই জরুরি ভিত্তিতে লাকি-মারওয়াতে আরও সেনা সমাবেশ ঘটায় পাকিস্তান। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হয় গাদ্দার বাহিনী।

উমর মিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, জেলাটিতে মুজাহিদদের কঠিন হামলার মুখে পড়ে পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনী। যাতে ৩ অফিসার সহ অন্তত ১২ সৈন্য নিহত এবং আরও ১৫ এর বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

একইভাবে দক্ষিণ ও উত্তর ওয়াজিরিস্তানে গত ১৮, ২২, ২৪ এবং ২৬ নভেম্বর গাদ্দার পাকি-বাহিনী ও টিটিপির মাঝে ভারী লড়াই হয়। যার প্রত্যেকটি হামলার কারণ ছিলো, গাদ্দার পাকি-বাহিনী কর্তৃক টিটিপির পথরোধ করা। এই ৪টি সংঘর্ষে টিটিপির বীর যোদ্ধাদের হামলায় গাদ্দার বাহিনীর অন্তত ৬ সৈন্য নিহত এবং আরো ৮ এর বেশি গাদ্দার আহত হয়েছে।

মূলত সীমান্তের দুই দিক থেকেই মুজাহিদদের চাপ সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে এখন গাদ্দার পাকি সেনা ও প্রশাসন। ফলে তাদের পতন ঘনিয়ে আসছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

ইয়েমেনে আল-কায়েদার দুঃসাহসী ১১ অভিযান: হতাহত ৫০ এর বেশি মিলিশিয়া

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইয়েমেনে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী ও আরব আমিরাত সমর্থিত গাদ্দার মিলিশিয়াদের মাঝে তীব্র লড়াই চলছে। তবে এতে এখন পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি করতে পারেনি গাদ্দার মিলিশিয়ারা। বিপরীতে আল-কায়েদার হামলায় প্রতিনিয়ত হতাহত হচ্ছে অসংখ্য গাদ্দার সৈন্য।

স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায়, গত ১৯ নভেম্বর থেকে গতকাল ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত গাদ্দার মিলিশিয়া ও প্রতিরোধ বাহিনী আনসারুশ শরিয়াহ্'র মধ্যে অন্তত ১১টি সংঘর্ষ হয়েছে। প্রতিটি হামলাতেই কোনো অগ্রগতি ছাড়াই পরাজয়ের গ্লাণি নিয়ে ফিরতে হয়েছে আরব আমিরাত সমর্থিত মিলিশিয়াদের।

আল-কায়েদার এসব হামলায় কিপরিমান মিলিশিয়া নিহত এবং আহত হয়েছে, তার সবগুলোর সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়নি। তবে শাবওয়াহ ও আবয়ানের পরিচালিত ৫টি হামলায় এখন পর্যন্ত ৫ অফিসার সহ অন্তত ৫০ এর বেশি মিলিশিয়া হতাহত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছে স্থানীয় সূত্র।

এরমধ্যে শাবওয়াহ রাজ্যে আজ ২৭ নভেম্বর আল-কায়েদা যোদ্ধাদের পরিচালিত সর্বশেষ হামলায় ১ অফিসার সহ তার ডজনখানেক সৈন্য নিহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে একটি স্থানীয় গণমাধ্যম। এসময় মুজাহিদদের শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে গাদ্দার বাহিনীর ২টি সাঁজোয়া যানও ধ্বংস হয়েছে।

এই হামলার মাত্র ২দিন আগে শাবওয়াহ রাজ্যের আল-মাসানা এলাকায় গাদ্দার বাহিনীর একটি নিরাপত্তা পয়েন্ট লক্ষ্য করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে গাদ্দার বাহিনীর প্রথম ব্রিগেডের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের কমান্ডার সালেম হায়দার নিহত হয়েছে, সেই সাথে আরও ৩ গাদ্দার সৈন্য আহত হয়েছে।

এর আগে আবইয়ান রাজ্যের মাহফাদ জেলায় গাদ্দার আল-তাওয়ারি মিলিশিয়া বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলায় হামলা চালান আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদিন। এতে উক্ত মিলিশিয়া বাহিনীর কমান্ডার ফাহদ আল-মারফাদি এবং তৃতীয় ব্রিগেডের কমান্ডার সামির আল-মুশুশি সহ অন্তত ৫ সৈন্য নিহত হয়। এই হামলায় আহত হয় আরও ৩ এরও বেশি গাদ্দার মিলিশিয়া সদস্য।

একই রাজ্যের 'ওয়াদি-ওমরান' এলাকায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাড়াটে সদস্যদের একটি সামরিক কাফেলা লক্ষ্যবস্তু করে একটি শক্তিশালী বিস্ফোরক ডিভাইস দ্বারা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলশ্রুতিতে গাদ্দার মিলিশিয়াদের অন্তত ৪ সদস্য নিহত এবং আরও এক ডজনের মতো সৈন্য আহত হয়েছে।

ব্রেকিং নিউজ || সোমালিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে ঢুকে পড়েছে আশ-শাবাব: ১৮ ঘন্টায়ও থামেনি যুদ্ধ

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সামরিক বাহিনী ও ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের মাঝে গত ১৭ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে তীব্র এক লড়াই চলছে। যা সোমালিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রাসাদ ও সরকারি কর্মকর্তাদের গুরত্বপূর্ণ আবাসস্থল "ভিলা-রোসা" হোটেলকে ঘিরে শুরু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায়, গত ২৮ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় "ভিলা রোসা" হোটেলে প্রথমে ইস্তেশহাদী হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসনের একজন মুজাহিদ। এসময় নিরাপত্তা রক্ষীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লে অন্যান্য ইনগিমাসী মুজাহিদগণ ভিতরে ঢুকে পড়েন এবং হোটেলের নিয়ন্ত্রণ নেন। এরপরই শুরু হয় তীব্র লড়াই।

এরপর এক ঘন্টার ব্যবধানে হারাকাতুশ শাবাবের ইনগিমাসী যোদ্ধাদারা হোটেলের পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি প্রাসাদ, মোগাদিশু সরকারের বাসভবন ও আশপাশের আরও ৫টি সরকারি ভবনে ঢুকে পড়ে এগুলো অবরোধ করেন। যেখানে তারা সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের টার্গেট করে হত্যা করতে শুরু করেন।

সূত্রমতে, আশ-শাবাব কর্তৃক হামলা শুরুর পর প্রথম ৩ ঘন্টা ভিতরেই অবরোধের মধ্যে পড়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী সহ উচ্চপদস্থ অনেক কর্মকর্তা। হামলার সময় গোলাগুলির শব্দে অজ্ঞান হয়ে পড়ে প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ আর গুরতর আহত হয় দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সহ অনেকে।

পরে যারা কোনো একভাবে হেলিকপ্টার যোগে রাষ্ট্রপতি প্রসাদ ছেড়ে পালাতে সক্ষম হয়। এসময় তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দখলদার বিদেশি বাহিনীর সর্ববৃহৎ সামরিক ঘাঁটি "হ্যালেনে" নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে চিকিৎসকরা তাদের চিকিৎসা করছে। চিকিৎসকদের মতে, হাসান শেখের মাথায় টিউমার থাকায় তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছিল। কেননা সে গুলি ও বিস্ফোরণের শব্দ সামলাতে পারে না।

এই রিপোর্ট তৈরি করা পর্যন্ত, রাজধানীতে আশ-শাবাবের অভিযান ১৮ ঘন্টা অতিক্রম করেছে। যাতে উচ্চপদস্থ অনেক কর্মকর্তা ও অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়েছে।

২৭শে নভেম্বর, ২০২২

"গুজরাট গণহত্যায় মুসলিমদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে" - অমিত শাহের দম্ভোক্তি

হিন্দুত্ববাদী ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গত ২৫ নভেম্বর, শুক্রবার ২০০২ সালের গুজরাট মুসলিম গণহত্যার কথা তুলে ধরে একটি কটাক্ষমূলক বক্তৃতা দিয়েছে। সে বলেছে, ২০০২ সালে মুসলিমদের "উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।" ফলে তারা মাথা উচু করার মত কার্যকলাপ বন্ধ করে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি "স্থায়ী শান্তি" প্রতিষ্ঠা করেছে। আর তাদের কথিত শান্তি হলো মুসলিমদের তুচ্ছ কারণে হতাহত করা , বাড়িঘর, দোকানপাটে আগুন লাগিয়ে দেওয়া বা ভেঙ্গে ফেলা

বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে খেদা জেলার মহুধা শহরে একটি সমাবেশে বক্তব্য রাখছিল উগ্র অমিত শাহ। মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট মন্তব্যে, অমিত শাহ দাবি করে, গুজরাট ২০০২ সালে "দাঙ্গা" প্রত্যক্ষ করেছিল। কারণ বিগত সরকারের সমর্থনের কারণে অপরাধীদের (মুসলিমদের) সহিংসতায় লিপ্ত হওয়ার অভ্যাস হয়ে উঠেছিল।

"কিন্তু ২০০২ সালে তাদের একটি উচিত শিক্ষা দেওয়ার পরে, সেই পথ (সহিংসতার) ছেড়ে দেয়। তারা ২০০২ থেকে ২০২২ পর্যন্ত 'সহিংসতায়' লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে।"

সেই নির্বাচনী সমাবেশের সময়, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২০০২ সালের মুসলিম বিরোধী গুজরাট হত্যাকাণ্ডের মত শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান জানায়।

মোদির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছে, ২০০২ সালে ভারতের গুজরাটে ২০০০ মুসলমানকে গণহত্যা করা হয়েছিল সংখ্যালঘুদের পাঠ শিক্ষা দেওয়ার জন্য! কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, ২০০০ মুসলমানকে গণহত্যা করলেও তাদের কোন বিচার হয়নি। ফলে এটাকে তাদের সাফল্য ও কৃতিত্ব হিসেবে প্রচার করছে।

দুই দশক পরে, গণহত্যার সময় ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টি আসন্ন ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট সংগ্রহের জন্য সেই ভয়ংকর মুসলিম গণহত্যার স্মৃতিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। এতে হিন্দুদের মাঝে লুকায়িত মুসলিম বিদ্বেষ আবারো প্রকাশ্য হয়ে উঠছে; হয়ে উঠছে নির্বাচনে বিজয়ের হাতিয়ার।

এমন ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড কীভাবে তার অধীনে ঘটতে পারে- তা নিয়ে অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে, গণহত্যার পক্ষেই সাফাই গাইছে। উগ্র দলটি এক বিধায়ক প্রার্থী হিসাবে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্তদের এক গুণ্ডা মনোক কুকরানির মেয়েকে মনোনীত করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন যে কুকরানি সেই উগ্র হিন্দুদের একজন- যারা মুসলিম মহিলাদেরকে প্রথমে গণধর্ষণ করে, পরে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল।

উল্লেখ্য, ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে গোধরা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ট্রেন পোড়ানোর নাটকের পর গুজরাটে হিন্দুত্ববাদীদের সহিংসতায় ২০০০ জনেরও বেশি মুসলমান নিহত হয়েছিল। সে সময় অমিত শাহ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অধীনে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল।

তথ্যসূত্র:

----

1. "They were taught lesson in 2002," Amit Shah brings up Gujarat Muslim genocide in campaign - https://tinyurl.com/mv6bs66k

2. video link: - https://tinyurl.com/2p8wu6xv

ব্রেকিং নিউজ || আশ-শাবাবের দুর্দান্ত হামলায় সোমালি স্পেশাল ফোর্সের ৪৪ সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার প্রশাসনের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একের পর এক সফল হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে প্রতিদিন ডজনকে ডজন গাদ্দার ও কুফ্ফার সৈন্য হতাহত হচ্ছে। সেই সূত্র ধরে আজ ২৭ নভেম্বর রবিবারেও দেশটিতে বেশ কিছু সফল হামলা চালিয়েছেন তাঁরা।

আঞ্চলিক সংবাদ সূত্র শাহাদাহ এজেন্সির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এদিন প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব সোমালিয়ায় যেসব অভিযান পরিচালনা করছেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাজধানী মোগাদিশু ও বে রাজ্যে পরিচালিত হামলা। যাতে অন্তত ২০ সৈন্য নিহত এবং আরও ২৪ এর বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

সূত্রমতে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এদিন তাদের প্রথম হামলাটি চালিয়েছেন রাজধানী মোগাদিশুর 'ইলশা' জেলায়। যেখানে গাদ্দার সোমালি স্পেশাল ফোর্সের একটি সামরিক কনভয় টার্গেট করে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে সেনাদের বহনকারী একটি ট্রাক ধ্বংস হয়, আর অন্য কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলশ্রুতিতে সোমালি স্পেশাল ফোর্সের অন্তত ১২ সৈন্য নিহত এবং আরও ২০ এর বেশি সৈন্য আহত হয়েছে।

আজ শাবাব-মুজাহিদিন তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন বে রাজ্যের 'কানসাহদেরী' শহরে। শাবাব নিয়ন্ত্রিত এই শহরটিতে সোমালি বাহিনী অগ্রসরের ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। কিন্তু প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেন, ফলে শহরটিতে গাদ্দার সোমালি বাহিনী ও শাবাব যোদ্ধাদের মাঝে দীর্ঘক্ষণ তীব্র সম্মুখ লড়াই সংঘটিত হয়।

কিন্তু এই যুদ্ধে আশ-শাবাবের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে গাদ্দার সোমালি বাহিনী। সেখানে আশ-শাবাব মুজাহিদদের হাতে অন্তত ৮ গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আরও ৪ এর বেশি সৈন্য আহত হয়। এসময়

অন্যরা অসংখ্য অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম যুদ্ধের ময়দানে ফেলেই পালিয়ে যায়, যা মুজাহিদগণ গনিমত হিসাবে লাভ করেন, আলহামদুলিল্লাহ।

শিশু নির্যাতনে ইসরাইলের রেকর্ড: গ্রেফতার ৭৫০ ফিলিস্তিনি শিশু

দখলদার ইসরাইল চলতি বছর ফিলিস্তিনে আগ্রাসনের অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। মানবতার শত্রু ইহুদিদে আগ্রাসন থেকে রেহাই পাচ্ছে না ফিলিস্তিনি শিশুরাও। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ৭৫০ ফিলিস্তিনি শিশুকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করেছে দখলদার ইসরাইল।

ফিলিস্তিনি প্রিজনার সোসাইটি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর থেকে চলতি বছর ৭৫০ এর অধিক শিশু ও কিশোরকে গ্রেফতার করেছে দখলদার ইসরাইল। এর আগে ২০১৫ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৯৩০০ শিশুকে গ্রেফতার করেছিল ইসরাইল। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে প্রথমে গুলি করে আহত করে ও পরে চিকিৎসা বা মুক্তি না দিয়ে গ্রেফতার করে বর্বর ইসরাইল।

বেশিরভাগ শিশু মুক্তি পেলেও, বর্তমানে ১৬০ ফিলিস্তিনি শিশু কারাগারে বন্দী রয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩ জন মেয়েও রয়েছে, যাদের দু'জনের বয়স ১৬ এবং একজনের বয়স ১৭ এর কাছাকাছি।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেশিরভাগ শিশুকে তাদের গ্রেপ্তারের সময় বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আহমাদ মানসারি নামে এক শিশুকে জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিও চিত্র ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, একজন দখলদার কর্মকর্তা আহমাদকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এ সময় আহমাদ আল্লাহ তা'য়ালার নামে শপথ করে বলে যে, সে কিছু মনে করতে পারছেনা। তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়ার অনুরোধ জানায় সে। এই সময় অভিশপ্ত ইহুদি কর্মকর্তা আল্লাহ তা'য়ালাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি ও শিশু আহমদকে মানসিকভাবে নির্যাতন করে।

কথিত আন্তর্জাতিক আইন ও জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী শিশুদের অধিকার পুরোপুরি লঙ্ঘন করে গ্রেফতার নির্যাতন ও কারাগারে আটকে রাখার মতো বেআইনি কাজ করার পরও, দালাল জাতিসংঘ ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেনা। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বও পালন করছে নিরব ভূমিকা।

ফলে উদ্ধত ইসরাইল এখন, তাদের মসীহ আগমনের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে আল-আকসা ভেঙে তাদের কথিত থার্ড ট্যাম্পল নির্মাণের পায়তারা করছে; মাসজিদ আল-আকসার নিচে চালাচ্ছে গোপন খননকার্য।

আর কেবল চলতি বছর ৩০০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে বর্বর ইসরাইল, যাদের মধ্যে ৩২ জনই শিশু।

তথ্যসূত্র:

------

1. 'Israel' arrested more than 750 Palestinian children since start of 2022, PPS says - https://tinyurl.com/3ppcrdkb

2. কারাগারে ফলিস্তিনি শিশুকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে মানসিক নির্যাতন - https://tinyurl.com/suzmsu74

আমিরুল মু'মিনিনের নতুন বিবৃতি, আরও ৪২ অপরাধীর উপর শরয়ী হদ কার্যকর

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সর্বোচ্চ নেতা ও আমিরুল মু'মিনিন শায়খুল হাদীস মৌলভি হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহ্ হাফিজাহুল্লাহ্, চলতি মাসের মধ্যভাগে দেশটির সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিচারকদের সাথে একটি বৈঠক করেন তিনি। উক্ত বৈঠক শেষে আমিরুল মু'মিনিন প্রকাশ্য ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে আফগানিস্তান চলবে পূর্ণ শরিয়াহ্ দ্বারা। যার প্রতিটি বিচারকার্য পরিচালিত হবে ইসলামি শরিয়াহ্ ভিত্তিক আইন দ্বারা। অপরাধীদের শাস্তি প্রমাণীত হলে তাদের উপর প্রকাশ্যে শরয়ী হুদুদ কিসাস বাস্তবায়ন করা হবে।

এরপর ইমারাতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদও বিষয়টি শেয়ার করেন। এবিষয়ে তিনি আরও যোগ করে বলেন, আমিরুল মু'মিনিন কর্তৃক বিচারকদের সাথে বৈঠক শেষে সারা দেশে শরীয়া হদ বাস্তবায়নের প্রকাশ্য পরামর্শ দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, ইমারাতে ইসলামিয়া ক্ষমতায় আসার পর মহান রব্বুল আলামিন কর্তৃক নির্ধারিত শরয়ী হদ বাস্তবায়ন করেনি; বরং ইমারাতে ইসলামিয়া প্রথম দিন থেকেই সকল শরিয়া আইন বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলো।

এই সিদ্ধান্তের পর আমিরুল মুমিনিন হাফিজাহুল্লাহ্ অন্য একটি বিবৃতিতে বলেন, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সকল বিচারক তাদের বিচারকার্যের সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং শরিয়াহ্ ব্যবস্থা জারি করার ক্ষেত্রে স্বাধীন। বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের অন্যান্য সমস্ত বিভাগ থেকেও স্বাধীন, এমনকি সমস্ত বিভাগের উপর তাদের কর্তৃত্ব চলবে।

যেদিন কোনো গভর্নর বা কমান্ডার কারো বিরুদ্ধে মামলা হবে, সেদিনও বিচার বিভাগ তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে। আর আদালতে বিচরকের রায় যদি, সেনাপ্রধান, গভর্নর বা ইমারাতের কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও যায়, তখনও তা সকলে মেনে নিতে বাধ্য।

যাহোক, ইমারাতে ইসলামিয়ার সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দ থেকে এমন বিবৃতির পর সারা দেশেই প্রকাশ্যে বিশাল মাঠে জনসম্মুখে শরয়ী হদ কার্যকর করা শুরু হয়েছে। যা আগে অনেকটাই নিরবতার সাথে করা হতো। এই ঘোষণার পর প্রথম একসপ্তাহেই আফগানিস্তানের ৫টি প্রদেশে কয়েকজন নারী সহ প্রায় ৪২ অপরাধীর উপর শরয়ী হদ কার্যকর করা হয়েছে।

এসব অপরাধীদেরকে বিশাল মাঠে হাজার হাজার মানুষের সামনে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত, কারাদণ্ড, আর্থিক ক্ষতিপূরন ও নির্বাসনের মতো বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি দেওয়া হয়।

অপরাধীদেরকে যেসব প্রদেশে এসব শাস্তি দেওয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে- তাখার, লোঘার, লাঘমান, বামিয়ান ও কান্দাহার।অপরাধগুলি ছিলো, ব্যভিচার, চুরি, অবৈধ সম্পর্ক ও ফৌজদারি অপরাধ।

এবিষয়ে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের একজন কর্মকর্তা বলেন, ইসলাম ধর্ম মানব জীবনের সকল বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে দিয়েছে, যেনো মুসলমানরা ইসলামি শরিয়াহ্'র ছায়াতলে শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত বসবাস করতে পারেন। আর কাফেররা কখনোই ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন হতে দেখা সহ্য করবে না, ফলে তারা এর বিরোধিতা করেই যাবে।

লোঘার প্রদের প্রধান বিচারপতি বলেন, এই নির্যাতিত জাতির আশা এবং বিগত ২০ বছরের জিহাদের উদ্দেশ্যই ছিলো শরিয়াহ্ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হুকুম সমুন্নত করা। আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন এমনই একটি ভূমি পেয়েছি, যেখানে আল্লাহ তাআ'লার হুকুম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

দশ বছর ধরে বন্ধ মসজিদ: রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতিচ্ছবি

উপরের ছবিটি উত্তর আরাকানের মংডুতে অবস্থিত একটি মসজিদের। রোহিঙ্গা মুসলিমদের কাছে এটি বড় মসজিদ নামেই সুপরিচিত। এখানে নিয়মিত জামাতে নামাজ এবং ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার বিশাল জামাত অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু গত ১০ বছর ধরে মসজিদটিতে সকল ধরণের ধর্মীয় কার্যক্রম বন্ধ করে রেখেছে সন্ত্রাসী মিয়ানমার সরকার। শুধু এই মুসজিদটিই নয়, পুরো আরাকান জুড়েই অসংখ্য মসজিদ বন্ধ করে দিয়েছে আগ্রাসী বার্মিজ সরকার। এছাড়াও ২০১৭ সালে মুসলিম গণহত্যার সময় আরও অনেক মসজিদ পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে সন্ত্রাসী মিয়ানমার সরকার।

মিয়ানমারের আরাকানে মুসলিমদের ওপর উগ্রবাদী বৌদ্ধ জাতির বিদ্বেষ বহু পুরোনো। যুগ যুগ ধরেই সেখানকার মুসলিমদের নিপীড়ন করে আসছে উগ্র বৌদ্ধরা। সেখানকার মুসলিমদেরকে ইসলামি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে শত বছর ধরে। এমনকি ইসলামি বিধিবিধান পালনেও বাঁধা এ সন্ত্রাসী বৌদ্ধরা। ইসলামি জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান মসজিদগুলোকেও সীমাবদ্ধ করে ইসলামি শিক্ষার প্রসারে বাঁধা দেয়া হয়েছে।

পাশাপাশি, মুসলিমদের পুরোপুরি উচ্ছেদ করতে একাধিকবার গণহত্যা চালানো হয়েছে। দেশান্তর করা হয়েছে লাখ লাখ মানুষকে। সাম্প্রতিক সেখানকার মুসলিমদের সাথে পশুর মতো আচরণ করছে সন্ত্রাসী মিয়ানমার। মুসলিমদের নূন্যতম মানবাধিকারটুকুও দিচ্ছে না মিয়ানমার জান্তা সরকার।

মুসলিমদের ওপর চলা চরম নিপীড়ন-গণহত্যা চলা সত্বেও আন্তর্জাতিক বিশ্ব মিয়ানমারের বিরুদ্ধে বাস্তব কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বরং দেশটির মানবতা বিরোধী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে মিয়ানমারের পাশে

দাঁড়িয়েছে নাস্তিক্যবাদী চীন, হিন্দুত্ববাদী ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশ। অস্ত্র সহায়তা দিয়ে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে প্রত্যক্ষ সহায়তা করেছে চীন, রাশিয়া, ইউক্রেন, ভারত ও ইসরাইল।

তা সত্বেও মিয়ানমার বা এর পক্ষাবলম্বনকারী দেশ সমূহের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি দালাল জাতিসংঘ। অথচ ইউক্রেনে রাশিয়ান আগ্রাসন শুরু হওয়া মাত্রই দালাল জাতিসংঘ রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। অন্যদিকে ১১ বছর ধরে সিরিয়ায় আগ্রাসন চালানো সত্বেও মৌখিক বিবৃতি ছাড়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোন কাজ করেনি জাতিসংঘ।

এটা এখন স্পষ্ট যে, শুধু আরাকান, কাশ্মীর বা ফিলিস্তিনই নয়, নতুন করে কোন ভূখণ্ডে নতুন কোন জালিম যদি মুসলিমদের ওপর আগ্রাসন চালায় দালাল জাতিসংঘ কিছুই করবে না। এমতাবস্থায়, মুসলিমরা একে অপরের পাশে না দাঁড়ালে নিকট ভবিষ্যতে চরম অস্তিত্ব সংকটে পড়বে পুরো মুসলিম উম্মাহ।

তথ্যসূত্র:

১। Maungdaw Township big Mosque and Eid Prayer yard, which have closed for 10 years by Burmese governments and Military council, testify that Rohingya Muslim (Islam) in Northern Rakine State do not have religious freedom - https://tinyurl.com/hy9pnf7u

---

২৬শে নভেম্বর, ২০২২

কঠোর লকডাউনের কারণে আগুনে পুড়লো ৪৪ জন উইঘুর মুসলিম

গত ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে পূর্ব তুর্কীস্তানের উরুমকি শহরের একটি আবাসিক ভবনে আগুন লেগে প্রায় ৪৪ জন উইঘুর মুসলিম তাদের প্রাণ হারিয়েছেন।

পূর্ব তুর্কীস্তানে প্রায় তিন মাসেরও অধিক সময় ধরে চলমান কোভিড লকডাউনের কারণে উইঘুর মুসলিমরা নিজেদের ঘরেই এখন বন্দী জীবনযাপন করছে। এমনকি কোভিড লকডাউন বাস্তবায়ন করতে দখলদার প্রশাসন প্রত্যেক উইঘুর মুসলিমের ঘরে তালা লাগিয়ে রেখেছে। যার ফলে আগুন লাগার পর ভবনটি তালাবদ্ধ থাকার কারণে সেখান থেকে বেরোতে পারেনি অসহায় উইঘুররা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন খবর থেকে জানা যায়, ভবনটির মূল গেট সহ প্রতিটি ফ্ল্যাটের দরজা সিল করে রেখেছিলো দখলদাররা। আগুন লাগার পর একে তো ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে দেরি করে আসে, উপর দিয়ে আগুন নেভানোর বদলে তারা বেইজিং থেকে দখলদারদের 'হুকুমের' অপেক্ষা করে। তাদের এমন কর্মকাণ্ডের কারণে প্রাণহানি আরও বেশি হয়েছে বলে জানায় সেখানকার স্থানীয় উইঘুর মুসলিমগণ।

এদিকে উইঘুর টাইমসের একটি পোস্ট থেকে জানা যায় যে, উরুমকির ভবনে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে লকডাউনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে উইঘুর মুসলিমগণ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ভবনে আগুন লাগার পরও উইঘুরদের ঘর থেকে বেরোতে নিষেধ করে বর্বর দখলদার প্রশাসন।

অন্যদিকে চাইনিজ মিডিয়া এ নিয়েও মিথ্যা প্রচার করছে। তারা বলছে যে, আগুন লাগার পর উইঘুরদের ঘর থেকে বের হবার অনুমতি দিয়েছে প্রশাসন। যদিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার হওয়া একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, তালাবদ্ধ থাকার কারণে ফায়ার সার্ভিসের ট্রাক সেই ভবনের আঙ্গিনাতেই প্রবেশ করতে পারে নি। বরং দূর থেকে পানি ছিটিয়ে আগুন নেভানোর লোক দেখানো ব্যর্থ চেষ্টাই তারা করেছে শুধু।

দখলদারদের এই কথিত 'জিরো কোভিড নীতির' কারণে বিগত তিন মাসে অনেক উইঘুর মুসলিম অনাহারে ও চিকিৎসার অভাবে তাদের প্রাণ হারিয়েছে। এমনকি এখনও পর্যন্ত তারা অনেক উইঘুর মুসলিম শিশুকে তাদের স্কুলেই লকডাউনের অজুহাতে বন্দী করে রেখেছে।

উইঘুর মুসলিমদের সাথে এমন কঠোর আচরণ করলেও হান চাইনিজদের সাথে ঠিকই নমনীয় আচরণ করছে দখলদাররা। উইঘুরদের ভবনে সিল লাগালেও, হানদের ভবনগুলো খোলাই ছেড়ে দিয়েছে তারা। ফলে হান'রা ঠিকই এই লকডাউনের সময়েও খোলামেলাভাবে বাইরে ঘোরাঘুরি করছে।

দখলদার চীনাদের এমন আচরণ থেকে এটা স্পষ্টই যে, কোভিড লকডাউনের নামে মূলত তুর্কীস্তানে উইঘুর মুসলিমদের সংখ্যালঘু করতেই এসব পদক্ষেপ নিয়েছে তারা।

তথ্যসূত্রঃ

----

1. A fire broke out in a building near the main market in Urumqi: China's siege policy continues to produce tragedies - https://tinyurl.com/w88va439

2. Protests break out in China against COVID-19 lockdowns after deadly fire kills 10 - https://tinyurl.com/2p99z8ff

3. 10 killed in apartment fire in northwest China's Xinjiang - https://tinyurl.com/34wz6m9u

4. A large scale protest broke out in Urumqi against the strict lockdown following the death of 44 Uyghurs in a fire - https://tinyurl.com/4pvu4juz

5. Dozens killed apt fire in Uyghur residential building last night - https://tinyurl.com/yey846p4

6. Innocent Uyghur families burned to death today - https://tinyurl.com/5bahkb85

উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাক-তালিবানের হামলায় ১৮ পাকি-সেনা নিহত

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে সম্প্রতি ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। এতে দেশটির সামরিক বাহিনীর অন্তত ১৮ সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, দু'টি হামলার প্রথমটি গত ২২ নভেম্বর বান্নু প্রদেশের মালখেল এলাকায় চালানো হয়েছে। যেখানে গাদ্দার বাহিনীর একটি সামরিক কনভয় মুজাহিদদের অবস্থানে হামলার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। আর মুজাহিদগণ এই তথ্য পাওয়া মাত্রই পজিশন ঠিক করে প্রস্তুত হয়ে যান।

গাদ্দার বাহিনীর সামরিক কনভয়টি যখনই মুজাহিদদের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে, তখনই মুজাহিদগণ চতুর্দিক থেকে সামরিক কনভয় টার্গেট করে ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেন। এতে গাদ্দার বাহিনীর ৫টি যানবাহন ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে ১০ এর বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরও অনেক বেশি।

এরপর গত ২৫ নভেম্বর রাতে একই প্রদেশের মারানশা-সারুবি এলাকায় গাদ্দার বাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমণ চালান মুজাহিদগণ। যাতে গাদ্দার বাহিনীর অন্তত ৭ সৈন্য নিহত হয়। বাকিরা আহত হয়ে পালিয়ে যায়। একইভাবে শুক্রবার মধ্যরাতে দোসলী-দিনুর এলাকায় গাদ্দার বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয় টিটিপির মুজাহিদদের। এতে ১ সেনা নিহত এবং আরও বেশ কিছু সেনা সদস্য আহত হয়। বাকিরা পালিয়ে গেলে উক্ত এলাকার সিকিউরিটি ক্যামেরাগুলি ভেঙে ফেলেন মুজাহিদগণ- আলহামদুলিল্লাহ।

উল্লেখ্য, বর্তমানে সীমান্তের উভয় দিক থেকেই চাপে রয়েছে গাদ্দার পাকি সেনা-প্রশাসন। ইসলামি চিন্তাবিদগণ তাই আশা প্রকাশ করছেন যে, অচিরেই হয়তো ইংরেজদের একে দেওয়া কাল্পনিক সীমান্ত ডুরান্ড লাইন মুছে দুই সীমান্তই মুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্। আর বর্তমানে যে এলাকায় যুদ্ধ চলছে, তা মুক্ত হলে ধীরে ধীরে কাশ্মীরের সাথে আফগানিস্তানের ভূমির দূরত্ব কমে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

পূর্ব তুর্কীস্তানে ধর্মীয় স্বাধীনতাঃ ১৫০ জনের মসজিদে মাত্র ৪ মুসল্লি

পূর্ব তুর্কীস্তানে অবৈধ দখলদারিত্ব এবং উইঘুর মুসলিমদের ওপর চলমান গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ডের জবাবে চীন বরাবরই বিশ্ববাসীর চোখে ধুলো ছিটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। উইঘুর মুসলিমদের ব্যাপারে এ পর্যন্ত যত মিথ্যা

তথ্য তারা প্রচার করেছে তার মধ্যে 'উইঘুরদের ধর্মীয়-স্বাধীনতা' ছিলো একটি। কিন্তু তাদের এই মিথ্যাও এখন বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে।

সম্প্রতি জানা গেছে যে, দখলদার প্রশাসনের নির্যাতনের ভয়ে পূর্ব তুর্কীস্তানের কোর্লা জেলার ১৫০ থেকে ২০০ জনের একটি মসজিদে মাত্র ৪ জন মুসল্লি সালাত আদায় করছে।

২০১৭ সাল থেকে ইসলাম বিদ্বেষী চীন কথিত 'সন্ত্রাসবাদ' নিরসনের অজুহাতে উইঘুর মুসলিমদের উপর অমানবিক নির্যাতন শুরু করে। পূর্ব তুর্কীস্তানে উইঘুর মুসলিমদের দাঁড়ি রাখতে বাঁধা দেওয়া, টাখনুর উপর জামা পড়তে বাঁধা দেওয়া, প্রকাশ্যে মুসলিম নারীদের শালীন পোশাক কেটে ফেলা, রমাদানে সিয়াম পালন করা থেকে মুসলিমদের বিরত রাখা, জোরপূর্বক মুসলিমদের মদ্যপান করানো ও নাচ-গান করানো সহ আরও নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছে দখলদার চীন।

এমনকি ২০১৭ সাল থেকে উইঘুর মুসলিমদের সালাত আদায় বন্ধে বিভিন্ন মসজিদও ধ্বংস করেছে তারা। এছাড়া অনেক মসজিদকে তো তারা ইতোমধ্যেই পরিণত করেছে মদের বারে।

২০২০ সালে লোক দেখাতে কিছু মসজিদ খুলে দেয় দখলদাররা। যদিও মসজিদগুলোর সামনে নিয়মিতই টহলরত থাকে তাদের পুলিশ বাহিনী।

কোর্লা জেলার এক পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছে, দখলদার প্রশাসন এখানের উইঘুর মুসলিমদের প্রতি একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেখানে তারা উইঘুর মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি উল্লেখ করেছে। এছাড়াও উইঘুরদেরকে মসজিদ খালি না রাখার জন্যেও নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু উইঘুর মুসলিমরা তাদের সেই বিজ্ঞপ্তিতে কোন সাড়া দেয়নি। যার ফলে পুলিশ পরিচালিত ১৫০ থেকে ২০০ জনের একটি মসজিদে মাত্র ৪/৫ জন মুসল্লি সালাত আদায় করছে।

তুর্কীস্তানের হোতান বিভাগে সাম্প্রতিক এক প্রচারাভিযানের মাধ্যমে দখলদাররা দাবি করছে যে, তারা হোতানের মসজিদগুলির সুযোগ-সুবিধা উন্নত করেছে। মুসল্লিদের মসজিদে আসতে উৎসাহিত করতে তারা সুন্দর পরিবেশের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু হোতানের কারাকাশ জেলা থেকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ২০১৭ সালের শুরুর দিকে হোতানের ইয়াভা নামের এক গ্রামের ৬০ ভাগ ধর্মীয় নেতার শিরশ্ছেদ করেছে দখলদাররা।

অন্যদিকে তুর্কীস্তানের ইলি কাজাখ বিভাগের ঘুলজা জেলার পরিস্থিতি আরও গুরুতর। দখলদারদের দ্বারা আরোপিত সাম্প্রতিক লকডাউনের সময় যখন অনাহারে উইঘুর মুসলিমদের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন তাদের জানাজার সালাত আদায়কারীর জন্য কোন ইমামকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ বেশিরভাগ ইমামই তখন দখলদারদের বন্দী শিবিরে ছিলেন। এছাড়া আরও অনেক ইমাম দখলদারদের হাতে তাদের প্রাণ হারিয়েছেন। আর ঘুলজা শহরের 'চায়না মার্কেটে' অবস্থিত ৩টি মসজিদের সবকটিই বন্ধ করে রেখেছে দখলদার সরকার।

এতকিছুর পরও কিছু কথিত উইঘুর বুদ্ধিজীবী মনে করেন যে, কথিত 'মানবাধিকারের রক্ষক' জাতিসংঘের কাছে অভিযোগ পেশ করলে জাতিসংঘ হয়তো তাদেরকে চীনের কাছ থেকে স্বাধীনতা এনে দিবে। কিন্তু তারা এখনও একটি বিষয় উপলব্ধি করতে পারছে না যে, স্বাধীনতাকে অর্জন করতে হয়। কেউ যখন স্বাধীনতা এনে দেয়, তখন তাকে স্বাধীনতা বলে না; বরং তখন তাকে বলা হয় স্বাধীনতার মুখোশে এক নতুন বন্দীত্ব।

লিখেছেন : ওবায়দুল ইসলাম

তথ্যসূত্রঃ

1. The religious situation of the Uyghur people: 4 prayer rooms in a mosque of 150 people, and a Tungan imam in the Uyghur mosque - https://tinyurl.com/yc63cd8r

- https://tinyurl.com/266umzce

আল-কায়েদার হামলায় ১৫ ঊর্ধ্ব রাশিয়ান ওয়াগনার ও মালিয়ান গাদ্দার নিহত

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী "জেএনআইএম" সম্প্রতি মালির মোপ্তি রাজ্যে একটি সফল হামলা চালিয়েছে। হামলাটি গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনী, রাশিয়ার ভাড়াটে ওয়াগনার ও স্থানীয় মিলিশিয়াদের একটি যৌথ কাফেলা টার্গেট করে চালানো হয়।

আঞ্চলিক বিশ্লেষক MENASTREAM-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২১ নভেম্বর মালির মোপ্তি রাজ্যের মাকানু এলাকায় কুফফারদের যৌথ জোট বাহিনীর উপর উক্ত হামলাটি চালানো হয়েছে। যেখানে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) যোদ্ধারা ভারী 'ডুয়াল-আইইডি' দিয়ে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটান।

ফলশ্রুতিতে ঘটনাস্থলেই ইসলামবিরোধী যৌথ জোট বাহিনীর অন্তত ১৫ সেনা নিহত হয়। সেই সাথে কুফফার বাহিনীর ২টি গাড়িও পুরোপুরি ধ্বংস করতে সক্ষম হন মুজাহিদগণ।

সফল এই হামলার পর দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে কুফফার জোটের সেনারা। এসময় কুফফার বাহিনীর সেনারা উক্ত এলাকায় এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করে। বর্বর এই বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালিয়ে উক্ত এলাকার এক বৃদ্ধ সহ ৭ জন সাধারণ বেসামরিক মুসলিমকে হত্যা করে। পাশাপাশি অনেকগুলো ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

জেএনআইএম-এর মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ভাড়াটে ওয়াগনার সেনারা কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত না হওয়ায়, পশ্চিমা সমর্থিত মালিয়ান সেনারা এখন উগ্র সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে অর্থ-অস্ত্র দিয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এতেও কার্যকরী কোন সফলতা পাচ্ছে না গাদ্দার সরকার।

বিপরীতে মুজাহিদদের ক্রমবর্ধমান এলাকা বিজয় ও প্রতিপত্তি বেড়েই চলছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জান-মালের নজরানা পেশ করে মালির কেন্দ্রের দিকে ছুটে চলেছেন- আলহামদুলিল্লাহ।

২৫শে নভেম্বর, ২০২২

ব্রেকিং নিউজ || আজ একদিনেই আশ-শাবাবের ২টি শহর ও ৩টি শত্রুঘাঁটি বিজয়

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন আজ শুক্রবার সোমালিয়া জুড়ে বেশ কিছু দুর্দান্ত সফল অভিযান পরিচালনা করছেন। যাতে অন্তত শতাধিক সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। আর আজকের এক দিনেই প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব বিজয় করেছে ২টি নতুন শহর ও ৩ টি শত্রুঘাঁটি।

আশ-শাবাব প্রশাসনের জারি করা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করতে এবং ইসলামকে জমিনে সমুন্নত করতে, মুজাহিদ বাহিনী আজ শুক্রবার সকালে কাইয়েব শহরে শত্রুদের উপর একটি পরিকল্পিত আক্রমণ চালিয়েছেন।" আক্রমণটি জালাজদুদ রাজ্যের কাইয়েব শহরে পরপর ২টি ইস্তেশহাদী হামলার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। তারপর অন্যান্য মুজাহিদরা সেখানকার মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) আশহাদ মিলিশিয়া ও মুশরিকদের উপর বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ শুরু করেন।"

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, "একটি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পর, মুজাহিদরা আল্লাহর রহমতে শহরটির ২টি ঘাঁটিতে শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং কাইয়েব শহরের নিয়ন্ত্রণ নেন। শহরটিতে মুজাহিদদের হাতে ৪৩ শত্রু সেনা নিহত এবং আরও ৫১ এর বেশি গাদ্রা সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

প্রতিরোধ বাহিনীটির দেওয়া তথ্যমতে, তাঁরা কাইয়েব শহর বিজয়ের মধ্য দিয়ে বহু সংখ্যক অস্ত্র ও প্রচুর গোলাবারুদ গনিমত পেয়েছেন। সেই সাথে মুজাহিদগণ একটি সাঁজোয়া যান সহ ৫টি গাড়ি গনিমত পেয়েছেন, যেগুলো অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম দ্বারা পূর্ণ ছিলো।

এদিন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বে রাজ্যে আরও একটি দুর্দান্ত সফল হামলা চালিয়েছেন। সূত্রমতে, মুজাহিদগণ রাজ্যটির বাইদোয়া শহরের উপকণ্ঠে "দেনুনা" শহরে সোমালি বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে সংক্ষিপ্ত হামলা চালান। এতে বহু সংখ্যক গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয় এবং ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যায়। গাদ্দার বাহিনীর পালিয়ে যাওয়ার পর মুজাহিদগণ ঘাঁটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেন।

অপরদিকে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন আজ বিনা যুদ্ধে দক্ষিণ সোমালিয়ার জুবা রাজ্যের তাপটো শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। কেননা গাদ্দার সোমালি বাহিনী আশ-শাবাবের আগমনের খবর শুনেই শহর ছেড়ে কেনিয়ার একটি সামরিক ঘাঁটিতে পালিয়ে যায়। শত্রুসেনাদের এই পলায়নের পর মুজাহিদগণ শহরের নিয়ন্ত্রণ নেন এবং শহরের জামে-মসজিদে জনসাধারণের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন। যেখানে মুজাহিদগণ দেশে চলমান সংঘাতের বাস্তবতা তুলে ধরেন।

টোগোতে আবারো আল-কায়েদার হামলা: ১৭ এর অধিক সৈন্য নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ টোগোতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে দেশটির অন্তত ১৭ সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে বলে জানা গেছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকার সহযোগী শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইসলাম বিরোধী গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর হামলার পরিধি বাড়িয়েই যাচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় টোগোর উত্তরাঞ্চলেও সেনাবাহিনীর উপর নতুন করে হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা।

স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে যে, গতকাল ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার, টোগোর উত্তর সাভানেস অঞ্চলের কেপেন্ডজাল প্রদেশে টোগোলিজ সেনা বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন জেএনআইএম-এর বীর যোদ্ধারা। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের উক্ত হামলায় অন্তত ১৭ সেনা নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র বলছে, রাজ্যটির তিওলি এলাকায় অবস্থিত টোগোলিজ সেনাবাহিনীর "ফরোয়ার্ড অপারেশন" ঘাঁটিতে উক্ত হামলাটি চালানো হয়েছে। যেখানে জেএনআইএম-এর বিশাল একটি সশস্ত্র দল ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ঘাঁটিটি অবরোধ করেন, এবং চতুর্দিক থেকে টোগোলিজ সেনাবাহিনীকে টার্গেট করে আক্রমণ শুরু করেন তাঁরা। এতে এখন পর্যন্ত ১৭ সেনা নিহত হওয়ার তথ্য থাকলেও, এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা হামলায় আরও অনেক সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আল-কায়েদা যোদ্ধারা টোগো এবং বেনিনে ছড়িয়ে পড়েছেন। বিশেষ করে বুরকিনা ফাসোর দক্ষিণ সীমান্ত থেকে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে চলেছে আল-কায়েদা। যার প্রতিক্রিয়া হিসাবে, টোগো প্রশাসন বুরকিনা ফাসো সীমান্তের উত্তর অংশে গত মার্চ মাস থেকে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। এই জরুরি অবস্থার ঘোষণার মধ্যেই এখন পর্যন্ত সাভানেস অঞ্চল সহ সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে সামরিক বাহিনীর উপর বেশ কিছু সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের পাল্টা আক্রমণে ৪০ এর বেশি গাদ্দার সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় শহরগুলো ছাড়া এর অধিকাংশ অঞ্চলই নিয়ন্ত্রণ করছে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। সম্প্রতি এসব শহরগুলি দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার মোগাদিশু সরকার। কিন্তু এতে সফলতার পরিবর্তে সেনাদের কফিন নিয়ে ফিরতে হচ্ছে তাদেরকে।

আঞ্চলিক সূত্রমতে, গতকাল ২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু ও হিরান রাজ্যের বেশ কিছু এলাকা দখল করার লক্ষ্যে হামলা চালায় মোগাদিশু সরকারের গাদ্দার বাহিনী। যে এলাকাগুলো দীর্ঘদিন ধরে নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসন।

কিন্তু গাদ্দার বাহিনী এলাকাগুলোতে হামলার মাধ্যমে মূলত ভুল গর্তে পা দিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে মোগাদিশুর উত্তরে হাওয়াদলি শহরের ৩টি এলাকাতেই আশ-শাবাব যোদ্ধাদের প্রবল হামলার মুখে পড়ে গাদ্দার বাহিনী, যেখান থেকে তারা পরাজয়ের গ্লাণি নিয়ে কফিন নিয়ে ফিরে আসে।

আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট মিডিয়া সূত্রমতে, গতকাল হাওয়াদলি শহরের ৩টি এলাকায় ভারী প্রতিরোধ গড়ে তুলেন মুজাহিদগণ। এলাকাগুলোতে মুজাহিদদের তীব্র জবাবি হামলায় গাদ্দার বাহিনীর অন্তত ১৪ সৈন্য নিহত এবং আরও ৮ সৈন্য আহত হয়। বাকিরা ৯টি ভারী অস্ত্র ও ১০ সেনার মৃতদেহ যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখেই এলাকাগুলো ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এদিন হিরান রাজ্যে শাবাব নিয়ন্ত্রিত টারদো শহর দখলের উদ্দেশ্যেও হামলা চালায় গাদ্দার মোগাদিশু বাহিনী। কিন্তু এখানেও তারা ব্যর্থ হয় এবং মুজাহিদদের পাল্টা আক্রমণে পরাভূত হয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্যমতে, টারদো শহরে মুজাহিদদের জবাবি হামলায় গাদ্দার বাহিনীর এক অফিসার সহ অন্তত ১০ সৈন্য নিহত হয়, সেই সাথে আহত হয় আরও ৮ গাদ্দার সেনা।

কেনিয়ান সেনা ঘাঁটিতে শাবাব কমান্ডোর দুঃসাহসি অভিযানে ৮ সেনা ধরাশায়ী

সোমালিয়ার জুবা অঞ্চলে দখলদার কেনিয়ান সেনাদের ঘাঁটিতে ঢুকে একাই ৮ সেনাকে ধরাশায়ী করেছেন একজন শাবাব কমান্ডো।

সোমালিয়া ভিত্তিক সংবাদ সংস্থা সোমালিগার্ডিয়ানের তথ্য মোতাবেক, গত ২১ নভেম্বর (সোমবার) একজন শাবাব কমান্ডো ভারী অস্ত্র নিয়ে সোমালিয়ার শাবেলি অঞ্চলের সারিরা এলাকায় অবস্থিত কেনিয়ান সেনাদের ফরোয়ার্ড ঘাঁটিতে আক্রমণ চালান। তিনি হঠাৎই ঘাঁটিতে প্রবেশ করে কেনিয়ান সেনাদের দিকে গুলিবর্ষণ করতে থাকেন। এতে ঘটনাস্থলেই ৩ সেনা নিহত হয় এবং গুরুতর আহত হয় আরো ৫ ক্রুসেডার সেনা। এক পর্যায়ে সংখ্যায় অধিক কেনিয়ান সেনাদের পাল্টা গুলিতে হামলাকারী মুজাহিদ রবের ডাকে সাড়া দেন।

আশ-শাবাব এর অফিসিয়াল ঘোষণায় হামলার স্থান 'হোসিনগো' বলে উল্লেখ করা হয়, তবে ঘটনাস্থল সেনা ঘাঁটির ভিতরে হওয়ায় হামলায় হতাহতের পরিসংখ্যান স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। যার ফলে সরকারপন্থি মিডিয়ায় প্রকাশিত হতাহতের সংখ্যার ব্যাপারে সংশয় রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কেনিয়ান সেনা অফিসার জানিয়েছে, "লোন উলফ কৌশলের কার্যকারিতা প্রমাণের জন্যই হয়তো এই কৌশলে হামলা চালানো হয়েছে। কেনিয়ান সেনাদের আশেপাশের অবস্থানের ব্যাপারে আরো সতর্ক থাকতে হবে।"

শাবাব প্রশাসনের উক্ত কমান্ডোর দুঃসাহসি এই "লোন উলফ" অভিযান প্রেরণা যুগিয়েছে শাহাদাত প্রত্যাশী মুমিনদের অন্তরে। আশার কথা হলো এই যে, শাবাবের সেনাদলে এরূপ হাজার হাজার লোন উলফ কমান্ডো রয়েছেন, যারা শত্রুবাহিনীর সুরক্ষিত ঘাঁটিতে বিধ্বংসী আক্রমণ চালাতে সক্ষম।

২৪শে নভেম্বর, ২০২২

শাবাবের জোরদার হামলায় মার্কিন প্রশিক্ষিত কমপক্ষে ২০ গাদ্দার হতাহত

সোমালিয়ার পশ্চিমা সমর্থিত মোগাদিশু সরকারের বিরুদ্ধে গতকাল ২৩ নভেম্বর তারিখে প্রায় ১২টি হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ২টি হামলাই চালানো হয়েছে দেশটির যুবা ও হিরান রাজ্যে। হামলাগুলোয় শাবাব মুজাহিদিনের হাতে অন্তত ২০ এর অধিক গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্যমতে, আশ-শাবাব মুজাহিদিন তাদের বীরত্বপূর্ণ অভিযানের প্রথমটি চালিয়েছেন যুবা রাজ্যের ইয়াক বাশার এলাকায়। সেখানে ক্রুসেডার মার্কিন প্রশিক্ষিত সোমালি বিশেষ বাহিনীর একটি সামরিক কনভয় টার্গেট করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। উক্ত হামলায় গাদ্দার সামরিক বাহিনীর অন্তত ১২ সৈন্য নিহত হয়। হারাকাতুশ শাবাবের হাত থেকে বাঁচতে পশ্চিমাদের গোলাম সৈন্যরা তখন সীমান্ত হয়ে কেনিয়ার ব্রলি শহরের দিকে পালিয়ে যায়।

এদিন দ্বিতীয় সফল হামলার ঘটনা ঘটে হিরান রাজ্যের টারদো শহরে। সূত্র মতে, আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত শহরটিতে এদিন হামলার চেষ্টা করে গাদ্দার মোগাদিশু সরকারের সেনাবাহিনী, মুজাহিদগণ যার ভরপুর জবাব দেন আলহামদুলিল্লাহ্।

ফলশ্রুতিতে গাদ্দার বাহিনী শহরটি থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। তবে ততক্ষণে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের তীব্র জবাবি হামলায় গাদ্দার বাহিনীর উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা সহ অন্তত ৭ সৈন্য নিহত হয়। একই সাথে আরও একডজনেরও বেশি সৈন্য আহত হয়।

২৩শে নভেম্বর, ২০২২

মধ্যপ্রদেশে পুলিশী হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের নামে মুসলিম যুবককে খুন

মধ্যপ্রদেশে বাসিন্দা জনাব ইজরায়েল খান। গত ২১ নভেম্বর সোমবার মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলায় ভোপালে ইজতেমায় (ধর্মীয় জামাতে) যোগদানের পরে বাড়ি ফেরার সময় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ তাকে আটক করে। পরে পুলিশী হেফাজতেই জিজ্ঞাসাবাদের সময় ঐ মুসলিম যুবককে খুন করা হয়। তখন ৩০ বছর বয়সী ইজরায়েল খান একটি অটোতে শহরের গোকুল সিং এলাকায় তার বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন।

সেসময় কুশমোদা পুলিশ চৌকিতে তাকে আটক করে। পুলিশ সদস্যরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পুলিশ খানকে কিছু তথ্য দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত টর্চার করে।

এক পর্যায়ে ইজরায়েল খান অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জেলা হাসপাতালে বিক্ষোভ করেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা এবং অন্যান্য লোকজন। দোষী পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে লাশ নিয়ে মহাসড়কে বিক্ষোভও করেন তারা।

স্থানীয় গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলে পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, সুস্থ অবস্থায় আটকের পর থানায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় পুলিশ তাকে বেড়ক মারধর করেছে।

ইজরায়েলের বাবা মুনাওয়ার খান বলেছেন, আমরা সাধারণ মানুষ। "আমাদের কোনো অপরাধমূলক কাজের রেকর্ড নেই। আমার ছেলের কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড নেই।"

পরিবারের এক সদস্য বলেছেন, হিন্দুত্ববাদী পুলিশ সদস্যরা আমাদের কাছ থেকে ১ লাখ টাকা চেয়েছিল, কিন্তু আমরা মাত্র ৩০,০০০ টাকা দিতে পারি। "আমরা বাকি ৭০,০০০ এর ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু আমরা টাকা পৌঁছানোর আগেই ইজরায়েলকে খুন করা হয়।"

তথ্যসূত্র:

----

1. Muslim Man in MP Dies during Interrogation, Family Alleges Foul Play
2. Madhya Pradesh: Judicial inquiry ordered into alleged custodial killing in Guna district

কাতার বিশ্বকাপে জাকির নায়েকের উপস্থিতি নিয়ে হিন্দুত্ববাদী ভারতের ইসলাম বিদ্বেষ

হিন্দুত্ববাদীদের ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। মুসলিমদের জন্য হিন্দুত্ববাদ এখন বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। অতি সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে যুক্তরাজ্যের লেস্টারে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীদের সহিংসতা প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ববাসী।

এবার ভারতীয় দাঈ জাকির নায়েককে আমন্ত্রণ জানানোয় কাতারে বিশ্বকাপ ফুটবল বয়কট করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছে বিজেপি নেতা ও মুখপাত্র স্যাভিও রডরিগেস। ২২ নভেম্বর মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকার, ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ও সাধারণ ফুটবলপ্রিয় মানুষকে সে অনুরোধ করেছেন, তারা যেন কাতারে বিশ্বকাপের অনুষ্ঠান বয়কট করে।

বিশ্বকাপ ফুটবল চলাকালে জাকির নায়েক ওই দেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করবেন বলে কাতারের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত স্পোর্টস চ্যানেল 'আলকাস' জানিয়েছে। আলকাসের ওই সিদ্ধান্তের কথা প্রচার করেছে সে দেশের সংবাদমাধ্যম 'আল আরবিয়া নিউজ'। এই খবর সম্প্রচারিত হওয়ার পরেই গোয়া রাজ্যের বিজেপি নেতা ও মুখপাত্র স্যাভিও রডরিগেস মঙ্গলবার ভারত সরকারকে ওই অনুরোধ করে।

স্যাভিওর ভাষ্য, 'গোটা পৃথিবী যখন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, জাকির নায়েক তখন ঘৃণা ছড়াতে ব্যস্ত।'

ফুটবল বা ক্রিকেট মুখ্য বিষয় নয়, হিন্দুত্ববাদী নেতাদের মূল উদ্দেশ্য হলো- যে করেই হোক ভারতীয় সাধারণ হিন্দুদের ইসলামদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো। আর ভারতী হিন্দুরাও এতোটাই বর্বর যে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন ইস্যুর সুযোগ হলেই হামলে পরে মুসলিমদের ওপর।

এভাবেই প্রোপাগান্ডা ও হিন্দুত্ববাদী নেতাদের প্ররোচনায় ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ও হাজার হাজার মুসলিমকে নির্মমভাবে শহীদ করে হিন্দুরা। এরই ধারাবাহিকতায় কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল খেলাকেও ইসলামের ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঁড় করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা চালানোর পাঁয়তারা করছে হিন্দুত্ববাদীরা।

উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালে হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকার জাকির নায়েকের ইসলাম প্রচারকে বন্ধ করতে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম শুরু করে। তাঁর বিরুদ্ধে অর্থ পাচারসহ বিভিন্ন দেশবিরোধী কাজ ও ধর্মের নামে ঘৃণা ছড়ানোর মিথ্যা অভিযোগ আনে। জাকির নায়েকের পিস টিভি, পিস টিভি মোবাইল অ্যাপ ও ইউটিউব চ্যানেল নিষিদ্ধ করছে ভারত সরকার। এবং চলতি বছরের মার্চ মাসে জাকির নায়েক প্রতিষ্ঠিত 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'কেও ভারত সরকার বেআইনি ঘোষণা করে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ওই সংগঠনকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধও করে। এরপর থেকেই তিনি মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছেন।

তথ্যসূত্র:

১। জাকির নায়েককে আমন্ত্রণ জানানোয় বিশ্বকাপ বয়কট করার আরজি বিজেপি নেতার-
- https://tinyurl.com/3wvukvp4

এক বছর ধরে হিন্দুত্ববাদের কারাগারে আটক কাশ্মীরি মানবাধিকার কর্মী খুররম পারভেজ

কাশ্মীরি মানবাধিকার রক্ষক খুররম পারভেজকে এক বছর, আগে ২২শে নভেম্বর ২০২১ তারিখে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সন্ত্রাসবাদ এবং অন্যান্য অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

জনাব পারভেজ কাশ্মীর কোয়ালিশন অফ সিভিল সোসাইটির (JKCCS) সমন্বয়কারী এবং এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলন্টরী ডিসাপ্যারেন্স-এর (Asian Federation Against Involuntary Disappearances, AFAD) চেয়ারপার্সন, জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চল সহ মানবাধিকার ওকালতি, ডকুমেন্টেশন এবং তদন্তের জন্য তিনি চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

২২ নভেম্বর ২০২১-এ ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী সংস্থা, ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) প্রায় ১৪ ঘন্টা ধরে পারভেজের বাড়িতে এবং অফিসে অভিযান চালায় এবং তার পরিবারের সদস্যদের ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ও বই জব্দ করে। এরপর তাকে এনআইএ অফিসে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়। যেখানে ৬ নভেম্বর, ২০২১-এ এনআইএ দায়ের করা একটি তথ্য প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের কারণ হিসেবে বলা হয় যে, পারভেজের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং বেআইনি আইনের অধীনে অভিযোগ আনা হয়েছে।

অ্যাক্টিভিটিস প্রিভেনশন অ্যাক্ট (UAPA), ভারতের অপমানজনক সন্ত্রাসবিরোধী আইন, যে মামলা থেকে জামিন পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বিশেষত, তার বিরুদ্ধে "অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র," "ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো বা যুদ্ধ করার চেষ্টা করা বা যুদ্ধে উৎসাহিত করা," ও "তহবিল সংগ্রহের" অভিযোগ আনা হয়েছিল।

ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ বারবার খুররম পারভেজকে তার মানবাধিকার কাজ বন্ধ করার জন্য তাকে ভয়ভীতি দেখিয়েছে।
বছরের পর বছর ধরে এনআইএ এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী হিন্দুত্ববাদী সংস্থাগুলি বিনা প্রমাণে তাকে এই অঞ্চলে "বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ পরিচালনা" করার জন্য অভিযুক্ত করেছে। এবং তার বাড়িতে এবং অফিসে অভিযান পরিচালনা করেছে।

২০১৬ সালে হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ তাকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগদানের জন্য সুইজারল্যান্ড ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দেয়। এবং তারপরে তাকে জম্মু ও কাশ্মীর কথিত জননিরাপত্তা আইন (PSA) এর অধীনে ৭৬ দিনের জন্য জেল দেয়।

২০২১ সালের ডিসেম্বরে এমনকি জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে পারভেজকে টার্গেট করা বন্ধ করার আহ্বান জানায়।

এছাড়া, অ্যামনেস্টিসহ বেশ কিছু সংস্থা কাশ্মীরি মানবাধিকার রক্ষক খুররম পারভেজের অবিলম্বে এবং নিঃশর্ত মুক্তির আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন তাদের এসব ঠুনকো আহ্বানের কোন তোয়াক্কায় করেনি।

১৩ মে ২০২২ তারিখে আটকের ১৭৩ দিন পরে, এনআইএ পারভেজের বিরুদ্ধে নয়াদিল্লিতে এনআইএ বিশেষ আদালতে একটি প্রাথমিক চার্জশিট দাখিল করে। সেখানে বলা হয় যে, তারা এই মামলার তদন্ত চালিয়ে যাবে। এনআইএ পারভেজকে পাকিস্তান-ভিত্তিক সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বা (এলইটি) এর গ্রাউন্ড ওয়ার্কারদের একটি নেটওয়ার্ক চালানোর জন্য এলইটি-এর কার্যকলাপকে আরও এগিয়ে নেওয়া এবং ভারতে সন্ত্রাসী হামলা করার জন্য" অভিযুক্ত করেছে।

শুধু খুররম পারভেজ একাই নন, এমন হাজারো মুসলিমকে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন মিথ্যে মামলা দিয়ে কারাগারে আটকে রেখেছে। হিন্দুত্ববাদী ভারত তার সকল বাহিনিকে লেলিয়ে দিয়েছে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে। আর এটা তারা বিচার করবে না যে, ঐ মুসলিম কি কথিত সেক্যুলার মতবাদে বিশ্বাসী, নাকি ইসলাম পালনকারী সাচ্চা মুসলিম। মুসলিম হওয়াটাই যেন এখন বড় অপরাধ ভারতে।

মুসলিমদের প্রতি তাদের জিঘাংসা এতই মারাত্মক যে, কোন মুসলিম কুফফার জাতিসঙ্ঘের বেঁধে দেওয়া সীমা অনুযায়ী কেউ প্রতিবাদ করলেও, সেটা তারা মেনে নিবে না; তাকেও তারা সর্বশক্তি দিয়ে নির্মূল করার চেষ্টা করবে। আর ঠিক এমনটাই করা হয়েছে জনাব খুররমের সাথে।

তথ্যসূত্র:

----

1. India: Kashmiri human rights defender Khurram Parvez must be immediately released (Amnesty) - https://tinyurl.com/23r7tjch

---

জনসেবায় ইমারতে ইসলামিয়া || ৪২০৮ অভাবগ্রস্ত পরিবার পেল আর্থিক-অনার্থিক সহায়তা

দেশগঠন, অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনের পাশাপাশি তালিবান সরকার অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে দেশের অভাবি ও দরিদ্রপীড়িত জনগণের সাহায্য-সহযোগিতায়।

দেশের ভিন্ন ৫টি প্রদেশে গত ৭ দিনে মোট ৪ হাজার ২০৮ টি পরিবারকে নিজস্ব উদ্যোগে এবং সাহায্য সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে আর্থিক ও অনার্থিক সহায়তা প্রদান করেছে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান সরকার।

গত ২১ নভেম্বর লোগার প্রদেশের শরণার্থী ও প্রত্যাবর্তন বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এসিএইচআরও এবং ইউএনএইচসিআর সংস্থাগুলির সমন্বয়ে প্রদেশের কেন্দ্র ও মোহাম্মদ আগা জেলার সাথে সম্পর্কিত প্রায় ৬০০ বাস্তুচ্যুত ও অভাবী পরিবারকে খাদ্যবহির্ভূত সামগ্রী সরবরাহ করেছে।

https://www.alemarahenglish.af/wp-content/uploads/2022/11/IMG-20221121-WA0093-750x375-1.jpg

প্রতিটি পরিবারকে ১১টি অখাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ২টি ব্যাটারি, ২টি সোলার প্যানেল, একটি ফ্রেম, একটি কন্ট্রোলার, একটি বক্স, ১৫ মিটার ব্যাটারি লাইন এবং অন্যান্য কিছু সামগ্রী।

লোগারের ডেপুটি গভর্নর মাওলাবী ইনায়েতুল্লাহ সুজা আদির বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব প্রতিষ্ঠানের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এর আগে গত ১৮ নভেম্বর সুক্রবার আফগান রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (ARCS) পাকতিকা প্রদেশের বারমাল জেলায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংস হওয়া ৫৩০টি পরিবারকে বাড়ি পুনর্বাসনের জন্য মোট ২২,৫৭৪,০০০ আফগানি সহায়তা পেকেজের অবশিষ্ট ৪০ ভাগ, অর্থাৎ মোট ৯১৪২০০০ আফগানি নগদ সহায়তার কিস্তি বিতরণ করেছে।

https://www.alemarahenglish.af/wp-content/uploads/2022/11/FiENKzLWAAEow1H.jpeg.jpg

এর আগে উপরে উল্লেখিত ঐ ৫৩০ পরিবারকেই ARCS ৬০ ভাগ কিস্তি বিতরণ করেছিল, যার মোট পরিমাণ ছিল ১৩,৪৩২,০০০ আফগানি। পরিবারগুলকে সর্বমোট ২২,৫৭৪,০০০ আফগানি বিতরণ করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত সাহায্য ICRC-এর আর্থিক সহায়তার আওতায় প্রদান করা হয়েছিল।

হেলমান্দ প্রদেশেও গত ২১ নভেম্বর তারিখে ৬১৫টি অভাবী পরিবারকে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। শরণার্থী ও প্রত্যাবর্তন বিষয়ক অধিদপ্তর হেলমান্দ প্রদেশের রাজধানী লস্করগাহ শহরে ক্ষুধা-বিরোধী ফাউন্ডেশন (AAH)-এর আর্থিক সহযোগিতায় এই আর্থিক সময়তা প্রদান করে।

https://www.alemarahenglish.af/wp-content/uploads/2022/11/IMG-20221122-WA0033-750x375-1.jpg

বিশদ বিবরণ অনুসারে, প্রতিটি বাস্তুচ্যুত পরিবারকে ২১০০০ আফগানিকরে দেওয়া হয়েছিল, যাদের জরিপ করা হয়েছিল। এএএইচ ইনস্টিটিউট, শরণার্থী বিষয়ক বিভাগ, প্রাদেশিক সরকার, গোয়েন্দা বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এই বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

১৭ নভেম্বর বাঘলান প্রদেশেও শরণার্থী ও প্রত্যাবর্তন বিষয়ক বিভাগ প্রদেশের ১০১৫টি বাস্তুচ্যুত পরিবারকে নগদ সহায়তার সিরিজ প্রদান শুরু করেছে।

https://www.alemarahenglish.af/wp-content/uploads/2022/11/IMG-20221117-WA0050-750x375-1.jpg

বাঘলানের শরণার্থী ও প্রত্যাবর্তন বিষয়ক প্রধান হাজী মুহাম্মদ ইব্রাহিম ওমারি বাখতার এজেন্সির স্থানীয় সংবাদদাতাকে বলেছেন যে, "জরিপ করা পরিবারগুলির প্রত্যেককে নগদ সহায়তা হিসাবে ২৭৫ ডলার দেওয়া হবে। উদ্দেশ্য হল- বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলিকে তাদের আসল জায়গায় ফিরে যাওয়ার সুবিধা দেওয়া।"

তিনি আরও বলেন যে ত্রাণ প্রক্রিয়া শেষ হলে বাঘলানে বাস্তুচ্যুত পরিবারের সংখ্যা হ্রাস পাবে।

এর ঠিক একদিন আগে অর্থাৎ ১৬ নভেম্বর পাকতিয়া প্রদেশে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) আর্থিক সহযোগিতা এবং মানবিক সহায়তায় পল্লী উন্নয়ন ও পুনর্গঠন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে রাজধানী গার্ডেজের ২৪৪৮টি পরিবারকে নগদ অর্থ বিতরণের সিরিজ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আফগান জার্মান হেল্প কোঅর্ডিনেশন অফিস (AGHCO)।

https://www.alemarahenglish.af/wp-content/uploads/2022/11/IMG-20221116-WA0021-750x375-1.jpg

এটি নগদ অর্থ বিতরণের পঞ্চম রাউন্ড, যা উল্লিখিত সংখ্যক পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এবং প্রতিটি পরিবারকে ৪৩০০ আফগানি দেওয়া হয়।

এভাবে সারা দেশের দরিদ্রপীড়িত জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার উমারা ও কর্মকর্তাগণ। কোথাও তাঁরা নিজ উদ্যোগে সহায়তা বিতরণ করছেন, আবার কোথাও সাহায্য সংস্থাগুলোর দেওয়া সহায়তাগুলো সঠিক উপায়ে জনগণের হাতে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করছেন আলহামদুলিল্লাহ্।

আশা করা যায়, অচিরেই তাঁরা গোটা আফগানিস্তানকে দারিদ্রমুক্ত করতে এবং দেশকে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দার করাতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ্।

তথ্যসূত্র:

----

1. Over 600 needy families recive aid in Logar - https://tinyurl.com/bdhxauu5

2. ARCS distributes cash assistance to over 500 families in Paktika - https://tinyurl.com/bdhxauu5

3. Over 600 families receive cash assistance in Helmand - https://tinyurl.com/52xf8y4e

4. Over 1000 IDP families receive cash assistance in Baghlan - https://tinyurl.com/2he9tu6y

5. 2448 families receive cash assistance in Paktia - https://tinyurl.com/4ujfj5pw

---

দুর্জয়ী শাবাবের নিয়ন্ত্রণে আরও একটি শহর, হতাহত কমপক্ষে ১৪

সম্প্রতি সোমালিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলিয় বে রাজ্যের নতুন আরও একটি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। গত ২১ নভেম্বর শাবাব যোদ্ধারা দেশজুড়ে অন্তত ১১টি হামলার নেতৃত্ব দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, ২১ নভেম্বর ভোরে আশ-শাবাব প্রশাসনের ভারী সশস্ত্র বাহিনী রাজ্যটির দিনুনাই শহরে গাদ্দার সরকারি মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়।

প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই হামলায় দিনুনাই শহরের ডেপুটি মেয়র ও এক গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে আরও অনেক সৈন্য। নিহত ডেপুটি মেয়রকে মাত্র এক সপ্তাহ আগে এই পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

সকালের তীব্র লড়াইয়ের পর শহরটিতে বিকালে আরও বড় আকারে হামলা চালাতে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন মুজাহিদগণ। এই সংবাদ গাদ্দার সেনারা জানা মাত্রই ঘাঁটি ও শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। গাদ্দার বাহিনীর পলায়নের পর মুজাহিদগণ ঘাঁটিটির নিয়ন্ত্রণ নেন এবং সেখানে প্রচুর সংখ্যক অস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন।

এদিন দক্ষিণ-পশ্চিম আফজাউয়ে শহরের উপকণ্ঠে জাবিদ শহরের কাছে গাদ্দার মিলিশিয়াদের একটি সমাবেশ লক্ষ্য করেও তীব্র হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে গাদ্দার সোমালি সামরিক বাহিনীর অন্তত ৭ সদস্য নিহত এবং আরও বহু সংখ্যক সৈন্য আহত হয়। বাকিরা পালিয়ে যায়। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর সংখ্যক মেশিনগান এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন।

একই দিন রাজধানী মোগাদিশুর দিনালি জেলায় ঘরবা জাওফ নামক এক উচ্চপদস্থ সোমালি পুলিশ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করেন মুজাহিদগণ। নিহত এই গাদ্দার অফিসার মুসলমানদের উপর জুলুম করার জন্য কুখ্যাত ছিল। তার হাতে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন অনেক বেসামরিক নাগরিক।

একই ভাবে শাবেলি রাজ্যের জানালি শহরে আরও একটি টার্গেট কিলিং অপারেশন চালান মুজাহিদগণ। এতে এক অফিসার সহ আরও ২ সৈন্য হতাহত হয়।

উল্লেখ্য যে, বরকতময় এই অভিযানগুলি ছাড়া গত ২১ নভেম্বর, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু, বানাদির, বাকুল ও যুবা রাজ্যেও অন্তত আরও ৯টি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এসকল হামলা গাদ্দার সোমালি বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি এবং দখলদার ইথিওপিয়ান ও কেনিয়ান বাহিনীর একাধিক সামরিক ব্যারাকে চালানো হয়েছে। এতে কুফফার বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

২২শে নভেম্বর, ২০২২

বাংলাদেশীকে গুলি করলো মিয়ানমার সীমান্ত বাহিনী, দালাল সরকার নীরব

বেশ কিছুদিন ধরেই বাংলাদেশের সীমান্তে বেশ ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে মিয়ানমার। আর বাংলাদেশের দালাল সরকার শুধু প্রতিবাদ জানিয়েই দায়িত্ব পালন করছে। এতে মিয়ানমার আরও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করছে। এবারে এক বাংলাদেশী জেলেকে গুলি করেছে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিজিপি)।

গত ২১ নভেম্বর, টেকনাফের নাফ নদীতে মোহাম্মদ কাসেম (৩৮) নামের এক বাংলাদেশি জেলেকে গুলি করেছে বিজিপি। শাহপরীর দ্বীপ সংলগ্ন নাফ নদীতে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, ২০ নভেম্বর মোহাম্মদ হাশেমের মালিকানাধিন ফিশিং ট্রলার নিয়ে স্থানীয় জেলে জাহেদ, আনোয়ার, রহমতউল্লাহ ও কাসেম সাগরে মাছ শিকারে যান। মাছ শিকার শেষে ২১ নভেম্বর বিকেলে ফেরত আসার সময় হঠাৎ করে বিজিপি'র একটি দল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে দুই পায়ে গুলিবিদ্ধ হন কাশেম। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মিয়ানমার এর আগেও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে একাধিকবার বাংলাদেশের আকাশ সীমায় ড্রোন ও হেলিকপ্টার প্রেরণ করেছে; বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মর্টার শেল নিক্ষেপ করেছে। মর্টার শেলের আঘাতে এক রোহিঙ্গা কিশোর নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছে। এছাড়াও শূন্য রেখার কাঁটাতারের কাছে স্থল মাইন পুঁতে রাখার মত আইন বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কার্যত কোন পদক্ষেপই নেয়া হচ্ছে না। এতে প্রতিয়মান হয় যে, দালাল সরকার মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার স্লোগান তুললেও দেশ ও দেশের জনগণ দালাল শাসকগোষ্ঠীর কাছে নিরাপদ নয়।

দু'দিন পর পরই ভারতীয় সিমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশিদের পাখির মতো গুলি করে হত্যা করছে। এখন মিয়ানমারের সীমান্ত বাহিনীও বাংলাদেশীদের গুলি করা শুরু করেছে। এসকল ঘটনা বাংলাদেশের নতজানু পররাষ্ট্রনীতিরই প্রমাণ বহন করে।

তথ্যসূত্র:

১। নাফনদীতে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে জেলে গুলিবিদ্ধ - https://tinyurl.com/yyz82r22

ওয়াজিরিস্তানে পাক-তালিবানের হামলায় ৮ গাদ্দার হতাহত

সম্প্রতি পাক-আফগান সীমান্তে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এই উত্তেজনার মধ্যে প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানও (টিটিপি) পাকিস্তানের গাদ্দার বাহিনীর উপর হামলা বাড়িয়েছে। এতে সীমান্তের উভয় দিক থেকেই কঠিন হামলার শিকার হচ্ছে গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনী।

উমর মিডিয়া সূত্রে জানা গেছে, ২২ নভেম্বর পাকিস্তানের ডিআই খান অঞ্চলে গাদ্দার পাকি-সামরিক বাহিনী ও প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপির মাঝে তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে। গাদ্দার পাকি-সামরিক বাহিনীর একটি সেনা ইউনিট অঞ্চলটির সারারোঘ সীমান্তে টিটিপির অবস্থানে হামলা চালানোর লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে, টিটিপির মুজাহিদগণ প্রতিরোধ হামলা চালান।

গাদ্দার সেনারা এলাকাটিতে প্রবেশ করা মাত্রই মুজাহিদগণ চতুর্দিক থেকে হামলা শুরু করেন। এতে গাদ্দার সেনাবাহিনীর অন্তত ২ সেনা নিহত এবং ৩ সেনা সদস্য আহত হয়। ফলে, গাদ্দার বাহিনী লাঞ্ছনাকর পরাজয়ের গ্লানি নিয়েই সেখান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এছাড়া ২১ নভেম্বরও একই রাজ্যের জান্দোলা সীমান্তে একটি পুলিশ পোস্টে হামলা চালান মুজাহিদগণ।

উমর মিডিয়ার সূত্রে জানা যায়, মুজাহিদগণ উক্ত এলাকা অতিক্রম করছিলেন, তখন ঐ পোস্ট থেকে গাদ্দার পুলিশ সদস্যরা মুজাহিদদের পথরোধ করার চেষ্টা করে। এতে সেখানে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

এসময় টিটিপির বীর মুজাহিদদের হামলায় অন্তত ৩ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে। বাকিরা পোস্ট ছেড়ে পালিয়ে যায়। গাদ্দার বাহিনীর পলায়নের পর মুজাহিদগণ পোস্টটি গুড়িয়ে দেন এবং নিরাপদে নিজেদের অবস্থানে ফিরে আসেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আরাকানে হামলার শিকার দুই রোহিঙ্গা বৃদ্ধা, গ্রেফতার সাত রোহিঙ্গা যুবক

আরাকানে আবারও রোহিঙ্গা মুসলিমরা হামলার শিকার হয়েছেন। রোহিঙ্গা মুসলিমদের গ্রাম লক্ষ্য করে কয়েকটি আর্টিলারি শেল নিক্ষেপ করে মিয়ানমার বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা। এতে দু'জন বৃদ্ধ মুসলিম গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল ২১ নভেম্বর সকালের দিকে বুদিডাং টাউনশিপের একটি রোহিঙ্গা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। হামলাটি সন্ত্রাসী আরাকান আর্মি চালিয়েছে নাকি বর্বর মিয়ানমার জান্তা চালিয়েছে- তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তবে উভয় বাহিনী রোহিঙ্গাদের ওপর চরম আগ্রাসন চালিয়ে আসছে। প্রতিদিনই কোন না কোন রোহিঙ্গা হামলার শিকার হচ্ছে। ফলে রোহিঙ্গারা আরাকানে রোহিঙ্গারা এখন চরম মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

এছাড়াও গত ২০ নভেম্বর ৭ রোহিঙ্গা কিশোর-যুবককে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করেছে সন্ত্রাসী মিয়ানমার পুলিশ। গত সপ্তাহে আরাকান থেকে পালিয়ে যাবার সময় ৩৫ জন রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করে মিয়ানমার সেনাবাহিনী। এরপর তাদেরকে কঠোর শ্রমসহ ৫ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে জান্তা সরকার।

তথ্যসূত্র:

----

1. 2 Rohingya injured - https://tinyurl.com/2p94dmxx

2. 7 Rohingya youths arrested - https://tinyurl.com/59a6u8xc

আফ্রিকা বিজয়াভিযান || ৭ দিনে হিরানের ৫ শহর নিয়ন্ত্রণে নিলো আশ-শাবাব

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় কুফ্ফার কুফফার ও গাদ্দার বাহিনীগুলোর যৌথ অভিযান সত্ত্বেও একের পর এক নতুন শহরের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। ফলে দিন দিন সংকীর্ণ হয়ে আসছে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার মোগাদিশু সরকারের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের পরিধি।

স্থানীয় সূত্রগুলো বলছে, গত ২০ নভেম্বর তারিখেও প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব হিরান রাজ্যের গুরত্বপূর্ণ তারজেন্টি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। সেখানে গাদ্দার মোগাদিশু বাহিনী শাবাবের আসার খবর পাওয়া মাত্রই শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সূত্রমতে, নতুন করে আশ-শাবাবের নিয়ন্ত্রণে আসা "তারজেন্টি" খুবই গুরত্বপূর্ণ ও কৌশলগত একটি শহর, যা হিরান রাজ্যের রাজধানী বালদাউইন শহর থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

স্থানীয়রা জানান, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসন শহরটি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পরপরই এর অধিবাসীদের সাথে বৈঠকে বসেন। এসময় আশ-শাবাব প্রশাসনের কর্মকর্তারা জনগণের বিভিন্ন সমস্যার সম্পর্কে জানেন এবং তা সমাধানের লক্ষ্যে একটি রিপোর্ট তৈরি করেন।

উল্লেখ্য যে, এক সপ্তাহে তারজেন্টি আশ-শাবাব কর্তৃক বিজিত ৫ম শহর। এর আগে আশ-শাবাব হিরানের আলী জেন্নি, নুর ফান্না, বোয়াও ও বারদার শহরগুলির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। যার সবগুলো শহরই প্রাদেশিক রাজধানী বালদাউইন থেকে পূর্ব দিকে অবস্থিত।

পাক-আফগান সীমান্ত সংঘর্ষ: অর্ধশতাধিক নাপাক সৈন্য হতাহত

সম্প্রতি পাক-আফগান সীমান্তে গাদ্দার পাকিস্তান ও ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। এতে গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অর্ধশতাধিক সৈন্য হতাহতের খবর পাওয়া গেছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, গত ২০ নভেম্বর দুপুর থেকে ২১ নভেম্বর বিকাল পর্যন্ত, পাকিস্তানের কুররাম এজেন্সি এবং ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পাকতিয়া প্রদেশের ডান্ড-পাটান জেলার সীমান্তে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে তীব্র লড়াই হয়েছে। উভয় বাহিনী একে অপরের উপর ভারী অস্ত্র ও কামান ব্যবহার করেছে। এতে উভয় পক্ষই ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বীর যোদ্ধাদের তীব্র হামলার মুখে ৬টি চেকপোস্ট ছেড়ে পালিয়েছে পাকিস্তান সেনারা। পরে সেগুলো গুড়িয়ে দেন মুজাহিদগণ। সেই সাথে গাদ্দার বাহিনীর অন্তত ২১ সদস্য নিহত এবং আরও কমক্ষে ২৯ সৈন্য আহত হয়েছে। বিপরীতে, নাপাক বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে মানসুর নামে একজন তালিবান মুজাহিদ শহিদ হয়েছেন এবং অন্য ২ জন মুজাহিদ আহত হয়েছেন।

সংঘর্ষের কারণ সম্পর্কে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন পাকতিয়া থেকে গার্দিজ পর্যন্ত সীমান্ত হয়ে একটি সড়ক নির্মাণ কাজ করছিলেন। এসময় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর এক শিয়া কমান্ডার সড়ক নির্মাণ কর্মীদের দিকে গুলি চালায়। এতে ২জন সড়ক নির্মাণ কর্মী আহত হন।

এতে সীমান্তে দায়িত্বরত ইমারাতে ইসলামিয়ার সীমান্তরক্ষীরাও পাল্টা হামলা চালিয়ে পাকিস্তানের ঐ শিয়া কমান্ডারকে হত্যা করেন। এরপর গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনী একযুগে ইমারাতে ইসলামিয়ার দিকে হামলা চালাতে শুরু করে। বিপরীতে তালিবান মুজাহিদরাও পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন। এভাবেই সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করে।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রশাসনের একটি সরকারী সূত্র মতে, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে প্রথমে গুলি চালানো হয়েছিল, ফলে আফগান বাহিনী তার জোরালো জবাব দিয়েছে৷ এর মাধ্যমে শত্রুদেরকে নীরব করা হয়েছে। এসময় শত্রুদের অনেকে হতাহত হয়েছে এবং একজন আফগান সীমান্তরক্ষীও শহিদ হয়েছেন।

এই সংঘর্ষের বেশ কিছু ভিডিও এবং ছবি ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সীমান্তরক্ষীরা সীমান্তের বিশাল জায়গা থেকে কাঁটাতারের বেড়া উঠিয়ে ফেলছেন। পাশাপাশি, ডুরান্ড লাইনে পাকিস্তানের বসানো খুঁটিগুলি গুড়িয়ে দিচ্ছেন। পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে মুজাহিদগণ সীমান্ত কয়েক হাজার যোদ্ধাকে নিয়োগ দিয়েছেন।

আফগান সাধারণ জনগণকেও মুজাহিদদের সাথে মিলে পাকিস্তান গাদ্দার বাহিনীর উপর হামলার অনুমতি চাইতে দেখা গেছে ভিডিওতে। কিন্তু তালিবান কমান্ডাররা তাদেরকে বিরত রাখছেন এবং নিজেরাই এটি সমাধান করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ও সীমান্ত উত্তেজনা বন্ধে ২১ নভেম্বর বিকালে উভয় দেশের প্রতিনিধীরা একটি জরুরি বৈঠকে বসেন।

এছাড়া, পাকিস্তানের বহু সংখ্যক গাদ্দার সৈন্যের মৃত দেহ এবং আহত সৈন্যদের ছবিও দেখা গেছে এসব ভিডিওতে। ইমারাতে ইসলামিয়ার সীমান্তরক্ষীদের হামলায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির কিছু চিত্র-

https://alfirdaws.org/2022/11/22/60861/

২১শে নভেম্বর, ২০২২

ইয়েমেনে গাদ্দার সৌদি জোটের হামলায় হতাহত চার

মানব ইতিহাসের অন্যতম প্রাচীন নগরী ইয়েমেনে চলমান রয়েছে গাদ্দার সৌদি-আমিরাত জোট বাহিনীর আগ্রাসন। তাদের চলমান হামলায় আবারও এক শিশু নিহত ও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। শিশুরা সবাই একই পরিবারের সদস্য বলে জানা গেছে। গত ১৯ নভেম্বর ইয়েমেনের হেইস জেলায় ঘটে এই নৃশংস ঘটনাটি।

https://a.top4top.io/p_2516je9qr3.jpg

এমনিতেই সৌদি জোটের হামলা ও আগ্রাসনে ইয়েমেনে চরম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে লাখ লাখ মানুষ অনাহার ও অর্ধহারে দিন যাপন করছে। তাদের অনেকেই এখন লতা-পাতা ও ঘাস খেয়ে জিবন-যাপন করছেন। অনাহারে মারা যাচ্ছেঅসংখ্য শিশু। এর মধ্যেই আবার নতুন করে শুরু হল সৌদি-আমিরাত ও কথিত আরব জোটের আগ্রাসন।

https://b.top4top.io/p_2516cgr124.jpg

দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হচ্ছে শিশুরা। অনেকে শিশুকে জীনন্ত কঙ্কালসার পরিণত হতে দেখা যাচ্ছে ইয়েমেনে। তার পরেও আবার সিশুদেরকেই হত্যা করছে আরবের দালাল-গাদ্দার শাসকদের কথিত এই জোট বাহিনী।

https://l.top4top.io/p_2516eitxv2.jpg

উল্লেখ্য যে, সৌদি জোট ২০১৫ সালে ইয়েমেনে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে। আগ্রাসন চালিয়ে হাজার হাজার নিরিহ বেসামরিক মানুষকে হত্যা করে। এছাড়াও বাড়িঘর ধ্বংসসহ হাজার হাজার মানুষ হামলায় পঙ্গুত্ব বরণ করে।

তথ্যসূত্র:

----

1. The killed child and the four injuries all belong to the same family - https://tinyurl.com/4z655zzc

2. What a shame and the historical curse of a world that has been silent about Crimes of extermination of a nation's generation - https://tinyurl.com/2trfsbyp

---

যোগীর আগমনে বুলডোজার মিছিল: গুজরাটে আবারো হত্যাযজ্ঞ চালানোর দাবি

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী উগ্র যোগী আদিত্যনাথ গত ১৯ নভেম্বর শনিবার গুজরাটের মোরবিতে পৌঁছায়। সাথে সাথে বুলডোজার মিছিল থেকে "বুলডোজার বাবা" এবং "জয় শ্রী রাম" স্লোগান দিয়ে তাকে স্বাগত জানায় উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। সে আসন্ন গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের জন্য মোরবির ওয়াঙ্কানেরে প্রচারে যোগ দিয়েছে।

বুলডোজার সমাবেশের সময় হিন্দুত্ববাদী দলের কর্মীরা মুসলিম বিরোধী স্লোগান দেয়। তারা যোগীর মুসলিমদের সম্পত্তি ধ্বংসের নীতিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, "যোগীর উচিত মোল্লাদের (মুসলিমদের) প্রতি এটি পুনরাবৃত্তি করা।"

বিজেপির পক্ষে প্রচারের সময়, হিন্দুত্ববাদীরা রাম মন্দির এবং জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের কথাও উল্লেখ করে।

যোগী আদিত্যনাথ বলেছে "অন্যকারো শাসন হলে কি আজ রাম মন্দির দাঁড়াতে দেখতাম? নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ কাশ্মীর থেকে ৩৭০ধারা বাতিল করেছে।"

মোরবিতে যোগী আদিত্যনাথের সভাস্থলের প্রবেশদ্বারে তিনটি জেসিবি পার্ক করে রাখা হয়। পরে সমাবেশে এক বিজেপি কর্মী হীরেন পারেখ আদিত্যনাথকে "বুলডোজার বাবা" হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, মসজিদ, মাদ্রাসা, এবং জীবিকা ধ্বংস করার জন্য ভারতজুড়ে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকারের হাতে বুলডোজার একটি নতুন অস্ত্র হয়ে উঠেছে।

আদিত্যনাথকে এখন "বুলডোজার বাবা" (বুলডোজার সন্ন্যাসী) বলে ডাকা হয়। কারণ সে-ই প্রথম মুসলিমদের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়ার জন্য বুলডোজার ব্যবহার শুরু করেছে।

গুজরাটের মুসলিমরা আতঙ্কে আছেন। হিন্দুত্ববাদীরা সাধারণ হিন্দুদের মাঝে মুসলিম বিদ্বেষ উস্কে দিয়ে নির্বাচনে জয়ী হতে 'গুজরাট মুসলিম গণহত্যা'কে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। এর মাধ্যমে হিন্দুদের মাঝে লুকায়িত মুসলিম বিদ্বেষ আবারো প্রকাশ্য হয়ে উঠছে, হয়ে উঠছে নির্বাচনে বিজয়ের হাতিয়ার। তারা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, জয়ী হয়ে আবারো মুসলিম গণহত্যা চালাবে। আর যোগীর বুলডোজার নীতি গ্রহণ করবে।

এদিকে আবার গুজরাটের নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে ঘটেছে আরেক হাস্যকর কাণ্ড। বিজেপির এক নেতা প্রচারণায় লোকজনের আর্শীবাদ নিতে গেলে এক প্রবীণ ব্যক্তি তাকে ফুলের মালার বদলে জুতার মালা পড়িয়ে দেয়। আর মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Gujarat poll: BJP workers welcome Yogi Adityanath with bulldozer rally, hail demolishing Muslim houses - https://tinyurl.com/4673efte

2. video link: - https://tinyurl.com/62wa4d89

"কাশ্মীর ভারতের বিষয়"- মুসলিম ভূখণ্ড নিয়ে পশ্চিমা দ্বিচারিতা

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের পাকিস্তান বংশোদ্ভূত আইনপ্রণেতা লর্ড হুসেইন কাশ্মীরে ভারতের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে নতুন 'হিন্দু প্রধানমন্ত্রী' ঋষি সুনাককে কথা বলার আহবান জানিয়েছে। লর্ড হুসেইনের এই আহবানে না সূচক সাড়া দিয়ে ঋষি সুনাক বলেছে, "কাশ্মীর আমাদের বিষয় না। এটা ভারত-পাকিস্তানের বিষয়। তাদের দুই দেশের উচিত এ বিষয়ে একটি স্থায়ী সমাধানে আসা।"

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর এমন মন্তব্যে মুসলিম বিশ্বের প্রতি পশ্চিমাদের দ্বিমুখী নীতি আবারও সবার সামনে উন্মোচিত হলো।

কাশ্মীরে বিগত ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে আসছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। খুন, ধর্ষণ, অঙ্গ অপসারণ, অপহরণসহ নানা সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ড তারা করে যাচ্ছে কাশ্মীরে। অথচ এতকিছুর পরও কাশ্মীর ইস্যুতে যুক্তরাজ্যের কোন কথা না বলা স্বাভাবিকভাবে এটাই প্রমাণ করে যে, কাশ্মীরকে তারা স্বাধীন হতে দিতে চায় না। কারণ কাশ্মীর হলো একটি মুসলিম প্রধান ভূখণ্ড।

কিন্তু অন্যদিকে সুদান, ইন্দোনেশিয়া কিংবা ফিলিস্তিনের মতো মুসলিম দেশগুলোর ক্ষেত্রে এদের আচরণ হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এসব মুসলিম দেশকে ভাগ করে সেটা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দিতে তারা কখনওই দ্বিতীয়বার চিন্তা করে না। তখন তাদের মুখ থেকে এটা বের হয় না যে তিমুর কিংবা জেরুজালেম ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তখন তারা বলে না যে, "আমরা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবো না।"

পশ্চিমাদের এমন কপটতা স্পষ্টতই মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের 'শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব' বা বিদ্বেষকে প্রকাশিত করে। সুতরাং কাশ্মীরি মুসলিমদের এমন মনে করার কোন কারণ নেই যে, কাশ্মীর ইস্যুতে পশ্চিমা বিশ্ব দখলদার হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে কাশ্মীরিদের পক্ষে অবস্থান নিবে।

তাই কাশ্মীরি মুসলিমদের উচিত, কাশ্মীরকে স্বাধীন করতে দখলদার হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা। সশরীরে লড়াই করতে না পারলেও অন্তত হক্বপন্থী স্বাধীনতাকামী দলকে সমর্থন ও সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য ও সহযোগীতা করা।

তথ্যসূত্রঃ

----

1. Wont interfere in Kashmir!!□— #RishiSunak Govt confirms

- https://tinyurl.com/2p8snan4

2. Rishi Sunak govt to intervene in Kashmir issue? UK PM snubs Pak-origin MP - https://tinyurl.com/yzjuss9v

ব্রেকিং নিউজ || আফগান সীমান্ত সংঘর্ষে ফের পাকি-বাহিনীতে হতাহতের হিড়িক

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ও পশ্চিমাদের তাবেদার গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মাঝে ফের সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। ২০ নভেম্বর দুপুর থেকে শুরু হওয়া এই লড়াই আজ দ্বিতীয় দিনের মতোও চলমান রয়েছে।

এই সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত গাদ্দার পাকি-বাহিনীর ১৭ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও কয়েক ডজন সৈন্য। অপরদিকে ইমারাতে ইসলামিয়ার ৩ জন মুজাহিদ আহত হবার খবর পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সূত্রগুলো বলছে, নতুন করে এই সংঘর্ষ শুরু হয়েছে সীমান্তে একটি সড়ক নির্মাণ করা নিয়ে। ইমারাতে ইসলামিয়াকে সড়ক নির্মাণে বাঁধা দিচ্ছিল গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনী।

[ভিডিও] ইউপিতে ৩০০ বছরের পুরোনো মসজিদ ভেঙে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন

উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথের প্রদেশ ইউপির মুজাফফরনগরে ৩০০ বছরের পুরোনো একটি ঐতিহ্যবাহী মসজিদ বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেয়া হয়েছে। মসজিদটি ১৬২৪ সালে পানিপথ-খাতিমা মহাসড়কের পাশে নির্মাণ করা হয়েছিল।

হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন মহাসড়ক প্রশস্ত করার অজুহাতে ঐতিহ্যবাহী এই মসজিদটি ভেঙ্গে দিয়েছে। ইসলাম বিদ্বেষী প্রশাসনের এসডিএম পরমানন্দ ঝা বলেছে, মহাসড়কটি প্রশস্ত করার জন্য মসজিদটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

Demolishing Islamic manifestations in India is still an active policy. A 300 y/o historic masjid was demolished, claiming that it was an obstacle to widening roads ! Engineers usually capable to design roads & at the same time, keep places of worship untouched.
Islam is targeted. pic.twitter.com/zIbNFuhVyp

— د.عبدالله العمادي (@Abdulla_Alamadi) November 17, 2022

অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, ভারতে ইসলামিক স্থাপনাগুলো ধ্বংস করা এখন হিন্দুত্ববাদীদের একটি অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। ঠুনকো অজুহাতে ৩০০ বছরের ঐতিহাসিক মসজিদ ভেঙে দেওয়া মুসলিম বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

উপাসনার স্থানগুলো বহাল তবিয়তে রেখে রাস্তার নকশা তৈরি করা খুবই সাধারণ একটি ঘটনা। হিন্দুদের মন্দির কিংবা স্থাপত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসলামের চিহ্নকে মুছে দেয়াই হিন্দুত্ববাদীদের মূল উদ্দেশ্য।

তথ্যসূত্র:
১। Muzaffarnagar: 300-year-old mosque demolished for widening of national highway - https://tinyurl.com/2wbhus3w
২। 300-year-old mosque demolished to widen highway in Muzaffarnagar - https://tinyurl.com/yndfx79w
৩। video link: https://tinyurl.com/2w7e2mp2

২০শে নভেম্বর, ২০২২

পাকিস্তানে টিটিপির ৬ হামলায় কমপক্ষে ২২ গাদ্দার নিহত

পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে নিজেদের অবস্থান জোরদার করেছে দেশটির জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান। গত ১৮, ১৯ ও ২০ নভেম্বর টিটিপির পৃথক ৬ হামলায় কমপক্ষে ২৫ গাদ্দার পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সংবাদ সূত্র উমর মিডিয়া এর এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, এ হামলাগুলোর মধ্যে একটি হামলা চালানো হয়েছে গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ডি-আই খান অঞ্চলে। সেখানে বৃহস্পতিবার মধ্যবর্তী রাতে, গাদ্দার বাহিনীর এফসি ক্যাম্পে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এ অভিযানে অন্তত ৩ গাদ্দার সদস্য হতাহত হয়।

বাকি ৫টি হামলায় নিহত হয়েছে ২২ গাদ্দার সৈন্য। লাকি মারওয়াত, বাজোর এজেন্সি, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান, উত্তর ওয়াজিরিস্তান, ও ডেরা ইসমাইল খান এলাকায় একটি করে হামলা চালানো হয়।

এর মধ্যে লাকি মারওয়াতে ৮ পুলিশ সদস্য, বাজোর এজেন্সিতে ৩ সেনা সদস্য, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হয়ে কাজ করা ৬ মিলিশিয়া, উত্তর ওয়াজিরিস্তানে ২ সেনা সদস্য, এবং ডেরা ইসমাইল খানে ৩ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

ফিলিস্তিনি ভেবে ইহুদিকে গুলি করে খুন করলো সন্ত্রাসী ইসরাইলি বাহিনী

ফিলিস্তিনিদের হত্যা করতে দখলদার ইসরাইলের কোন কারণ প্রয়োজন হয় না। যখন যাকে ইচ্ছা খুন করছে। সন্ত্রাসী ইসরাইলকে এজন্য কারো কাছে কৈফিয়তও দিতে হয় না। ফলে অভিশপ্ত ইসরাইলি সেনাবাহিনী এতোটাই বেপরোয়া হয়েছে যে, চলতি বছর খুনের হার অতীতের সব রেকর্ড পার করেছে।

তাদের বেপরোয়া ভাবের একটি নমুনা চিত্র হচ্ছে ফিলিস্তিনি ভেবে এক ইসরাইলি ইহুদি নাগরিককে খুন করা। গত ১৪ নভেম্বর ইসরাইলের তেল আবিবে এ ঘটনা ঘটে।

ইসরাইলি গণমাধ্যমের সূত্রে জানা যায়, তেল আবিবের একটি বাস স্টেশনে ৪০ বছর বয়সী এক ইহুদি হাঁটছিল। এ সময় ইসরাইলি সেনাবাহিনী তাকে একজন অস্ত্রধারী ফিলিস্তিনি হিসেবে সন্দেহ করে এবং সাথে সাথেই গুলি করে। এতে ঐ ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়। পরে তারা জানতে পারে যে ঐ ব্যক্তি আসলে একজন ইহুদি। তারপর ইসরাইলি সেনারা তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়| তখন ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করে।

Mistaking him for a Palestinian, an Israeli soldier shot dead an Israeli man for approaching him in a “suspicious manner” this morning.

A sad incident that reflects the extent to which Israeli forces are willing to extrajudicially kill any Palestinian who acts “suspiciously.” pic.twitter.com/PKmVpM6520

— Maha Hussaini (@MahaGaza) November 14, 2022

এভাবে ইসরাইলি দখলদার সেনারা প্রতিদিনই অন্যায়ভাবে কোন কারণ ছাড়াই ফিলিস্তিনিদের হত্যা করছে। চলতি বছর এ পর্যন্ত সন্ত্রাসী ইসরাইলের গুলিতে প্রায় ২০০ ফিলিস্তিনি খুন হয়েছেন। আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন আরও হাজার হাজার ফিলিস্তিনি।

ইহুদি নাগরিক খুনের এ ঘটনা দিবালোকের মতো স্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে যে, সন্ত্রাসী ইসরাইল অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইতিহাসের বর্বরোচিত আগ্রাসন চালাচ্ছে। তবে ইসরাইলকে থামানোর জন্য জাতিসংঘ বা পশ্চিমা বিশ্ব এখন যেমন এগিয়ে আসছে না, ভবিষ্যতেও আসবে না। এছাড়া নামধারী মুসলিম শাসকগোষ্ঠীও এগিয়ে আসবে না। এজন্য ফিলিস্তিনসহ সকল নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহকে নিরাপত্তা দিতে মুসলিমদেরকেই এগিয়ে আসতে হব।

তথ্যসূত্র:

১। Israel soldier kills man at bus station reportedly mistaken for attacker - https://tinyurl.com/3ek8byh6

২। ভিডিও লিংক - https://tinyurl.com/4fcfy5vr

শায়েখ খালেদ আর-রাশেদের কারাদণ্ড পুনরায় বৃদ্ধি করলো সৌদি সরকার

সৌদি আরবের প্রখ্যাত শায়েখ খালেদ আর-রাশেদের কারাদণ্ড আবারও বৃদ্ধি করেছে গাদ্দার সৌদি সরকার। এর আগে তিনি একবার কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ করেছিলেন। তবে চলমান কারাদণ্ড শেষ হবার আগেই ফের কারাদণ্ড বৃদ্ধি করে তাঁকে মোট ৪০ বছরে কারাদণ্ড দিলো সৌদি সরকার।

যে কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়:

তাঁর পৃথিবী কাঁপানো দুটি ভাষণ হচ্ছে 'ইয়া উম্মাতা মুহাম্মাদ' 'হে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উম্মত'! ও 'রআইতুন নাবিয়্যা ইয়াবকী' 'আমি নবীজীকে কাঁদতে দেখেছি'। ক্রুসেডার ডেনমার্ক যখন রাসুল (ﷺ) এর শানে ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন প্রচার করে, তখন শায়েখ এ ভাষণগুলো প্রদান করেন।

এ সকল ভাষণে তিনি মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করে হৃদয় ছোঁয়া, জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে সর্বস্তরের মুসলিমদের ডেনমার্ক ও তাদের সমর্থনকারী দেশের পন্য বয়কটের উদাত্ত আহ্বান জানান। পাশাপাশি সৌদি আরবের শাসকদেরও আহ্বান করেন, যেন অনতিবিলম্বে ডেনমার্কের দূতাবাস বন্ধ করে তাদের সাথে সবরকম দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়।

তাঁর এ ভাষণের পর হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতা রাজধানী রিয়াদ অভিমুখে যাত্রা করেন। এর মাস খানেকের মধ্যে ২০০৬ সালের ১৯ মার্চ পবিত্র মক্কায় হজ্ব পালন শেষ করার সাথে সাথেই শায়েখকে বন্দী করা হয়। প্রথমে তাঁকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়। এই পাঁচ বছর পরিবারের সদস্যদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর অবর্ণনীয় নির্যাতনের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই দণ্ডের মেয়াদ শেষ হলে, তাঁর দণ্ড আরও পনেরো বছর বাড়িয়ে দেয় গাদ্দার সৌদি শাসকরা। এখন, এই পনের বছরের মেয়াদ শেষ হবার আগেই আরও ২০ বছর কারাদণ্ড বৃদ্ধি করা হলো।

সৌদি রাজতন্ত্রের ইসলামি সাইনবোর্ডের ভেতরের কদাকার চিত্রের স্বরূপ বোঝার জন্য শুধু শায়খ খালিদ আর রাশেদের উদাহরণই যথেষ্ট।

সৌদির তাগুত শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে আরো বহু সংখ্যক উলামায়ে কেরাম কারাগারে বন্দী জীবন কাটাচ্ছেন। তাদের মধ্যে প্রখ্যাত শায়খ ড. নাসের আল ওমরকেও ১০ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩০ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে সৌদি শাসকগোষ্ঠী।

শায়খ নাসের আল-ওমর এর অপরাধ ছিল তিঁনি সৌদি আরবে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলতেন। সেই সাথে সৌদি আরবে ক্রুসেডার আমেরিকান সেনাবাহিনী উপস্থিতির বিরুদ্ধেও সরব ছিলেন। ১৯৯০ সালে আরবের ভূমিতে আমেরিকান সেনা আগমনের বিষয়টি আরব ভূমির জন্য সবচেয়ে বড় ভুল বলে উল্লেখ করতেন তিনি। এসব কারণে গত ২০১৮ সালে সম্মানিত এই বয়োজ্যেষ্ঠ আলেমকে গ্রেফতার করে দালাল সৌদি প্রশাসন। এরপর ১০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হলেও পরবর্তীতে আরও ২০ বছর বাড়িয়ে ৩০ বছর করা হয়।

উল্লেখ যে, বর্তমানে সৌদি আরবে যারাই ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষে কথা বলে এবং সৌদির জালেম প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সালমানের দ্বীন বিধ্বংসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেন, তাদেরকেই কারাগারে নিক্ষেপ করছে ইহুদি মায়ের সন্তান খ্যাত মুহাম্মদ বিন সালমান। অন্যদিকে যারা মুহাম্মদ বিন সালমানের পক্ষে কথা বলছে এবং তার কুকর্মের পক্ষে সাফাই গাইছে, সেইসব নামধারী দালাল আলেমদেরকে মুহাম্মদ বিন সালমান উচ্চ পদমর্যাদার আসনে সমাসীন করছে; পবিত্র হজের খুৎবা দিতে কিংবা কাবার ঈমাম হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা সারাবিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় জালিমের কারাগারে বন্দী হওয়া আলিমদের ও মুসলিমদের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করুন; তাঁদেরকে ইসলামের পথে অটল রাখুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তথ্যসূত্র:

১। BREAKING! Saudi Authorities Increase Prison Sentence of Sheikh Khaled Al-Rashed For Second Time - https://tinyurl.com/5n879skb

আল-কায়েদার নিশানায় টোগো সেনা, নিহত কমপক্ষে ৭

পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামায়াত নুসরাত আল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন 'জেএনআইএম' এর বীর মুজাহিদগণ। এবারে মুজাহিদগণ টোগো প্রজাতন্ত্রের গাদ্দার সেনাদের টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন।

গত ১৯ নভেম্বর 'জেএনআইএম' এর মিডিয়া আউটলেট "মিম্বার আল ফুরসান" এর প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী, জেএনআইএম মুজাহিদরা বুরকিনা ফাসো এবং টোগো এর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ইসলাম বিরোধী টোগো সেনাদের একটি কাফেলাকে এ্যামবুশ করেছেন। মুজাহিদগণ আগে থেকেই সুবিধাজনক স্থানে অস্ত্র নিয়ে অবস্থান নেন। শত্রুপক্ষ তাদের রেঞ্জে আসা মাত্রই তাদের উপর হামলে পড়েন।

মুজাহিদদের আকস্মিক এই আক্রমণে ৩ সেনা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। তবে ভিন্ন সূত্র বলছে, নিহতের সংখ্যা ৭ ছাড়িয়েছে, আর আহতের সংখ্যা আরো বেশি।

বরকতময় এই হামলার পর মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ৩টি ক্লাশিনকোভ, ১০টি গাড়ি এবং ৭টি মোটরবাইক গণিমত লাভ করেন। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ নিরাপদে নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে যান। আলহামদুলিল্লাহ।

'জেএনআইএম' এই নিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো টোগো সেনাদের উপর হামলার চালানোর ব্যাপারে অফিসিয়ালি দায় স্বীকার করেছে। যদিও স্থানীয় সূত্রগুলো বলছে, টোগোতে ২০২১ সালের শেষ দিক থেকে হামলা চালাতে শুরু করেছে আল-কায়েদা।

ইয়েমেনে আল-কায়েদার হামলায় কমপক্ষে ২১ গাদ্দার সৈন্য হতাহত

জাজিরাতুল আরবের বরকতময় ভূমি ইয়েমেনে ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারাও তাদের হামলা জোরদার করেছেন। এতে প্রতি সপ্তাহে অসংখ্য গাদ্দার সৈন্য হতাহত হচ্ছে।

আঞ্চলিক সূত্র মতে, ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আনসারুশ শরিয়াহ্'র বীর মুজাহিদগণ গত ১৭ ও ১৮ নভেম্বর আবয়ানে ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন। প্রথম হামলাটি চালানো হয়েছে আল-মাহফাদ এলাকায়। সেখানে গাদ্দার আরব আমিরাত সমর্থিত বাহিনীর কমান্ডার ফাহদ আল-মারফাদি এবং কমান্ডার সামির আল-মুশুশি এর কনভয় লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। এসময় গাদ্দার বাহিনীর গাড়িতে পরপর দুটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

"আল-মালাহিম" মিডিয়া সূত্র হামলার বিষয়ে প্রাথমিক এক রিপোর্টে জানিয়েছে, মুজাহিদদের এই হামলায় কমপক্ষে ৩ শত্রুসেনা হতাহত হয়।

বরকতময় এই হামলার একদিন পরেই গাদ্দার আরব আমিরাতের ভাড়াটেদের একটি দলকে টার্গেট করে ওমরান উপত্যকায় শক্তিশালী বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ। আল-মালাহিম মিডিয়া সূত্র মতে, মুজাহিদদের সফল এই হামলায় গাদ্দার বাহিনীর অন্তত ৪ সৈন্য নিহত এবং আরও বহু সংখ্যক সৈন্য আহত হয়েছে।

তবে স্থানীয় সূত্র বলছে, হামলায় নিহত সেনা সংখ্যা ৬ ছাড়িয়েছে এবং এতে আহত হয়েছে অন্তত কমপক্ষে ১২ ভাড়াটে সৈন্য।

১৯শে নভেম্বর, ২০২২

তুর্কিস্তানে চীনের আগ্রাসন: বিনাদোষে দুই মুসলিমাহকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড

ডাচ বিমান বাহিনীর এক উইঘুর মুসলিম সদস্যের মা ও ভাবীকে কথিত 'সন্ত্রাসবাদে সমর্থন' ও রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা প্রকাশ করার অজুহাতে ১৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে দখলদার চাইনিজ প্রশাসন।

ক্যাপ্টেন মুনিরদিন জাদিকার নামের সেই উইঘুর মুসলিম বর্তমানে একজন ডাচ নাগরিক। ২০০৬ সাল থেকে তিনি নেদারল্যান্ডসে বসবাস করছেন। ২০১৪ সালে তার মা তার বিয়ে উপলক্ষে নেদারল্যান্ডসে যান। আর শুধুমাত্র এ কারণেই পরবর্তীতে তাকে দখলদারদের হাতে গ্রেপ্তার হতে হয়।

২০১৬ সালে জাদিকার নেদারল্যান্ডস এয়ার ফোর্সে যোগদানের সময় তার মা ইমানেম নেসরুল্লা ও ভাবী আয়হান মেমেতের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেন।

দুই বছর পর ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন জাদিকারের ভাবী উইচ্যাটের মাধ্যমে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। জাদিকার তখনই প্রথম দখলদারদের দ্বারা তার মায়ের গ্রেপ্তারের বিষয়টি জানতে পারেন।

এরপর ২০১৯ সালে তিনি তার ভাবীর গ্রেপ্তারের বিষয়টি জানতে পারেন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র আমার মায়ের গ্রেপ্তারির খবর আমাকে জানানোর কারণেই তারা আমার ভাবীকে গ্রেপ্তার করে।

জাদিকার বলেন, "আয়হান আমাকে আমার মায়ের ব্যাপারে জানিয়েছিল। সে ভেবেছিলো যে, আমি হয়তো আমার মাকে মুক্ত করতে পারবো। কারণ আমি ইউরোপে বাস করছি এবং একটি সামরিক বাহিনীতে আছি। শুধু এতটুকু তথ্যের জন্য তারা আয়হানকেও ১৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে।"

জাদিকার জানান, তিনি তার মা ও ভাবীর তথ্য পেতে ডাচ সরকারের কাছে বেশ কয়েকবার আবেদন করেও ব্যর্থ হয়েছেন। যদিও ডাচ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চীনা দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে জাদিকারকে তার মা ও ভাবীর ১৫ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হবার বিষয়টি জানায়।

জাদিকার হতাশা প্রকাশ করে বলেন, ডাচ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার পরিবারের সদস্যদের মুক্তির ব্যাপারে তাকে কোন প্রকার সাহায্য করছে না। তিনি বলেন, "হয়তো তাদের (ডাচ সরকারের) স্বার্থে আঘাত আসবে বলেই তারা আমাকে সাহায্য করছে না।"

তিনি আরও বলেন, "আমি ডাচ প্রধানমন্ত্রীকে দুইবার চিঠি দিয়েছি। কিন্তু তার পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাইনি।"

প্রবাসী ও নির্বাসিত উইঘুর মুসলিমদের সাথে যোগাযোগ করতে পূর্ব তুর্কীস্তানে থাকা তাদের আত্মীয়দের যে কতটা ভোগান্তি ও নির্যাতনের শিকার হতে হয় এই ঘটনাটি তারই জ্বলন্ত উদাহরণ।

উল্লেখ্য যে, দখলদার বাহিনী উইঘুর মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ ও পূর্ব তুর্কীস্তানে নিজেদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঢাকতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উইঘুর মুসলিমদের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞাসহ বিদেশে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি আরোপ করেছে। অর্থাৎ পূর্ব তুর্কীস্তানকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে সেখানে যেকোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে কোনও দ্বিধাবোধ করছে না তারা।

তথ্যসূত্রঃ

১। China sentences mother of Uyghur Dutch airman to 15 years for visiting him abroad - https://tinyurl.com/2hs9b92f

---

নির্বাচনে জয়ী হতে 'গুজরাট মুসলিম গণহত্যা'কে কাজে লাগানোর চেষ্টা

২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০২-এ একটি মুসলিম বিরোধী সহিংসতা সংঘটিত হয়েছিল। নরোদা পটিয়ার আহমেদাবাদ পাড়ায় হামলায় হিন্দুত্ববাদী একটি আধা-সামরিক বাহিনীও জড়িত ছিল তাতে। সেখানে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের বিল্ডিং ধ্বংস করার জন্য এলপিজি সিলিন্ডারগুলিকে বিস্ফোরক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। হত্যার আগে মুসলিম নারী ও নাবালেগ মেয়েদের গণধর্ষণ করা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ একজন প্রত্যক্ষদর্শীর উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছিল যে, আক্রমণকারীরা একটি শিশুর মুখে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়, যাতে সে পুড়ে যায়।

নরোদা পটিয়াতে সহিংসতা থামানোর জন্য হিন্দুত্ববাদী পুলিশ কোন ধরণের চেষ্টাই করেনি তখন। নীরবতার আড়ালে তারা অন্যতম বৃহৎ এই মুসলিম গণহত্যা চালানোর সম্পূর্ণ সুযোগ তৈরী করে দিয়েছিল। সে সময় গুজরাটের মূখ্যমন্ত্রী ছিল বর্তমান ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী বিজেপির নরেন্দ্র মোদী, তার নির্দেশেই গণহত্যা হয়েছিল।

দুঃখজনক বিষয় হল,দুই দশক পরে, ভারতীয় জনতা পার্টি, গণহত্যার সময় ক্ষমতাসীন দল, আসন্ন ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ভোট সংগ্রহের জন্য সেই ভয়ঙ্কর মুসলিম গণহত্যার স্মৃতিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। যেন হিন্দুদের মাঝে লুকায়িত মুসলিম বিদ্বেষ আবারো প্রকাশ্য হয়ে উঠছে; হয়ে উঠছে নির্বাচনে বিজয়ের হাতিয়ার।

এমন ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড কীভাবে তার অধীনে ঘটতে পারে তা নিয়ে অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে, গণহত্যার পক্ষেই সাফাই গাইছে।

উগ্র দলটি একটি বিধায়ক প্রার্থী হিসাবে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্তদের এক গুণ্ডা মনোক কুকরানির মেয়েকে মনোনীত করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন যে কুকরানি সেই উগ্র হিন্দুদের একজন- যারা মুসলিম মহিলাদেরকে প্রথমে গণধর্ষণ করে, পরে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল।

এছাড়া বিজেপি তার বিধায়ক প্রার্থী সিকে রাউলজিকেও মনোনীত করেছে, যে গুজরাট দাঙ্গার সময় বিলকিস বানুর গণধর্ষণ ও তার পরিবারের ১৪ জন সদস্যকে খুনকারীদের "ব্রাহ্মণ এবং ভালো মূল্যবোধসম্পন্ন" বলে আখ্যা দিয়ে সাজা ক্ষমা করে দিয়েছে। রাউলজি এমন একটি কমিটির লোক ছিল, যারা সাজাপ্রাপ্ত গণহত্যা এবং ধর্ষকদের সাজা শেষ করার আগেই কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে দেয়।

রাউলজির দ্বারা প্রশংসিত খুনিরা এক নিরপরাধ শিশুসহ ১৪ জন মুসলমানকে হত্যার জন্য দায়ী ছিল। যারা শিশুর মাথা থেঁতলে হত্যা করে। সেইসাথে ৬ মাসের গর্ভবতী বিলকিস বানুকে গণধর্ষণ করে। এই নৃশংস হামলায় বেঁচে যাওয়া কয়েকজনের মধ্যে বিলকিস বানু ছিলেন। যিনি গণধর্ষণের লাঞ্ছনা ও স্বজনদের হারানোর যন্ত্রণা এখনো বয়ে চলেছেন।

এটা স্পষ্ট যে বিজেপি আসন্ন রাজ্য নির্বাচনে হিন্দু মুসলিম মেরুকরণের জন্য ২০০২ সালের ভয়াবহ সহিংসতার কথা সামনে আনছে। এটাকে তারা অপরাধ নয় বরং তাদের সাফল্য হিসেবে তুলে ধরছে। এটি তাদের নতুন কৌশল নয়। প্রকৃতপক্ষে, ২০০২ সালের গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনগুলিও মূলত দাঙ্গার ইস্যু প্রধান হাতিয়ার ছিল। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা যে শাসক দলটির অধীনে গণহত্যা হয়েছিল তাদের শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে, প্রায় ৫০% ভোট দিয়ে বিজেপির ক্ষমতাকে আরো শক্তিশালী করেছিল। যা কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে রয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

1. BJP signalling support for 2002 riots to win Gujarat polls is a dire sign for India (Scroll) – https://tinyurl.com/3hswjp44

2. Bilkis Bano Case: 'ওরা ব্রাহ্মণ, মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ', বিলকিসের ধর্ষকদের দরাজ সার্টিফিকেট বিজেপি বিধায়কের– https://bit.ly/3KhG6MA

3. NewsClick : Bilkis Bano Case: 11 Convicts set Free by Gujarat Government Under its Remission Policy– https://tinyurl.com/2p84kp5u

4. 'There is fear': Muslim families flee village, take shelter in relief colony – https://tinyurl.com/4hu5ndm6

১৮ই নভেম্বর, ২০২২

ব্রেকিং || জ্ঞানভাপি মসজিদে নামাজ না পড়ার নির্দেশ বারাণসী জেলা আদালতের

ভারতে বারানসীর জ্ঞানভাপি মসজিদ। এই মসজিদে প্রায় ৩৫০ বছর ধরে নামাজ আদায় করছেন হিন্দের ভূমির প্রকৃত মালিক মুসলিমরা। আর বারানসির জেলা আদালত আজ মুসলিমদের নামাজ পড়া বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে এই ঐতিহ্যবাহী মসজিদটিতে।

উত্তরপ্রদেশের মুসলিম নেতারা বারাণসী জেলা আদালতের আদেশকে "সুপ্রিম কোর্ট এবং সংসদে পাশ হওয়া আইনের লঙ্ঘন" বলে অভিহিত করেছেন। কারণ তাদের বানানো আইনেও স্পষ্ট করে লেখা আছে যে, উপাসনার স্থান আইন অনুসারে ধর্মীয় স্থানগুলিতে আর কোনও পরিবর্তন করা যাবে না।"

অল ইন্ডিয়া মিলি কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী সদস্য এবং বাবরি মসজিদ মামলার প্রাক্তন বাদী মাওলানা খালিক আহমদ খান বলেছেন, "জ্ঞানবাপি মামলায় মুসলিম পক্ষের আপত্তি ছিল উপাসনার স্থান আইনের উপর ভিত্তি করে, যা ধর্মীয় স্থানগুলোর কোনও পরিবর্তনকে বাতিল করে। এটি ভারতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত একটি আইন, যা সুপ্রিম কোর্টের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এখন,কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে একটি হিন্দুত্ববাদী জেলা আদালত মুসলিমদের নামাজ পড়া বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে।"

ইসলামিক সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার মাওলানা খালিদ রশিদ ফিরাঙ্গি মাহালি বলেছেন, "গত ৩৫০ বছর ধরে, মুসলমানরা জ্ঞানভাপি মসজিদে নামাজ পড়ছেন এখন হঠাৎ করে নামাজ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিচ্ছে। যাতে পার্লামেন্ট কর্তৃক পাসকৃত এবং সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক গৃহীত উপাসনালয় আইনকেও উপেক্ষা করা হয়েছে।

আসলে হিন্দুবাদীরা আইনকে নিজের স্বার্থ অনুযায়ী ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের একমাত্র আইন হল ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষ। মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য তারা কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না। যেমনটা তারা করেছে মুসলিমদের বাবরী মসজিদের ক্ষেত্রে। কোন ধরণের তথ্য প্রমাণের তোয়াক্কা না করে অন্ধ বিশ্বাসের উপর রায় দিয়েছে। এমনটাই করা হয়েছে বারাণসীর জ্ঞানভাপীসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক অন্যান্য মসজিদগুলোর ক্ষেত্রে।

তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, যে গোমূত্রপায়ী সম্প্রদায় মুসলিমবিদ্বেষ চরিতার্থ করতে নিজ ধর্মে পরিবর্তন এনে গোমাংস নিষিদ্ধ করে গরুর মূত্রপানের মতো নেক্কারজনক কাজে লিপ্ত হতে পারে, তাদের পক্ষে তাদের 'ঠুনকো' সংবিধানের আইন পরিবর্তন করা তো খুবই মামুলি।

তথ্যসূত্র:

----

1. Muslim Leaders Say Varanasi Court Infringing on SC, Lok Sabha - https://tinyurl.com/5n7s8hha

---

ব্যাংকে ডলার সংকট ও দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় বেপরোয়া দুর্নীতির ফল

বেশ দুর্বল হয়ে পড়ছে দেশের ব্যাংক খাত, ডলার সংকট চরমে। অনেক ব্যাংকে ডলার একদম শুন্যের কোটায়। দুর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠী এগুলোকে বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব বলে চালিয়ে দিতে চায়! কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ব্যাংক খাতে বেপরোয়া দুর্নীতি, ব্যাংক পরিচালনায় রাজনৈতিক ও পরিচালকদের হস্তক্ষেপ এবং খেলাপি ঋণের মাত্রাতিরিক্ত ঊর্ধ্বগতির কারণেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের মানুষের সঞ্চয়কৃত টাকায় দুর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠী বেপরোয়াভাবে নিজেদের পকেট ভারি করেছে। ঋণের নাম করে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। এসব ঋণের পরিমাণ এতো বেশি যে, খেলাপির মধ্যে কুঋণের পরিমাণই হচ্ছে সোয়া ৮৮ শতাংশ। বড় জালিয়াতদের ঋণের বড় অংশই এখন কুঋণে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ব্যাংকে মোট খেলাপি ঋণ ১ লাখ ৩৪ হাজার ৩৯৬ কোটি টাকা। এইসব অর্থ দিয়ে চার-পাঁচটি পদ্মা সেতুর মতো বড় অবকাঠামো করা সম্ভব।

ডলারের সংকট ব্যাংক খাতকে সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে। ডলার না থাকায় ব্যাংক আমদানির এলসি খুলতে পারছে না। এমনকি অনেক ব্যাংক এলসির টাকা সময়মত পরিশোধ করতে না পারায় বিদেশে বাংলাদেশের ব্যাংক খাত নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে স্থবিরতা নেমে এসেছে। আর অদূর ভবিষ্যতে এলসি করতে না পারলে খাদ্যশস্যসহ বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পন্যের গভীর সংকট সৃষ্টি হবে। ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এভাবে দেশের গোটা অর্থনীতিকেই এখন এক মহাবিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে এই কথিত গণতান্ত্রিক এলিটশ্রেণি, দুর্নীতি আর পরাশক্তিদের দালালি যাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে গেছে।

দীর্ঘদিন ধরেই ব্যাংক খাতে বড় ধরনের জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে। এর সঙ্গে সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তি, ব্যাংকের পরিচালক ও শীর্ষ পর্যায়ের ব্যাংকাররা জড়িত। দুর্নীতিতে জড়িত থাকার দায়ে ৮টি ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে মামলা চলমান। তিনটি ব্যাংকের এমডি পলাতক রয়েছে।

২০১২ থেকে ২০১৭ সাল-এ সময়ে ১২টি বড় ঋণ জালিয়াতির কারণে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩২ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে হলমার্ক ও বিসমিল্লাহ গ্রুপের কারণে বেড়েছে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা। এ দুটি গ্রুপ প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। এছাড়া জালিয়াতির মাধ্যমে নেওয়া ঋণের প্রায় সবই এখন খেলাপিতে পরিণত হয়েছে। ওইসব ঋণের একটি অংশ বিদেশে পাচার হয়েছে।

এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২১ সালে সুইটজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশিদের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৭ কোটি ১১ লাখ সুইস ফ্রাঁ, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় আট হাজার দু'শ ৭৫ কোটি টাকা। এর আগের বছর, অর্থাৎ ২০২০ সালে, এই অর্থের পরিমাণ ছিল পাঁচ হাজার তিনশ ৪৭ কোটি টাকা। একইভাবে প্রতি বছর হাজার হাজার টাকা বাংলাদেশ থেকে পাচার হচ্ছে সেখানে।

সুইস ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে কয়েক বছরের যে পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে তাতে এই বৃদ্ধি এক বছরের ব্যবধানে সর্বোচ্চ। এই হিসেব অনুযায়ী, এক বছরেই সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের জমা করা অর্থের পরিমাণ দু'হাজার নয়শ ২৮ কোটি টাকা বেড়েছে।

এছাড়াও, ২০১৬ সালে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার বা প্রায় ৮০৮ কোটি টাকা ডিজিটাল পদ্ধতিতে হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে চুরি করা হয়, যা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কে গচ্ছিত ছিল। গত ছয় বছর অতিবাহিত হলেও এই অর্থ ফেরত আনতে পারেনি দুর্নীতিবাজ সরকার। এ অর্থ চুরির পেছনে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জড়িত না থাকলে কখনোই চুরি সম্ভব ছিল না বলে মত আইটি বিশেষজ্ঞদের।

এগুলো মিডিয়ায় উঠে আসা কিছু দুর্নীতির ছিটেফোঁটা মাত্র। বাস্তবে এতো বেশি অর্থ চুরি আর দেশ থেকে পাচার হয়েছে যে, দেশে ডলারের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। দুর্নীতিবাজ শাসকগোষ্ঠী এতোটাই দুর্নীতিগ্রস্ত যে এর নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত প্রমাণিত চোর। এদের ক্ষমতা শেষ হলেই দুর্নীতির ফিরিস্তি সামনে আসে। তাদের একদল হয় দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন, অন্যরা দেশের সব ডলার চুরি ও পাচার করে ধ্বংস করে দেয় ব্যাংক খাত। এরা ছাগল চুরি, টাকা চুরি, ট্যান্ডার চুরি, গরিবের চাল চুরি, টিন চুরি ইত্যাদিসহ এমন কোন চুরি নেই যা করেনি। এক দল করে কুইকরেন্টাল আর ক্যাপাসিটি চার্জের নামে চুরি, অন্য দল করে কারেন্টের খাম্বার নামে চুরি; সবই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

এতকিছুর পরেও, ব্যাংকের এ অবস্থার জন্য দুর্নীতিবাজ গণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী হাস্যকরভাবে করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে সামনে তুলে ধরে জাতিকে ধোকা দিয়ে যাচ্ছে। তাদের বিবৃতিতে মনে হয় যেন, রশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যয়ভার তারাই বহন করছে। আবার, এই চেতনবাজ সরকার- কোন ব্যাংক দেউলিয়া হলে আমানতকারীরা মাত্র ১ লাখ টাকা করে পাবেন বলে আইনও জারি করেছে গত বছর। তা সেই আমানতকারীর যত টাকাই জমা থাকুক ব্যাংকে, তিনি পাবেন মাত্র ১ লাখ টাকা।

আবার, আরেকদল, যাদেরকে বর্তমান সরকার পতন হলে ক্ষমতায় দেখতে চায় পশ্চিমারা, তারাও বর্তমান দুর্নীতিবাজ সরকারকে প্রস্তাব দিচ্ছে - যেন তারা 'সেইফ এক্সিট' নিয়ে চলে যায়। তারা এখন থেকেই নিজেদেরকে

এই দেশ, দেশের জনগণ ও দেশের সম্পদের মালিক ভাবছে; আর এজন্যই তারা জনগণের সম্পদ পাচারকারি বর্তমান সরকারকে বিনা বিচারে কথিত 'সেইফ এক্সিট' দেওয়ার প্রস্তাব করছে।

সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা এই দেশ আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া নেয়ামতে পরিপূর্ণ। এছাড়াও আপামর মুসলিম জনতা যুগ যুগ ধরে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে গড়ে তুলেছে এই দেশকে। কিন্তু কখনোই এর ফল ভোগ করতে পারেনি দেশের মানুষ। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা প্রায় ২০০ বছর শোষণ করেছে, এরপর তাদের উত্তরসূরি যথাক্রমে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আর স্বাধীনতা পরবর্তী কথিত গণতান্ত্রিক এলিটরা, যাদের শোষণ এখনো চলমান। কয়েক শত বছর ধরেই এদেশের মুসলিমরা ব্রিটিশ ও তাদের গণতন্ত্রপন্থী উত্তরসুরিদের শোষণের জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে আছে। আর এদের সবার লক্ষ্য উদ্দেশ্যই এক - এদেশের মুসলিমদেরকে ইসলাম ও শরিয়াহ থেকে বঞ্চিত করে রাখা।

এসব দুর্নীতিবাজ পশ্চিমাদের দালাল শাসকগোষ্ঠীর শোষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই দেশের সকল মানুষকে তন্ত্র-মন্ত্র পরিত্যাগ করে ইসলামের সুশিতল ছায়াতলে একত্রিত হতে হবে। ভেঙে ফেলতে হবে পশ্চিমা সেক্যুলার শাসন ব্যবস্থার জিঞ্জির, ফিরিয়ে আনতে হবে ইসলামি শরিয়া ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা।

লেখক : মুহাম্মাদ ইব্রাহীম

তথ্যসূত্রঃ

১। ব্যাংক খাত নিয়ে দুশ্চিন্তা-- https://tinyurl.com/597makfj

২। সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের ‘টাকার পাহাড়’- - https://tinyurl.com/597makfj

৩। বাংলাদেশ ব্যাংকের অদক্ষতা ও অবহেলায় অর্থ চুরি- - https://tinyurl.com/44w84vvd

---

১৭ই নভেম্বর, ২০২২

খাইবারে এবার পাক-তালিবানের হামলায় ৯ পাকি-সেনা নিহত

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী "টিটিপি" সম্প্রতি দেশের গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে হামলা পরিধি বাড়িয়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত গাদ্দার পাকি-সামরিক বাহিনীর অনেক সদস্য নিহত এবং আহত হচ্ছে টিটিপির এসকল বিরতত্বপূর্ণ অপারেশনে।

এর ধারাবাহিকতায় গতকাল ১৬ নভেম্বর সকালেও পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম খাইবার পাখতুনখোয়াতে দেশটির গাদ্দার পুলিশ বাহিনীকে লক্ষ্য করে একটি সফল হামলা চালিয়েছে মুজাহিদগণ।

দেশটির জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, বুধবার সকালে লক্কি মারওতের শাহাবিল এলাকায় টহলরত পাকিস্তানের গাদ্দার পুলিশ সদস্যদের একটি গাড়ি লক্ষ্য করে উক্ত সশস্ত্র হামলাটি চালানো হয়। পাকি-সামরিক সূত্র দাবি করেছে যে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) জানবায মুজাহিদের উক্ত সশস্ত্র হামলায় ফলে ৬ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

সামরিক বাহিনীর দাবি অনুযায়ী নিহতের সংখ্যাটি প্রকাশ করে টিটিপিও। তবে টিটিপি মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী (হাফি.) আরও যুক্ত করেন যে, সফল এই হামলা শেষে মুজাহিদগণ গাদ্দার বাহিনী থেকে ৫টি মেশিনগান সহ অনেক গুলি ও অন্যান্য অনেক মালামাল গনিমত হিসেবে পেয়েছেন।

একইদিন দুপুর ১১টার দিকে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের গুদিয়াম সীমান্তে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান এবং দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়। যাতে নাপাক বাহিনীর ১ সৈন্য নিহত এবং অন্য অনেকে আহত হয়। আর সেসময় মুজাহিদগণ গুদিয়াম সীমান্ত গাদ্দার সামরিক বাহিনী কর্তৃক গুপ্তচরবৃত্তির জন্য লাগানো বড় ক্যামেরা ধ্বংস করেন- আলহামদুলিল্লাহ।

গাদ্দার পাকি সেনা-প্রশাসন মুজাহিদদের সাথে লাগাতার গাদ্দারি ও চুক্তিভঙ্গের মাধ্যমে যুদ্ধপরিস্থিতি দিন দিন উত্তপ্ত করছে; আর তাদেরকে এখন পেছন থেকে ইন্ধন যোগাচ্ছে সন্ত্রাসী অ্যামেরিকা। আফগান সীমান্তেও তালিবান সীমান্তরক্ষী মুজাহিদদের কাছে নিয়মিতই মার খাচ্ছে কাপুরুষ পাকি-সেনারা। ফলে বিদেশিদের তাবেদারিতে 'অভ্যস্ত' পাকি সেনা-প্রসাশন ক্রমশ চূড়ান্ত পরিণতির দিকেই এগোচ্ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

কর্ণাটকের জামিয়া মসজিদ সরানোর দাবিতে হাইকোর্টে বজরং দলের পিটিশন

কর্ণাটকের জামিয়া মসজিদ খালি করার অযৌক্তিক দাবিতে হাইকোর্টে একটি পিআইএল জমা দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী বজরং দল। পিআইএলএ দাবি করেছে যে, মসজিদটি নাকি একসময় হিন্দু মন্দির ছিল, আর তার প্রমাণও নাকি তাদের কাছে রয়েছে।

পিটিশনে তারা বলেছে, "মান্ডা জেলার ঐতিহাসিক শ্রীরঙ্গপাটনা শহরের জামিয়া মসজিদে হিন্দু দেবতা ও মন্দিরের কাঠামোর চিহ্ন রয়েছে। অতএব, মসজিদটি অবিলম্বে খালি করা উচিত। এছাড়াও, হিন্দু ভক্তদের মসজিদের প্রাঙ্গনে অবস্থিত কল্যাণী (জলাশয়ে) স্নান করার অনুমতি দেওয়া উচিত।

বজরং দলের কর্মীরা আরও দাবি করেছে জ্ঞানব্যাপী মসজিদের আদলে মসজিদটি পুনরুদ্ধার করা হবে। গত ১৬ নভেম্বর, বুধবার পিআইএল জমা দিয়েছে বজরং দলের রাজ্য সভাপতি মঞ্জুনাথ। মঞ্জুনাথ সহ তাদের কথিত দেবতা হনুমানের ১০৪ ভক্ত উক্ত আবেদন করেছে।

জামিয়া মসজিদ, যাকে মসজিদ-ই-আলা নামেও ডাকা হয়। এটি শ্রীরঙ্গপাটনা দুর্গের ভিতরে অবস্থিত। টিপু সুলতানের শাসনামলে ১৭৮৬-৮৭ সালে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। মসজিদটিতে তিনটি শিলালিপি রয়েছে যাতে নবী মোহাম্মদ ﷺ এর নয়টি নামের উল্লেখ রয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী ভিচার মঞ্চও মসজিদের জরিপের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে পিটিশন জমা দিয়েছিল। তারাও দাবি করে জামিয়া মসজিদটি হনুমান মন্দির ভেঙ্গে ফেলার পরে নির্মিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলো মসজিদে পূজা পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন চেয়েছিল। বিষয়টি রাজ্যে মুসলিমদের জন্য আতঙ্কের বিষয় হয়ে উঠেছে।

জামিয়া মসজিদকে হিন্দু কর্মীদের হাত থেকে রক্ষা করতে মসজিদ কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিক আবেদন করেছে। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

তথ্যসূত্র:

----

1. Jamia masjid row: Bajrang Dal submits PIL to Karnataka HC, demands to vacate mosque - https://tinyurl.com/yp67zkx9

উইঘুর মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করতে হান চাইনিজদের সাথে জোরপূর্বক মুসলিম নারীদের বিয়ে

উইঘুর মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করতে মুসলিম নারীদের জোরপূর্বক হান চাইনিজদের সাথে বিয়ে দিচ্ছে পূর্ব তুর্কীস্তানের দখলদার প্রশাসন। সম্প্রতি ওয়াশিংটন ভিত্তিক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান 'উইঘুর হিউম্যান রাইটস প্রজেক্ট (ইউএইচআরপি)'-এর একটি প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই ঘটনাটি।

উইঘুর হিউম্যান রাইটস প্রজেক্টের সেই প্রতিবেদন মতে, হান চাইনিজদের সাথে জোরপূর্বক উইঘুর মুসলিম নারীদের বিয়ে দিচ্ছে দখলদার প্রশাসন। সেই সাথে দিচ্ছে কিছু লোক দেখানো 'আর্থিক প্রণোদনাও'।

পূর্ব তুর্কীস্তানে অবৈধভাবে বসতি স্থাপনকারী হান পুরুষদের বিয়ে করতে উইঘুর মুসলিম নারীদের নগদ অর্থ, আবাসন, শিক্ষা ভর্তুকি, চাকরি এবং চিকিৎসা সেবা সরবরাহের আশা দিচ্ছে সেখানকার দখলদার প্রশাসন। সেই সাথে প্রশাসনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ফলাফল স্বরূপ উইঘুর মুসলিম নারীদের বন্দী শিবিরে পাঠানোর হুমকিও দিচ্ছে তারা।

ঠিক এমনই এক ঘটনা ঘটেছে তুর্কীস্তানের আকসু বিভাগের কালাসা গ্রামে। সেখানে দখলদার কর্মকর্তারা কথিত "জাতীয় ঐক্য, এক পরিবার" প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে দুই উইঘুর-হান দম্পতিকে ৪০ হাজার ইউয়ান প্রস্তাব

করেছে। অন্যদিকে কাশগড়েও "জাতিগত আন্তঃবিবাহ পুরস্কারের" জন্য বার্ষিক ২০ হাজার ইউয়ান বাজেট রাখা হয়েছে।

বিদেশে অবস্থানরত এক উইঘুর মুসলিম নারী জানিয়েছেন, তার এক মুসলিম প্রতিবেশী বন্দী শিবিরে যাবার ভয়ে তাদের ১৮ বছর বয়সী মেয়েকে এক হান চাইনিজের সাথে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

টিকটকের চীনা সংস্করণ 'ডাউয়িনে'-তে এবং বিদেশে অবস্থানরত উইঘুর বুদ্ধিজীবীদের সংরক্ষণ করা উইঘুর-হান বিবাহের অনুষ্ঠানগুলির ভিডিও বিশ্লেষণ করলে সেখানে উইঘুর মুসলিম নারীদের নিপীড়িত হবার বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আর মুসলিম নারীদের জন্য ইসলামে অবিশ্বাসী পুরুষদের বিয়ে করা সম্পূর্ণ নিষেধ; ধর্মে নিষেধ এই কাজটিই করতে বাধ্য করা হচ্ছে উইঘুর মুসলিম নারীদেরকে।

দখলদার প্রশাসন কর্তৃক ব্যবহৃত এমনই এক উইঘুর-হান বিবাহের প্রচারণামূলক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে যে, একটি 'মিশ্র দম্পতি' চীনের ইসলাম বিদ্বেষী কমিউনিস্ট পার্টিকে তাদের 'সুন্দর জীবনের' জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে। পাশাপাশি ভিডিওতে উইঘুর ভাষার ভয়েসওভারে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, "সরকার উইঘুর-হান বিবাহের বৃদ্ধি ঘটাতে জরুরিভাবে ১০০ জন উইঘুর মুসলিম নারী খুঁজছে।"

পূর্ব তুর্কীস্তানে উইঘুর মুসলিমদের জনসংখ্যা হ্রাস করতে উইঘুর নারীদের জোরপূর্বক বিয়ের পাশাপাশি দখলদার চীন মুসলিম নারীদের জোরপূর্বক নির্বীজকরণ (বন্ধ্যা), নির্যাতন এবং গণ-বন্দীকরণের মতো ঘৃণিত কাজও করে যাচ্ছে। যদিও এতসব প্রমাণ চীনের সামনে পেশ করার পরেও বর্বর চীন এসব কিছুকে অস্বীকার করেছে। এবং উইঘুর মুসলিমদের বন্দীকরণকে তারা কথিত 'পুনঃশিক্ষা কার্যক্রম' হিসেবে অভিহিত করেছে।

প্রতিবেদক : ওবায়দুল ইসলাম

তথ্যসূত্র :

1. Chinese being 'paid to marry Muslims in plan to wipe out Uyghurs' - https://tinyurl.com/25h9p4aw

---

ফের বাংলাদেশি এক কৃষককে ধরে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করলো সন্ত্রাসী বিএসএফ

ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাসী বিএসএফ সদস্যরা ফের বাংলাদেশি এক কৃষককে অন্যায়ভাবে ধরে নিয়ে হত্যা করেছে। জানা যায়, গত তিন দিন আগে ওই কৃষককে বাংলাদেশ অংশ থেকে ধরে নিয়ে যায় সন্ত্রাসী বিএসএফ। এরপর গতকাল বুধবার (১৬ নভেম্বর) সীমান্ত এলাকার ভারতীয় অংশে ৬৪নং পিলারের ১০০ গজ ভেতরে কৃষকের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। নিহতের পরিবার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বিজিবিকে জানায়, কিন্তু তার লাশ এখনো উদ্ধার করা হয়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১৩ নভেম্বর রোববার বিকেলে উপজেলার বাঁশপদুয়া গ্রামের সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশের অংশে নিজের জমিতে ধান কাটছিলেন কৃষক মেজবাহ উদ্দিন(৪৫)। বিএসএফ-এর একটি দল সীমান্ত এলাকায় চোরাকারবারিদের ধাওয়া করতে গিয়ে বাংলাদেশ অংশে ঢুকে পড়ে। তারা চোরাকারবারিদের না পেয়ে কৃষক মেজবাহ উদ্দিনকে ধরে নিয়ে যায়।

মেজবাহ উদ্দিনের স্ত্রী মরিয়ম আক্তার এবং পরিবারের অন্যরা বিষয়টি ঘটনার দিনই (১৩ নভেম্বর) স্থানীয় বিজিবি ও পুলিশ প্রশাসনকে জানায়। পরদিন (১৪ নভেম্বর) সকাল ১১টা, দুপুর ২টা এবং বিকেল সাড়ে ৫টায় পরপর তিনবার বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কৃষককে ধরে নেওয়ার বিষয়টি বিএসএফ সন্ত্রাসীরা অস্বীকার করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে স্থানীয় কাউন্সিলর ও আওয়ামী লীগের উপজেলা কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন সুমন জানান, বিএসএফ মেজবাহকে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু বিজিবির সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি অস্বীকার করে তারা। আজ তার লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

এ প্রসঙ্গে গুথুমা বিজিবি ক্যাম্পের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বুধবার রাতে গণমাধ্যমকে বলেছে, 'কৃষক মেজবাহর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা সোমবার বিএসএফের সঙ্গে পতাকা বৈঠক করেছি। তারা কাউকে ধরে নেওয়া বা হত্যার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে আমাদের কাছে কোনো নির্দেশনা আসেনি। আপাতত আমরা মরদেহ উদ্ধারে বা বুঝে নিতে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছি না।'

বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ বাংলাদেশিদের যে হারে নির্বিঘ্নে খুন করে চলেছে, বিশ্বে এমন ঘটনা নজিরবিহীন। এমনকি ভারতের সঙ্গে তাদের শত্রুরাষ্ট্র চীন, মিয়ানমার, ভুটান, নেপাল ও আরেক শত্রুরাষ্ট্র পাকিস্তান সীমান্তে রয়েছে, কিন্তু সেখানে এমন নির্বিচার হত্যাকাণ্ড নেই।

কথিত গণতন্ত্রপন্থী দালাল শাসকগোষ্ঠীর নতজানু পররাষ্ট্র নীতির কারণেই বিএসএফ সন্ত্রাসীরা প্রতিনিয়ত বাংলাদেশিদের হত্যা করে যাচ্ছে। এমনকি দিনের পর দিন ভারতের অংশে লাশ পড়ে থাকলেও উদ্ধার করতে পারে না দালাল সরকার।

তথ্যসূত্র:

১। কাঁটাতারের ওপারে পড়ে আছে লাশ, ধানখেত থেকে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ - https://tinyurl.com/hw78m47b

---

ফটো রিপোর্ট || সিরিয়ায় ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আবারো আনসার আল-ইসলামের দুর্দান্ত হামলা

পৃথিবীর মাথা খ্যাত ভূমি শাম তথা সিরিয়ায় আজ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে হক ও বাতিলের মধ্যে চলছে তীব্র লড়াই। সেখানে নানামুখী ফেতনা ও সংকটের মধ্যেও ইসলাম-বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে হামলা অব্যাহত রেখেছেন হকপন্থি মুজাহিদ গ্রুপগুলো; প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদের উপর হামলা-পাল্টাহামলা অব্যাহত রেখেছেন তাঁরা।

সেই ধারাবাহিকতায় চলতি সপ্তাহেও সিরিয়ার হামা ও লাতাকিয়ার বিভিন্ন এলাকায় আসাদের শিয়া নুসাইরি বাহিনী ও দখলদার রাশানদের উপর অর্ধডজনেরও বেশি হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সমর্থিত ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আনসার আল-ইসলাম এবং আনসারুত তাওহিদের মুজাহিদগণ।

এসবের মধ্যে আনসার আল-ইসলামের আর্টিলারি ব্যাটালিয়নের মুজাহিদগণ তাদের হামলাগুলো চালিয়েছেন, সিরিয়ার জাবালাল-আকরাদ, সাহলুল-ঘাব, আল-বারাকা ও আল-বুরকান এলাকায়। সেখানে মুজাহিদগণ ক্ষেপণাস্ত্র থেকে শুরু করে ভারী কামান ও মর্টার শেল দ্বারা হামলা চালিয়েছেন। যাতে দখলদার রাশিয়ান বাহিনী ও কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া বাহিনীর একাধিক সামরিক স্থাপনা ধ্বংস এবং অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

মুজাহিদদের দুর্দান্ত-সফল হামলার কিছু হৃদয়-শীতলকারী দৃশ্য দেখে নিন ইনশাআল্লাহ্...

https://alfirdaws.org/2022/11/17/60743/

মালিতে আল-কায়েদার হামলায় দিশেহারা ভাড়াটে ওয়াগনার ও গাদ্দার সেনারা: হতাহত দুই ডজন

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির মোপ্তি প্রদেশে কয়েকদিনের ব্যবধানে রাশিয়ান ওয়াগনার ও দেশটির গাদ্দার সরকারি বাহিনীর উপর পরপর ৩টি সফল হামলা পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা "জেএনআইএম" এর বীর মুজাহিদগণ। এতে বহু সংখ্যক কুফ্ফার ও গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

জেএনআইএম এর মিডিয়া আউটলেট "আয-যাল্লাকা ফাউন্ডেশন"এর হামলাগুলোর ব্যাপারে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, মুজাহিদগণ তাদের বীরত্বপূর্ণ অপারেশনগুলির একটি গত ১৫ নভেম্বর মোপ্তি প্রদেশের বোনি এবং দোনযা অঞ্চলের কাছে চালিয়েছেন। যা গাদ্দার মালিয়ান ও ওয়াগনার ভাড়াটে সেনাদের গাড়িবহর বা কনভয়কে লক্ষ্য করে নির্ভুলভাবে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) দিয়ে চালানো হয়েছে। হামলায় সেনাভর্তি একটি গাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় এবং এতে থাকা ইসলাম বিরুধী শক্তির সকল সৈন্য মারা যায়।

একই দিনে উক্ত অঞ্চলে আরও একটি হামলা চালান মুজাহিদগণ। যেখানে গাদ্দার মালিয়ান ও ওয়াগনার সেনাবাহীর গাড়ি যাবার রাস্তায় ল্যান্ডমাইন স্থাপন করে রাখেন মুজাহিদগণ। গাড়ি ল্যান্ডমাইনের রেঞ্জে আসতেই তা বিস্ফোরিত হয় এবং গাড়িটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যার ফলশ্রুতিতে গাড়িতে থাকা সকল শত্রু সেনা আরোহীর নিহত হয় বলে নিশ্চিত করেছেন মুজাহিদগণ।

এর আগে গত ৮ নভেম্বর, মোপ্তি রাজ্যের দোয়েন্তযা অঞ্চলের কাছে গাদ্দার মালিয়ান সেনা ও দখলদার ভাড়াটে ওয়াগনার যোদ্ধাদের গাড়িতে একই পদ্ধতিতে মাইন হামলা চালান জেএনআইএম এর মাইন মাস্টার মুজাহিদগণ। এতে গাড়িটি বিস্ফোরিত হয় এবং আরোহী সকল শত্রুর মৃত্যু নিশ্চিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, হামলাগুলোতে কি পরিমান সেনা সদস্য নিহত এবং আহত হয়েছে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি "আয-যাল্লাকা" মিডিয়া। তবে মিডিয়াটির প্রচারিত তথ্য হচ্ছে, ৩টি হামলাতেই টার্গেটের শিকার সমস্ত সৈন্য নিহত হয়েছে। তবে স্থানীয় সূত্র মতে, হতাহতের এই সংখ্যা ১৯ এর বেশি।

আশ-শাবাবের ৩ জন উমারাকে ধরতে 'বেপরোয়া' আমেরিকার ৩০ মিলিয়ন ডলার পুরষ্কার ঘোষণা!

পূর্ব আফ্রিকার জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী এবং আল-কায়েদার অন্যতম শক্তিশালী শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন এর নেতৃত্বস্থানীয় ৩ জন আমীর সম্পর্কে তথ্য দিতে ৩০ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে সন্ত্রাসী আমেরিকা।

গত ১৪ নভেম্বর ক্রুসেডার আমেরিকার রিওয়ার্ডস ফর জাস্টিস এর টুইটার একাউন্ট থেকে প্রাথমিকভাবে ১৬ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়, এবং আশ-শাবাবের ৩ জন নেতার ব্যাপারে তথ্য প্রদানের আহবান জানানো হয়। এই ৩ নেতা হলেন: আশ-শাবাবের আমীর শায়েখ আবু উবাইদাহ (যিনি আহমাদ দিরিয়ে নামেও পরিচিত), গোয়েন্দা ডিভিশন 'আমনিয়াত' এর প্রধান মাহাদ কারাতে এবং আরেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা জিহাদ মোস্তফা।

প্রাথমিকভাবে শায়েখ আবু উবাইদাহ-এর তথ্য প্রদানের জন্য ৬ মিলিয়ন এবং বাকি দুই নেতার জন্য ৫ মিলিয়ন ডলার করে পুরস্কার ঘোষণা করে আমেরিকা।

কিন্তু পরবর্তীতে কেনিয়ায় অবস্থিত সন্ত্রাসী আমেরিকার রাষ্ট্রদূত এক সংবাদ সম্মেলনে জানায়, "আমরা আশ-শাবাব নেতাদের তথ্য প্রদানের জন্য দ্বিগুণ পুরষ্কার ঘোষণা করছি। যে কেউ আল-শাবাবের জ্যেষ্ঠ নেতা কিংবা তাদের অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কের ব্যাপারে আমাদের কাছে তথ্য উপস্থাপন করতে পারবে - সে তথ্য যতই তুচ্ছ বা সাধারণ হোক না কেন, আমরা তাকে পুরস্কৃত করবো!"

https://twitter.com/RFJ_Somali/status/1592110330288562177?t=ApJVunDIzT0JmQw8mKzoxw&s=19

এরপর তারা টুইটারে পুনরায় বার্তা প্রদান করে এবং ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ-শাবাবের উক্ত তিন নেতার প্রত্যেকের ব্যাপারে তথ্য প্রদানের জন্য ১০ মিলিয়ন ডলার করে মোট ৩০ মিলিয়ন ডলারের পুরস্কার ঘোষণা করে।

উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে আশ-শাবাবের সাথে লড়াই করে সন্ত্রাসী আমেরিকার বুঝতে পেরেছে যে, অস্ত্র দিয়ে তাঁদেরকে ঘায়েল করা সম্ভব না। তাই নিরুপায় হয়ে আমেরিকা এবার শাবাবের অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ককে টার্গেট করার চেষ্টা করছে। যাতে শাবাবের যুদ্ধ চালনার সামর্থ্য কমে আসে।

তাছাড়া আমেরিকা খুঁজছে মুসলিমদের ভিতরের কোনো গাদ্দার, যারা ডলারের লোভে ঈমান বিক্রি করে আমেরিকাকে সাহায্য করবে। তবে তাদের এই কৌশল প্রতিবারেরমতো এবারো ব্যর্থ হবে, ইনশাআল্লাহ। কেননা আশ-শাবাব এখন পূর্বের যেকোনো সময়ের চাইতে যথেষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কৌশলী, আলহামদুলিল্লাহ।

ফলশ্রুতিতে পশ্চিমাদের গোলাম সরকারের কর্মকর্তারা আফসোস করে বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, "আমরা (আশ-শাবাব থেকে) দখল করা প্রতিটি জমিই কয়েকদিনের ব্যবধানে হারিয়ে ফেলছি এবং এটি মেনে নেওয়া খুবই কঠিন।"

অর্থাৎ সোমালি গাদ্দার সৈন্যরা যখন কোনো এলাকায় ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে হামলা করতে আসে, তখন আশ-শাবাব মুজাহিদিন কৌশলগত কারণে সাময়িক সময়ের জন্য সেখান থেকে পিছু হটেন। আর গাদ্দার বাহিনী যখনই ভাবতে শুরু করে যে তারা বিজয়ী হয়ে এবং এই আনন্দ উক্ত এলাকায় আরও সরঞ্জাম জমা করে, তখনই শাবাব মুজাহিদিন আরও শক্তি নিয়ে হামলা করে বসেন। এর মধ্য দিয়ে মুজাহিদগণ উক্ত এলাকায় শত্রুর আনা অস্ত্র ও সরঞ্জাম পেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেন- আলহামদুলিল্লাহ।

১৬ই নভেম্বর, ২০২২

পাক-তালিবানের পৃথক অপারেশনে ২৯ এর বেশি নাপাক সৈন্য হতাহত

সম্প্রতি পাকিস্তান প্রতিরক্ষামূলক হামলা বাড়িয়েছে দেশটির জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান। সেই সুবাধে প্রতিরোধ বাহিনীটি গত ১১ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর থেকে দেশে ১৬টি হামলা পরিচালনা করছে। যাতে কয়েক ডজন পাকিস্তানি গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৪টি অপারেশনের ১টি চালানো হয়েছে বাজোউর এজেন্সিতে এবং ৩টি চালানো হয়েছে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে। এরমধ্যে প্রথম হামলার ঘটনাটি ঘটে গত ১২ নভেম্বর সন্ধ্যায়, উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্পেনওয়াম সীমান্তের শিওয়া এলাকায়। যেখানে পাকিস্তানের গাদ্দার "এফসি" সদস্যরা গুলি চালিয়ে মুজাহিদদের পথরোধ করার চেষ্টা করে, আর তখনই সংঘর্ষ শুরু হয়।

এই সংঘর্ষের সময় মুজাহিদদের হামলায় গাদ্দার পাকি-সামরিক বাহিনীর ১০ এরও বেশি "এফসি" সদস্য নিহত ও আহত হয়। অপরদিকে মুজাহিদিনরা সীমান্ত বেড়া ভেঙ্গে নিরাপদে তাদের গন্তব্যস্থলে চলে যেতে সক্ষম হন, আলহামদুলিল্লাহ।

এর একদিন পর (১৩/১১/২২) উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মির আলি সীমান্তের হাদি মার্কেট এলাকায় গাদ্দার সেনাবাহিনী এবং টিটিপির মুজাহিদদের মধ্যে লড়াই হয়। এখানেও সংঘর্ষের কারণ ছিল মুজাহিদদের পথরোধ করা। ফলে মুজাহিদগণ তীব্র প্রতিরক্ষামূলক হামলা চালান, যার ফলশ্রুতিতে ৩ গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আরও ৪ গাদ্দার সৈন্য আহত হয়। আর মুজাহিদগণ এখান থেকেও নিরাপদে বের হয়ে পড়তে সক্ষম হন, আলহামদুলিল্লাহ।

একইদিন উত্তর ওয়াজিরিস্তানের দোসলি এবং গুরিউম সীমান্ত আরও দুটি পৃথক প্রতিরক্ষামূলক হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে আরও ২ এর বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত হয় এবং কতক সৈন্য আহত হয়।

এরপর গত ১৫ নভেম্বর মঙ্গলবার রাতে মুজাহিদগণ একযোগে তাদের সবচাইতে বড় প্রতিরক্ষামূলক অভিযানটি পরিচালনা করেন, বাজোউর এজেন্সির চার্মিংয় সীমান্ত। যেখানে মুজাহিদদের তীব্র হামলার মুখে পড়ে গাদ্দার পাকি-সামরিক বাহিনীর "হাশিম গাখি পোস্ট", "বাজওয়ানো দেরাই পোস্ট" এবং "হিলাল খেল আর্মি ক্যাম্প"।

প্রাথমিক তথ্য মতে, টিটিপির এই অভিযানে গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ১০ এরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছে। তবে স্থানীয় সূত্র বলছে, এতে হতাহত সেনাদের সংখ্যা ২ ডজনেরও বেশি।

এই আক্রমণের কারণ সম্পর্কে টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, গাদ্দার পাকি সামরিক বাহিনী মুজাহিদদের একটি দলকে উক্ত এলাকার আশপাশে অবরুদ্ধ করেছিল। আর উক্ত অবরোধ ভাঙতে মুজাহিদগণ কয়েকটি স্থানে একযোগে সফল হামলা চালান। যাতে সফলও হয়েছেন মুজাহিদগণ, তাঁরা অবরোধ ভেঙে নিরাপদে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

মুসলিম-বিদ্বেষী ভারতকে মানবাধিকার রেকর্ড উন্নত করার 'ঠুনকো' আহ্বান

হিন্দুত্ববাদী ভারত মুসলিমদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। যা বর্তমানে চরম আকার ধারণ করেছে। অমুসলিম দেশ, সংস্থাগুলো মুসলমানদের পক্ষে কাজ না করলেও, বিশেষ স্বার্থে হলেও এখন বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, হিন্দুত্ববাদীরা ভারতকে মুসলিম গণহত্যার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলি ভারতকে ধর্মীয় বৈষম্য এবং যৌন সহিংসতার বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। কারণ তারা জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল এ সার্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা (UPR) এর সময় ভারতের মানবাধিকার রেকর্ড উত্থাপন করেছে। অবশ্য, এই কথিত বিশ্বসম্প্রদায় মাঝে মাঝে

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর ইসরাইলের আগ্রাসন নিয়েও বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছে। তবে সেগুলোকে অবজ্ঞা করে ইসরাইল নিজের দম্ভ প্রকাশের সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়েছে মাত্র।

যাইহোক, ভারতে সংখ্যালঘু অধিকার, বাকস্বাধীনতা এবং বিশেষত মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়ে অবনতিশীল অবস্থান সম্পর্কিত সমালোচনামূলক সমস্যাগুলিকে অনেক দেশই উত্থাপন করেছে। এটা অন্তত পরিস্থিতির নাজুকতা বুঝতে মুসলিমদেরকে সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ্।

গত বৃহস্পতিবার, সদস্য দেশগুলি ভারতকে "সন্ত্রাস বিরোধী" আইনের ব্যাপক প্রয়োগ কমাতে বলেছে। যার মধ্যে কঠোর বেআইনী কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ইউএপিএ) রয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে হিন্দু জাতীয়তাবাদী সরকার UAPA এবং রাষ্ট্রদ্রোহের মতো কঠোর আইন ব্যবহার করছে, বিশেষ করে মুসলিমদের এবং মানবাধিকার কর্মীদের লক্ষ্য করে, তাদের ন্যায্য বিচারের সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না।

কথিত "সন্ত্রাসবাদ"এর ভিত্তিহীন অভিযোগে ভারতজুড়ে জেলে বন্দী আছেন শত শত মুসলিম যুবক ও মানবাধিকার কর্মী। ইতিমধ্যেই হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের জুলুমে জেলের মাঝেই অনেকের মৃত্যু হয়েছে।

কাউন্সিলের মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিশেল টেলর বলেছে, "আমরা সুপারিশ করছি যে ভারত বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের ব্যাপক প্রয়োগ এবং মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অনুরূপ আইনগুলি কমিয়ে আনুক।... প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের প্রয়োগ মানবাধিকার রক্ষক ও কর্মীদের দীর্ঘায়িত আটকের দিকে পরিচালিত করেছে।"

কানাডা ভারতকে সমস্ত যৌন সহিংসতার তদন্ত করার এবং ধর্মীয় সহিংসতা "মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহ" তদন্ত করে ধর্মের স্বাধীনতা রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছে। জার্মানি বলেছে যে তারা ভারতে "প্রান্তিক গোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে উদ্বিগ্ন"।

সুইজারল্যান্ড পরামর্শ দিয়েছে যে ভারতকে "সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিতে উন্মুক্ত অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা উচিত এবং এমন কোনও ব্যবস্থা চাপানো উচিত নয় যা ইন্টারনেট সংযোগকে ধীর করে দেয় বা ব্লক করে।"

ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সমাজ আসলে মুসলিমদের নির্মূলের প্রায় সকল ধাপ অতিক্রম করে গেছে; এখন শুধু মুসলিম গণহত্যার চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হওয়ার বাকি। ভারতীয় মুসলিমরা অনাগত হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের অসনি সংকেত বুঝতে দেরি করলেও, অনেক অমুসলিম গবেষকও ইতিমধ্যে এই বিষয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছে, এটাই পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট।

তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেক অমুসলিম দেশও এব্যাপারে কথা বলে তাদের দায়িত্ব আদায়ের তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে পারলেও, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের জালিম শাসকেরা এব্যাপারে কোন কার্যাকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

আর কথিত বিশ্বসম্প্রদায় পূর্ব তিমুরের ক্ষেত্রে যেমন সরাসরি পদক্ষেপ নিয়েছিল, তার বিপরীতে ভারত, কাশ্মীর, ইয়েমেন, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের মুসলিমদের ক্ষেত্রে তারা শুধু মায়া কান্না করেই ক্ষান্ত হয়ে যায়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, তারা শুধু স্বার্থ হাসিল আর পরস্পরকে চাপে ফেলে সুবিধা আদায় করতেই মুসলিম নির্যাতনের ইস্যু নিয়ে কথা বলে থাকে শুধু, কোন পদক্ষেপ নেয়না কখনোই।

লেখক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র:

1. Countries urged India to improve its human rights record at UN - https://tinyurl.com/yeyea4cx

---

‘গম্বুজ আকৃতির’ হওয়ায় বাস শেল্টার ভেঙে ফেলার হুমকি বিজেপি সাংসদের

ভারতের মাইসুরু-কোদাগু লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিমহা; সম্প্রতি গম্বুজ আকৃতির বাস স্টপিজের নিচে লোক না নামানোর জন্য কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছে। এবং তা ভেঙ্গে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে।

সিমহা হুমকি দিয়ে বলেছে যে, যদি সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা তা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সে নিজেই একটি বুলডোজার নিয়ে আসবে এবং মসজিদের মতো দেখতে বাস শেল্টারটি ধ্বংস করবে। সে মাইসুরুর একটি জনসাধারণের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করে, মাইসুরুর কৃষ্ণরাজা বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানায় গম্বুজ আকৃতির বাস আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের নিন্দা করে।

উগ্র সিমহা বলেছে, "যদি দুপাশে দুটি ছোট গম্বুজ সহ একটি বড় গম্বুজ কাঠামো থাকে তবে এটি একটি মসজিদ হিসাবে বিবেচিত হয়। আমি কাঠামোটি ভেঙে ফেলার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের তিন থেকে চার দিনের সময়সীমা দিয়েছি।

"যদি তারা এগুলো না ভাঙে, আমি নিজেই একটি জেসিবি নিয়ে সেগুলো নামিয়ে দেবো।"

হিন্দুত্ববাদীদের ইসলামবিদ্বেষ এতটাই গর্হিত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তারা এখন আর ইসলাম ও মুসলিমের কোন চিহ্ন বা উপস্থিতিই সহ্য করতে পারছে না। গোটা ভারতের হিন্দু সমাজকেই তারা এই পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর উপমহাদেশকে নিয়ে যাচ্ছে মুসলিম গণহত্যা বাস্তবায়নের পথে।

তথ্যসূত্র:

----

1. BJP MP Pratap Simha threatens to demolish ‘dome-shaped’ bus shelters in Mysuru - https://tinyurl.com/348766cd

কেনিয়ায় আশ-শাবাবের হামলা জোরদার: নিহত ৮ এরও বেশি

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার পরই কেনিয়াতে শক্তিশালী অবস্থানে আছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পূর্ব-আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে সোমালিয়ায় লড়াই তীব্র হলে কেনিয়ায় হামলার পরিধি কমিয়ে আনে আশ-শাবাব। সাময়িক এই কৌশলগত স্থবির অবস্থা কাটিয়ে দেশটিতে গতকাল থেকে আবারও হামলা চালাতে শুরু করেছে আশ-শাবাব যোদ্ধারা।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ১৪ নভেম্বর আশ-শাবাব কর্তৃক কেনিয়ায় নতুন করে হামলা শুরু পর, প্রথম হামলাটি চালানো হয় দেশটির উত্তরাঞ্চলিয় 'রাস্কাম্বুনি' এলাকায়। যেখানে কেনিয়ান সেনাদের লক্ষ্য করে মাইন বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে, হামলাটি এমন সময় চালানো হয়েছে, যখন কেনিয়ান সেনাদের একটি দল কূপের কাছে পানি তুলতে একত্রিত হয়েছিল। আর তখনই বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে।

আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট মিডিয়া সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদদের উক্ত মাইন বিস্ফোরণে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর অন্তত ৮ সৈন্য নিহত হয়েছে।

একইদিন আফমাদো জেলার তাপটো উপকণ্ঠে কেনিয়ান সেনাদের একটি ঘাঁটিতেও হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এলাকার বাসিন্দারা জানান, হামলাটি কেনিয়ান সেনাদের ঘাঁটি ঘিরে গভীর রাতে শুরু হয়, যেখানে প্রচণ্ড গুলাগুলির শব্দ শোনা গেছে। হামলাটি গভীর রাতে সংঘটিত হওয়ায় হতাহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় নি। তবে ঘাঁটি থেকে সকাল পর্যন্ত ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে।

উল্লেখ্য যে, হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কেনিয়ায় তাদের হামলার পৌনঃপুনিকতা বাড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রতিরোদ বাহিনীটি কেনিয়ান সরকার ও সেনা বাহিনীর কেন্দ্র, যোগাযোগ লাইন এবং লজিস্টিক রুটকে লক্ষ্য করছে। একই সময়ে, কেনিয়াতে পশ্চিমা কেন্দ্র এবং মার্কিন ঘাঁটিগুলিও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছেন মুজাহিদগণ।

২০২১ সালের জানুয়ারিতে কেনিয়ার মান্দেরার গভর্নর আলি রোবা বলেছিল যে, উত্তর কেনিয়ার ৬০ শতাংশেরও বেশি অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে আশ-শাবাব যোদ্ধারা।

ভিডিও সংবাদ || সিরিয়া থেকে নতুন ভিডিও প্রকাশ করলো আনসার আল-ইসলাম

সিরিয়ায় এখনো আল-কায়েদা সমর্থিত যে কয়েকটি জিহাদি গ্রুপ কাজ করছে, তার মধ্যে আনসার আল-ইসলাম অন্যতম। নানান প্রতিকূলতা সত্বেও দলটির প্রতিরোধ যোদ্ধারা জিহাদের গুরত্বপূর্ণ এই ফারজিয়্যতকে আদায় করে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি দলটির অফিসিয়াল "আল-আনসার" মিডিয়া থেকে ১৪ মিনিটের একটি নতুন ভিজ্যুয়াল মিডিয়া প্রচারণা প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন প্রকাশিত এই ভিডিওটির শিরোনাম ছিলো 'শাবকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'। এমন নামকরণের কারণ হচ্ছে, ভিডিওটিতে আনসার আল-ইসলামের সামরিক কেন্দ্রে সদ্য যুক্ত হওয়া একদল শাবকের সামরিক ও তরবিয়তি প্রশিক্ষণ দেখানো হয়।

ভিডিওটি থেকে সংগৃহীত কিছু স্থিরচিত্র নিয়া আমরা গত ৮ নভেম্বর একটি ফটো-রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলাম।

ভিডিওটি দেখতে নীচের লিংক থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ্...

https://alfirdaws.org/2022/11/16/60720/

১৫ই নভেম্বর, ২০২২

পূর্ণ শরিয়াহ্ আইন জারি করলেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সুপ্রিম লিডার আখুন্দজাদা (হাফি.)

সম্প্রতি ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের আমিরুল মু'মিনীন শাইখুল হাদিস মৌলভি হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহ ও দেশটির প্রধান বিচারকগণ একটি গুরত্বপূর্ণ সভায় মিলিত হয়েছেন। যেখান থেকে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে যে, এখন থেকে আফগানিস্তানে পরিপূর্ণ শরিয়াহ্ আইন বাস্তবায়ন করা হবে। কেননা এটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পক্ষ থেকে একটি ফরজ বিধান।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ (হাফি.) গত ১৪ নভেম্বর সোমবার গভীর রাতে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে এই সিদ্ধান্তটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, সম্মানিত আমিরুল মু'মিনিন, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও বিচারকদের গুরত্বপূর্ণ এক সভা শেষে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। যার ফলে এখন থেকে ইসলামি শরিয়াহ্ আইনের দিকগুলো ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা হবে। যার মধ্যে রয়েছে প্রকাশ্যে কিসাস, রজম ও হদের মতো গুরত্বপূর্ণ বিধানগুলো।

এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় আমিরুল মু'মিনিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, শরিয়াহ্ আইনের এই আদেশ প্রথমে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার বিধান এবং পরে আমার পক্ষ থেকে বাস্তবায়নের আদেশ। তাই এটি বাস্তবায়ন করা উপর ফরজ।

https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1591824999870259200?t=Einx9l2Nb8uShQh3YORU0w&s=19

তাই চোর, অপহরনকারী, হত্যাকারী এবং রাষ্ট্রদ্রোহের মত ইসলাম-বিরোধী প্রতিটি মামলা গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করুন। যেসব মামলায় হদ, কিসাস ও রজমের শাস্তি প্রদানের শর্তগুলো পূর্ণ হবে, সেসব ক্ষেত্রে আপনাদেরকে অবশ্যই শরিয়াহ্ মোতাবেক হদ ও কিসাসের রায় প্রদান করতে হবে। আর এটিই শরিয়াহ্'র তাকাযা, যা পালন করতে আপনি বাধ্য।

আমিরুল মু'মিনীন এর এরূপ নির্দেশ মু'মিনদের অন্তরকে প্রশান্ত করেছে আলহামদুলিল্লাহ্। এই লক্ষ্যেই তো আফগানের হাজার হাজার মুসলিম গত ৪০ বছর ধরে জিহাদের ময়দানে অটল থেকে নিজেদের জীবন আল্লাহ্র রাস্তায় বিলেয়ে দিয়েছে অকাতরে।

পাশাপাশি এই ঘোষণা চিন্তার বলিরেখা ফেলে দিয়েছে ইসলাম-বিরোধী শক্তিগুলোর কপালে। জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ইমারাহকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, (তথাকথিত) মানবাধিকার এবং নারী অধিকার বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত তাদেরকে কোনোভাবেই স্বীকৃতি দেয়া হবে না।

বিপরীতে আমিরুল মু'মিনীনও পরিষ্কারভাবেই জানিয়েছেন যে, যাইহোক না কেন, শরীয়াহ অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা, নারী অধিকার কিংবা সরকার পরিচালনা – কোনো কিছুই পশ্চিমা ফ্রেমওয়ার্কের আদলে বা শরীয়তের নিষিদ্ধ পন্থায় করা হবে না। কেননা জাতিসংঘ কর্তৃক সংজ্ঞায়িত অনেক মানবাধিকার, সরকার পরিচালনার ধরন, নারী অধিকার ও আইনি শাস্তি ইত্যাদি সরাসরি শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই ইমারাতে ইসলামিয়া কখনই তাদের দেওয়া সীমারেখায় থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে না। আমাদের লক্ষ্য ও আইন স্পষ্ট।

উল্লেখ্য যে, আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশটিতে ইসলামি শরিয়াহ্ আইন প্রয়োগ করা শুরু হয়। তবে রাজনৈতিক কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হুদুদ ও কিসাসের শাস্তি প্রয়োগে ধীর পন্থা অবলম্বন করে। এবিষয়ে তালিবান কর্মকর্তারা জানান যে, আমরা পরিস্থিতির কারণে শরিয়াহ্ আইনের শাস্তিগুলো বাস্তবায়ন করতে ধীর পন্থা অবলম্বন করেছি, তবে এই সময়টাতে আমরা নিজেদেরকে আইনি শর্তগুলো বাস্তবায়নের শর্তগুলো পূরণে প্রস্তুত করেছি। যা আমীরুল মুমিনিন এর স্পষ্ট বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে।

আফগানিস্তানে মুসলিম শিশুহত্যার সংখ্যা নিয়ে লুকোচুরি এবং পশ্চিমা মিডিয়ার 'ক্ষতিপূরণ' স্তুতিপাঠ

আফগানিস্তানে ব্রিটিশ বাহিনীর আগ্রাসনে নিহত ৬৪ জন শিশুর জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। সাম্প্রতিক এমন খবর ফলাও করে প্রচার করছে পশ্চিমা মিডিয়াগুলো।

ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা বিবিসিতে বলা হচ্ছে, নিহত শিশুর এই সংখ্যা ব্রিটিশ বাহিনীর প্রকাশিত আগের শিশুর সংখ্যার চেয়ে চারগুন বেশি। অর্থাৎ ব্রিটিশ বাহিনী দীর্ঘ বিশ বছরের আগ্রাসনে মাত্র ১৬ শিশুকে হত্যা করার কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করলো। বলা হয়, ২০০৬-২০১৪ সালের মধ্যে ব্রিটিশ বাহিনীর অভিযানে এসব শিশু নিহত হয়েছিল।

ব্রিটিশ দাতব্য সংস্থা অ্যাকশন অন আর্মড ভায়োলেন্স (এওএভি) তথ্যের স্বাধীনতার অনুরোধ জানানোর পর শিশুদের এই সংখ্যা এনে বলা হয় যে, খুন হওয়া ৬৮ শিশুর পরিবারকে গড়ে ১,৬৫৬ পাউন্ড করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। সংস্থাটি বলছে, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হামলায় নিহত আফগান শিশুর প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি ১৩৫ জন পর্যন্তও হতে পারে।

সংস্থাটি ৮৮১ জন নিহত হয়েছে বলে দাবি করা হলেও ব্রিটিশ সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে মাত্র এক-চতুর্থাংশের জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়েছে।

অবাক করা বিষয় হচ্ছে, এখানে ঐসকল শিশুদের হিসেবে ধরা হয়েছে, যেসব শিশুর পরিবার তালিবানের সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক নেই, বরং তাদের অনেকেই পশ্চিমাদের স্থানীয় এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো। পরবর্তীতে এসব এজেন্টারাই ব্রিটিশদের কাছে অভিযোগ করে যে, আমাদের শিশুরা আপনাদের হামলায় নিহত হয়েছে। আর এসব পরিবারের মাত্র এক-চতুর্থাংশ ক্ষতিপূরণ পেয়েছে। আর এই ঘটনাকে আফগানিস্তানে ব্রিটিশদের হামলায় হতাহতের পরিসংখ্যান বলে চালিয়ে দিচ্ছে দালাল মিডিয়া।

ব্রিটিশ সন্ত্রাসীরা ১৮৩৮ সালে আফগানিস্তানে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় আগ্রাসন চালায়, এবং ১৮৪২ সালে পরাজিত হয়। এরপর ১৮৭৮ সালে দেশটিতে ফের আগ্রাসন চালায় ব্রিটিশ বাহিনী কিন্তু তখনও মাত্র ২ বছরের মাথায় ১৮৮০ সালে চরম পরিণতি হয় কুখ্যাত সন্ত্রাসী বাহিনীর।

এরপর যখন বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা ২০০১ সালে আফগানে ক্রুসেড যুদ্ধের ঘোষণা দেয়, তখন ব্রিটিশরা আবারো ক্রুসেডের অংশ হিসেবে আফগান যুদ্ধে অংশ নেয়। সন্ত্রাসী অ্যামেরিকা, ব্রিটেন ও ক্রুসেডার ন্যাটো জোট এবং তাদের গোলাম সৈন্যরা দীর্ঘ ২০ বছর ধরে চলা আগ্রাসনে হাজার হাজার নিরীহ বেসামরিক মুসলিমকে হত্যা করেছে, লাখ লাখ মানুষকে উদ্বাস্তু করেছে; প্রতিদিন হামলার শিকার হয়ে হতাহত হয়েছে গড়ে ৫ জন শিশু।

আর এই কথিত বিশ্ব-সম্প্রদায় বা পশ্চিমারী এখন আবার 'নারী ও শিশু অধিকার রক্ষা' করার দোহাই দিয়ে আফগানিস্তানের নতুন তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। যদিও তালিবান ইসলামি শরিয়াহ্‌র আলোকে নারী ও শিশু সহ সকল আফগান নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করেছে।

শিশুদের নিয়ে কাজ করা সংস্থা ইউনিসেফ জাতিসংঘের বরাতে জানায় যে, ২০০৫-২০২১ পর্যন্ত ২৮,৫০০ আফগান শিশুকে খুন করেছে ন্যাটো জোট। ইউনিসেফ ২০০১-২০০৪ সাল পর্যন্ত হতাহত শিশুর সংখ্যা প্রকাশ

করেনি। অথচ প্রথম চার বছর সবচেয়ে বেশি শিশু নিহত হয়েছিল। জাতিসংঘের করা রিপোর্টেই যদি ২৮,৫০০ শিশুর কথা উল্লেখ্য থাকে তাহলে বাস্তবতা কত ভয়াবহ তা সবার কাছেই স্পষ্ট।

মূলত আফগানিস্তানে ক্রুসেডার ব্রিটিশ বাহিনীর অপরাধের ফিরিস্তি বিশাল হওয়া সত্বেও দালাল মিডিয়া অপপ্রচার চালিয়ে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাতে চাচ্ছে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছায় ১৫ আগস্ট, ২০২১ সালে আফগানে ক্রুসেডার জোটের লজ্জাজনক পরাজয় ঘটে। আর এরপর থেকেই তারা ব্যস্ত রয়েছে নিজেদের অপরাধ গোপন করার কূটকৌশলে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতেই এখন তারা এই মিডিয়া-নাটকের মঞ্চায়ন করছে; মূল নিহতের সংখ্যা কম করে দেখিয়ে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিতে চাইছে। তাছাড়া, ধোঁকাবাজ ব্রিটিশরা এটাও বুঝাতে চাইছে যে, ব্রিটিশ সেনারা কোন অপরাধ করলে তাদের নিজের দেশেই তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার লোক আছে!

আফগানিস্তানে ক্রুসেডার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর আগ্রাসন গোপন করতে দালাল মিডিয়ার কার্যক্রম জানতে পড়ুন, "আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সেনাদের গোপন গণহত্যার রিপোর্ট প্রকাশ "!র কেন এতো দায়'বিবিসি :
- https://alfirdaws.org/2021/11/17/54084/

লিখেছেন : ইউসুফ আল-হাসান

তথ্যসূত্র:

1. At least 64 children killed in UK military Afghan operations
- https://tinyurl.com/233jhttd

2. UK army killed 64 children in Afghanistan between 2006-14: Report
- https://tinyurl.com/bdkcska

3. Over 28,000 children killed in Afghanistan since 2005 – UNICEF
- https://tinyurl.com/28hsps93

শুধু সন্দেহের বশে বাচ্চাসহ মুসলিম মহিলাকে ১৬ মাসের জেল

ভারতের ভাটকলের বাসিন্দা ৩৩ বছর বয়সী সম্মানিতা মুসলিম নারী খাদিজা মেহরিন। হিন্দুত্ববাদী পুলিশ কোন ধরণের যাচাই বাচাই না করেই পাকিস্তানি সন্দেহে তার আড়াই বছরের বাচ্চাসহ ১৬ মাস জেলে আটকে রাখে। গত ১১ নভেম্বর কর্ণাটক হাইকোর্টে এটা প্রমাণিত যে, তিনি কোন অপরাধ না করেও শুধু সন্দেহের কারণে হয়েছেন।

তাকে ১৬ মাসের জন্য বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রাখে। সাথে তার আড়াই বছরের বাচ্চাকেও কারাগারে রাখা হয়।

আবেদনে খাতিজা মেহরিন জানান, তিনি ভাটকলে জন্মগ্রহণ করেছেন। এবং নৌনিহাল সেন্ট্রাল স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। তার কারাবাসের সময়, ভাটকলে তার স্বামী মহিউদ্দিন রুকুদ্দিন ২২ এপ্রিল, ২০২২-এ মারা যান।

খাতিজা মেহরিন আরও জানিয়েছেন যে, তার সাত বছর, পাঁচ বছরের তিনটি বাচ্চা রয়েছে এবং সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটি তার সাথে কারাগারে ছিল। বাচ্চারা তাদের মাকে ছাড়া এবং বাবার মৃত্যুর পর কতটুকু অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করেছে, তার কোন তোয়াক্কা হিন্দুত্ববাদী ভারতের পুলিশ-প্রসাশন করেনি।

উত্তর কন্নড় জেলার ভাটকল শহরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে খাদিজা মেহরিনকে আটক করেছিল। পুলিশ তাকে পাকিস্তানের নাগরিক সন্দেহে গ্রেপ্তার করে। অথচ তাঁর কাছ থেকে কোন প্রমাণাদি গ্রহণ করেনি হিন্দুত্ববাদী পুলিশ, না তাঁর কোন কথা শুনেছে ইসলামবিদ্বেষে অন্ধ হয়ে যাওয়া এই হিন্দুত্ববাদী বাহিনী।

কতটা ইসলামবিদ্বেষী হলে এভাবে বাচ্চাসহ একজন নারীকে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে এমন অমানবিক পরিস্থিতির মাঝে জেলে আটকে রাখা যায়! হিন্দুত্ববাদী ভারতের পরিস্থিতি এখন মুসলিমদের জন্য এমনই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. ‘Scapegoat’: Karnataka HC Grants Bail to Muslim Woman Accused of being Pakistani - https://tinyurl.com/bdhk78tj

---

মালিয়ান গাদ্দার সেনাদের উপর আল-কায়েদার সফল হামলা, হতাহত বহুসংখ্যক

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির মধ্যাঞ্চলে ক্রুসেডারদের দ্বারা সমর্থিত গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর উপর দু-দুটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ বাহিনী "জেএনআইএম" এর মুজাহিদগণ। এতে বেশ কিছু গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আহত হয়।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম "মিম্বার আল-ফুরসান" এর তথ্য মতে, গত ৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার মালির নিওনো শহরের প্রবেশদ্বারে একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। যা আগে থেকেই সেখানে লুকিয়ে রাখেছিলেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। পরে শত্রু বাহিনী বিস্ফোরণে আওতায় চলে আসলে মুজাহিদগণ রিমোট-কন্ট্রোলের মাধ্যমে তা বিস্ফোরণ ঘটান তাঁরা।

ঐ বিস্ফোরণে তৎক্ষণাৎ সেখানে পজিশন নেয়া মালিয়ান সেনাবাহিনীর এক সদস্য নিহত হয় এবং আরো বেশ কিছু গাদ্দার সৈন্য আহত হয়। ঘটনার পরপরই স্থানটি ঘিরে ফেলে সেনারা; ফলে শত্রুদের বেষ্টনীর কারণে আহতদের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট করে জানা যায়নি।

এরপর গত ১০ নভেম্বর মারকালা শহরের কাছে ইউগো এলাকায় অনুরূপ বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। যা গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি গাড়িকে লক্ষ্য করে নিখুঁতভাবে চালানো হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে শত্রুদের গাড়িটি পুরোপুরি পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায়, এবং তাতে থাকা সমস্ত শত্রুসেনা মারা যায়।

---

১ দিনে ৭ অভিযানঃ ইসলামি এলাকা প্রতিরক্ষা ও শত্রুঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ আশ-শাবাবের

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে মধ্য সোমালিয়ার হিরান ও জালাজদুদ রাজ্যে হামলার গতি বাড়িয়েছেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখার ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। অনেক যুদ্ধে তাঁরা শত্রুঘাঁটি ও এলাকা বিজয় করছেন, আবার অনেক যুদ্ধে তাঁরা আগ্রাসী শত্রুদের আক্রমণকারী বাহিনীকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে ইসলামি এলাকার প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করছেন।

গত ১৩ নভেম্বর রবিবার তারিখেও উক্ত রাজ্যদু'টি সহ সোমালিয়ার বিভিন্ন শহরে এমন প্রায় ৭টি পৃথক অপারেশন পরিচালনা করছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ। এতে কয়েক ডজন গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

এসব অভিযানের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে, জালাজদুদ রাজ্যের "উদকির" শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত একটি সফল আক্রমণ। যা শহরটিতে অবস্থিত গাদ্দার মোগাদিশু সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। মুজাহিদদের ঐ অভিযানে শহরটির পুলিশ প্রধান সহ অন্তত ১৫ গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়। সেই সাথে এই অভিযানে গাদ্দার বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হওয়া সহ আরও ৬ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়েছে। আর বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা ঘাঁটি ছেড়ে শহরের কেন্দ্রস্থলে পালিয়ে গেছে।

শত্রুদের এই পলায়নের পর মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটিটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। আর সেখানে কাপুরুষ শত্রুদের ফেলে যাওয়া অসংখ্য অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম গণিমত লাভ করেন।

এদিন আবার হিরান রাজ্যের আশ-শাবাব প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন হালজান শহরের কাছেও একটি ভারী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। যেখানে গাদ্দার বাহিনী শহরটি দখলের চেষ্টা করলে মুজাহিদগণ তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেন এবং জবাবী হামলা চালান।

ফলে কয়েক মিনিটের লড়াইয়েই যুদ্ধের মনোবল হারিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পরে গাদ্দার বাহিনী। কেননা লড়াইয়ের শুরুতেই মুজাহিদগণ আগ্রাসী বাহিনীর প্রধান কমান্ডারকে সহ তার গুরত্বপূর্ণ ৩ সৈন্যকে হত্যা করেন। সেই সাথে গাদ্দার বাহিনীর পঞ্চম ব্যাটালিয়ন কমান্ডার কর্নেল "বাকের" ও তার দেহরক্ষীদের বন্দী করে ফেলেন মুজাহিদগণ। যার ফলশ্রুতিতে বাকি সৈন্যরা অস্ত্র শস্ত্র ফেলেই ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে।

এভাবেই শত্রুদের ইসলামি এলাকার দখল নেওয়ার সাধ সেদিনের মতো মিটিয়ে দেন উম্মাহর বীর সন্তান মুজাহিদগণ।

ইয়েমেনে আল-কায়েদার দুর্দান্ত হামলায় ৫টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস, হতাহত ৮

সম্প্রতি ইয়েমেনের আবয়ান ও শাবওয়াহ রাজ্যে হামলা জোরদার করেছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্। এতে শত্রুবাহিনীর অসংখ্য সৈন্য নিহত এবং আহত হচ্ছে।

সেই ধারাবাহিকতায় গত শুক্রবারও আবয়ানে বড় ধরনের একটি সফল অভিযান পরিচালনা করছেন আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ। যা রাজ্যটির মাহফাদ জেলায় একটি সামরিক কনভয় টার্গেট করে চালানো হয়েছে।

সূত্র মতে, গাদ্দার আরব আমিরাত ও এর সমর্থিত বাহিনীকে সহায়তার লক্ষ্য এই কনভয়টি মাহফাদ জেলায় প্রবেশ করছিল। আল-কায়েদার বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে কনভয়টিতে বহু অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রী বহন করছিল গাদ্দার বাহিনী। কিন্তু মুজাহিদগণ বিষয়টি জানতে পরেই কনভয়টিতে হামলার প্রস্তুতি নেন।

সেই লক্ষ্য শুক্রবার জুমার কিছুক্ষণ পূর্বে যখন কনভয়টি মাহফাদে প্রবেশের চেষ্টা করে, তখন আনসারুশ শরিয়াহ্'র বীর মুজাহিদগণ কনভয়টিতে অতর্কিত হামলা করে বসেন। সেই সাথে কনভয়টিতে একাধিক বিস্ফোরণ ঘটান। যার ফলশ্রুতিতে কনভয়টিতে থাকা ৩টি গাড়ি ও ২টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়। একই সাথে মুজাহিদদের তীব্র হামলায় ৪ গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং অন্য ৪ সৈন্য আহত হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || নভেম্বর ২য় সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/11/15/60695/

১৪ই নভেম্বর, ২০২২

আফগান সীমান্তে সংঘর্ষে এবার ১৬ পাকি-গাদ্দার সেনা নিহত, আহত ১০ এর অধিক

আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সীমান্ত অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই উভয় দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে স্পিন-বোলদাক সীমান্তে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে সবচাইতে বেশি।

গতকাল ১৩ নভেম্বর রবিবার দুপুর ১টার দিকেও উভয় দেশের সীমান্তরক্ষীদের মাঝে এধরণের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। যেখানে আফগানিস্তানের দিক থেকে একজন বন্দুকধারী পাকিস্তান গাদ্দার বাহিনীর এক অফিসারকে গুলি করে হত্যা করেন এবং অন্য এক সদস্যকে আহত করেন। হতাহতরা স্পিন-বোলদাক সীমান্তের বাব-দোস্তিতে গাদ্দার পাকিস্তান প্রশাসনের হয়ে কাজ করছিল।

https://twitter.com/NajibFarhodi1/status/1591897797296812032?t=HtNQXJM1oq4k1l9LNzeLAw&s=09

[স্পিন-বোলদাক সীমান্তে গাদ্দার পাকি-অফিসারকে গুলি করে হত্যার সিসিটিভি ফুটেজ]

এই হামলার পর পাকিস্তান সীমান্তরক্ষীরা আফগানিস্তানের দিকে গুলি ছুড়লে সীমান্ত উত্তেজনা বেড়ে যায়, শুরু হয় উভয় দিক থেকে গোলাগুলি। এসময় ইমারাতে ইসলামিয়ার সীমান্তরক্ষীদের পাশাপাশি দেশটির আল-ফারুক বিগ্রেডের সদস্যরাও যুক্ত হন। ফলে লড়াই আরও তীব্র আকার ধারণ করে। এবং এতে নতুন করে আরও ১৫ পাকিস্তান সীমান্তরক্ষী নিহত এবং আরও ৮ সদস্য আহত হয়। বিপরীতে আফগানিস্তানের দিকে ৩ জন আহত হন।

এই ঘটনার পর পাকিস্তান তার পুরনো কৌশল হিসাবে স্পিন-বোলদাক সীমান্ত বন্ধ করে দেয়। সেই সাথে নাপাক এই দেশটির এক সীমান্ত উপদেষ্টা "মীর জিয়াউল্লাহ লংগো" ঘোষণা করে যে, আফগানিস্তানের দিক থেকে ছুঁড়া গুলিবর্ষণে আমাদের ১ কর্মকর্তা নিহত এবং অন্য ২ সদস্য আহত হয়েছে। তাই আফগান কর্তৃপক্ষ যতক্ষণ না হামলাকারীকে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছে, ততক্ষণ স্পিন-বোলদাক সীমান্ত বন্ধ থাকবে।

হামলার কারণ সম্পর্কে জানা যায় যে, ইমারাতে ইসলামিয়ার অধীনে বসবাসকারী একজন নারী সীমান্ত অতিক্রম করার কালে, তাকে চেকিং এর নামে হেনস্থা এবং তার শরীরে স্পর্শ করে পাকি-মুনাফিকরা। সেই সাথে সীমান্ত অতিক্রমের বৈধ কাগজপত্র দেখানো সত্ত্বেও তাকে সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধা দেয় পাকিস্তানের গাদ্দার কর্তৃপক্ষ। পরে ঐ নারী এই ঘটনা ও কাগজপত্র তালিবান সীমান্তরক্ষীদের দেখান। আর তখনই এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়।

এই ঘটনার পর শুধু স্পিন-বোলদাক সীমান্তেই সংঘর্ষ স্থির থাকেনি, বরং আরও কয়েকটি সীমান্তে সংঘর্ষ হয়। সেই সাথে বেশ কিছু স্থান থেকে তালিবান সীমান্তরক্ষীরা পাকিস্তানের দেওয়া কাঁটাতারের বেড়া উঠিয়ে ফেলেন। এসময় ইমারাতে ইসলামিয়ার সীমান্তরক্ষীদের বলতে শুনা যায় যে, যারাই আমাদের ভূমির দিকে চোখ দিবে, আমরা তাদের চোখ উপড়ে ফেলবো। আমরা দূর্বল নই, বরং আমরা আরও নিজেদের লক্ষ্যে আরও অটুট হয়েছে। আমরা ৫২টি দেশকে ভেঙেছি, আর আপনি তো ছোট!

উল্লেখ্য যে, পাক-আফগান সীমান্ত ২,৬৭০ কিলোমিটার নিয়ে গঠিত। যেখানে দুই দেশের মধ্যে ১৮টি সীমান্ত ক্রসিং রয়েছে। তবে এসবের মধ্যে স্পিন-বোলদাক বা চামন-সীমান্ত গেটটি দুই দেশের মধ্যে অন্যতম ও ব্যস্ততম একটি ক্রসিং পয়েন্ট। গত ১৩ নভেম্বরের সংঘর্ষের পর স্পিন-বোলদাক সীমান্ত বন্ধ হওয়ার পর আজ ১৪ নভেম্বর দুই দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সমস্যা সমাধানে আলোচনা শুরু হয়েছে।

অতীতেও সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে একাধিকবার উভয় দেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের গাদ্দার সীমান্তরক্ষীরা প্রতিবারই তা লঙ্ঘন করে আফগান মুসলিমদের সাথে দূর্ব্যবহার করেছে। ফলে আফগান সীমান্তরক্ষীদের হাতে এবারের মতো আগেও ধোলাই খেয়েছে গাদ্দার পাকি-সেনারা। আর প্রতিবারই তালিবানদের হাতে ধোলাই খেয়ে সীমান্ত বন্ধ করেছে গাদ্দার এই দেশটি।

কাশ্মীরে 'ইজরাইলের কৃষি উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন' ও ভারত-ইজরাইল মিত্রতা

সম্প্রতি কাশ্মীরে দুটি কৃষি উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে ইহুদিবাদি ইজরাইল। শ্রীনগর ও জম্মুতে দুটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মিলে কেন্দ্র দুটি স্থাপন করা হতে পারে বলে জানিয়েছে হিন্দুত্ববাদী ভারতের গণমাধ্যমগুলো।

তাদের গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর মারফত জানা গিয়েছে যে, গত সোমবার কাশ্মীরের 'শের-ই-কাশ্মীর ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনোলজি অব কাশ্মীর' বিশ্ববিদ্যালয়ে সফরে যায় ইজরাইলি প্রতিনিধিরা। উক্ত সফরে কাশ্মীরে কৃষি উৎকর্ষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, কৃষি প্রযুক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং হিন্দুত্ববাদী ভারতের সাথে নিজেদের প্রযুক্তি ভাগাভাগি করার বিষয়ে মতবিনিময় হয় দুই পক্ষের।

এছাড়াও গত শুক্রবার সন্ত্রাসী ইজরাইলের হয়ে প্রতিনিধিত্বকারী ইয়াইর এশেল কাশ্মীরের ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কাছে থাকা কৃষি খামারগুলি পরিদর্শন করে। আনুষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যমকে জানানো হয় যে, এই সফরের লক্ষ্য কেন্দ্রের জন্য স্থান বাছাই। এসময় গণমাধ্যমকে এশেল জানায়, "আমরা (ইহুদীরা) কাশ্মীরকে আরও সমৃদ্ধশালী করতে চাই। কাশ্মীর একটি সম্ভাবনাময় ভূখণ্ড। কাশ্মীরের কৃষকদের সাথে আমাদের প্রযুক্তি ভাগাভাগি করতে আমরা প্রস্তুত।"

বেশ ভালো কথা। এ পর্যন্ত আমরা সকলেই হয়তো ভাবছি, কাশ্মীরি মুসলিম কৃষকদের জন্য ইজরাইল হয়তো আসলেই ভালো কিছু চায়, তারা চায় কাশ্মীরি মুসলিমরা কৃষি খাতে আরও উন্নতি করুক! এছাড়া মানবতার

খাতিরেও ইজরাইল হয়তো কাশ্মীরের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে বলে মনে হতে পারে। কিন্ত বিষয়টিকে আরেকটু ভালোভাবে ছাঁকলে হয়তো তা আমাদের সামনে পুরোপুরি পরিষ্কার হবে।

কাশ্মীরে ইহুদীদের কথিত 'কৃষি উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন' কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং কাশ্মীরি মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী ভারতের যুদ্ধেরই একটি অংশ। যে যুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীদের সবচেয়ে বড় মিত্র হলো ইহুদিবাদি ইজরাইল। কিছু সময়ের জন্য যদি এ কথা ধরেও নেওয়া যায় যে, ইজরাইল কাশ্মীরি মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে, কাশ্মীরের কৃষি খাতে উন্নতির জন্য তারা তাদের প্রযুক্তি ভাগ করতে চাচ্ছে, মানবতার খাতিরে তারা এগিয়ে এসেছে, তাহলে এই 'মানবতা ও সাহায্য' তারা প্রথম শুরু করতে পারতো ফিলিস্তিনি মুসলিমদের দিয়েই। তারা যদি আসলেই 'মানবতার সেবক' হতো তাহলে সেই সেবা শুরু করতে পারতো ফিলিস্তিনিদের দিয়েই।

কিন্তু বিগত ৭৫ বছর ধরে যে চিত্র বিশ্ব দেখে এসেছে, তাতে আর যাই হোক কাশ্মীরি মুসলিমদের ভালোর জন্য ইজরাইল কৃষি উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করবে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ এই ৭৫ বছর ধরে হিন্দুত্ববাদী ভারত যেমন জোরপূর্বক দখল করে আছে মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরকে, ঠিক তেমনই একই সময় ধরে ইহুদীবাদি ইজরাইল জোরপূর্বক দখল করে আছে মুসলিম অধ্যুষিত ফিলিস্তিনকে।

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের কোণঠাসা করতে বিভিন্ন সময় ইজরাইলিদের বিভিন্ন সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ড এই ৭৫ বছরে বিশ্ব দেখেছে। ইজরাইলিদের এসব সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বাড়ি দখল, জমি দখল, মুসলিম শিশুদের স্কুলে হামলা, চেকপয়েন্টে তল্লাশির নামে হয়রানি এবং তারপর হত্যা হত্যা, মুসলিম যুবকদের বন্দী, নারীদের ধর্ষণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এমনকি ফিলিস্তিনি মুসলিমদের অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতেও বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ করে যাচ্ছে তারা। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের 'জলপাই গাছ নিধন'। এই জলপাই গাছ শুধু ফিলিস্তিনি মুসলিমদের খাদ্য নিরাপত্তা কিংবা তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উৎসই নয়, বরং এটি সারা বিশ্বে তাদের রপ্তানি আয়ের একটি বড় অংশও। এজন্যেই দখলদার ইজরাইলিরা এই জায়গাতেই ফিলিস্তিনি মুসলিমদের বরাবর আক্রমণ করে। কারণ তারা কখনোই চায় না যে, তাদের শত্রুরা অর্থাৎ মুসলিমরা অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হোক এবং ফিলিস্তিনিদের অর্থনৈতিক শক্তি ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর তাদের দখলদারিত্বে কোন প্রভাব ফেলুক।

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের মতো ঠিক একই ভাগ্য কাশ্মীরি মুসলিমদেরও। ইজরাইলিদের মতো হিন্দুত্ববাদী ভারতও অবৈধভাবে দখল করে আছে কাশ্মীরকে। কথিত শান্তিরক্ষার নামে প্রতিষ্ঠিত ও পশ্চিমাদের দালাল 'জাতিসংঘ' নামক সংস্থাটি কাশ্মীরে গণভোটের নির্দেশ দিলেও সেই নির্দেশকে থোড়াই কেয়ার করেছে তারা।

কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদীদের অপরাধনামা আসলে কখনও লিখে শেষ করার মতো নয়। কাশ্মীরি মুসলিমদের উপর নিজেদের অবৈধ ও জোরপূর্বক শাসন বজায় রাখতে সন্ত্রাসী ইজরাইলিদের চেয়ে কোন অংশেই পিছিয়ে নেই তারা। আর যেহেতু এই দুই সন্ত্রাসী রাষ্ট্রেরই 'শত্রু' হলো মুসলিমরা, সেহেতু এরা কেউই নিজেদের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক দৃঢ় করতে কখনও পিছপা হয়নি, কিংবা বিশ্বের সামনে নিজেদের দৃঢ় সম্পর্ক প্রকাশ করতে কোন রাখঢাক করেনি।

কাশ্মীরি মুসলিমদের উপর দমন নিপীড়ন চালাতে বরাবরই হিন্দুত্ববাদী ভারতকে সাহায্য করেছে সন্ত্রাসী ইজরাইল। অস্ত্র, গোয়েন্দা, প্রযুক্তি- সবদিক থেকেই হিন্দুত্ববাদীদের সাহায্য করেছে তারা। তাদের বন্ধুত্বের দৃঢ়তা আরও বৃদ্ধি পায় ইসলামবিদ্বেষী ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার দিল্লীর মসনদে বসার পর থেকে। এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় কাশ্মীরের পুলওয়ামাতে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বাহিনীর ওপর হামলার পর, যখন হিন্দুত্ববাদীদের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করে তাদের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলে "আমরা ইহুদী জাতি তোমাদের (হিন্দুত্ববাদীদের) সাথেই আছি।"

সন্ত্রাসী ইজরাইল ১৯৬২, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ এর যুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীদের যেমন সাহায্য করেছে তেমন হিন্দুত্ববাদীরাও এই ইহুদিদের সাহায্যে কখনও পিছপা হয় নি। সম্প্রতি কাতারে হিন্দুত্ববাদী ভারতের নৌবাহিনীর সাবেক আটজন কর্মকর্তা গ্রেপ্তার হয়েছে, যারা প্রত্যেকেই নিযুক্ত ছিলো ইজরাইলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তিতে। অর্থাৎ মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে এই দুই সন্ত্রাসী রাষ্ট্র কাজ করে যাচ্ছে একে অপরের 'সহোদর ভাই' হিসেবে।

সুতরাং ভাই হিসেবে যদি একজন আরেকজনের ঘরে যেতে চায় তো স্বাভাবিকভাবেই সে তার ভাইকে কখনও মানা করবে না। আর যদি সেই ভাইকে ঘরে রাখলে নিজেরই স্বার্থ উদ্ধার হয় তাহলে তো আর কোন কথাই নেই। ঠিক এই কাজটিই করছে হিন্দুত্ববাদী ভারত ও ইহুদিবাদি ইজরাইল। সন্ত্রাসী ইহুদীদের 'নিজেদের দখলকৃত ঘরে' আতিথেয়তা দিচ্ছে তারা। আরও স্পষ্টভাবে বললে কাশ্মীরি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজেদের স্বার্থের জন্য সন্ত্রাসী ইহুদীদের ঘাঁটি গড়ার সুযোগ দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদীরা।

স্বাভাবিকভাবেই কাশ্মীরি মুসলিমরা চাইবে না যে, তাদের ঘরে তাদেরই আরেক শত্রু এসে ঘাঁটি গাড়ুক। তাইতো কাশ্মীরি মুসলিমসহ সারা বিশ্বের মুসলিমদের সামনে কথিত 'কৃষি উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের' গল্প নিয়ে এসেছে এই দুই সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। যার মাধ্যমে মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরে ঘাঁটি স্থাপনই হবে তাদের মূল লক্ষ্য। আবার অনেক বিশ্লেষক বলছেন, গিলগিট-বালতিস্তান নিয়ে ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য যুদ্ধে জড়িত হতেই মূলত ইহুদিরা এখন থেকেই কাশ্মীরে ঘাঁটি গাড়তে চাইছে।

অতএব, এ কথা ভাবার কোন সুযোগ নেই যে, কাশ্মীরি মুসলিমদের সাহায্যে ইজরাইলিরা এগিয়ে এসেছে। বরং কাশ্মীরি মুসলিমদের উচিত ইহুদীদের এই নতুন ষড়যন্ত্র থেকে সাবধান হওয়া এবং সন্ত্রাসী ইহুদীদের যেকোন কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের গুঁটিয়ে রাখা। কৃষিখাতে উন্নতির নামে কাশ্মীরি মুসলিমদের ধ্বংসের ষড়যন্ত্র পাকা করতেই মূলত কাশ্মীরে 'পা' রেখেছে সন্ত্রাসী ইহুদীরা। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কাশ্মীরি মুসলিমদের ধ্বংস করার মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদীদের সাহায্য করাই হবে তাদের মূল লক্ষ্য।

লিখেছেন : ওবায়দুল ইসলাম

তথ্যসূত্র:

1. Israel Setting Up Two Agri Centres of Excellence In Kashmir and Jammu - https://tinyurl.com/2p89rrxz

2. Israel in Kashmir - https://tinyurl.com/y63c6zd2

3. 9,300 olive trees destroyed by Israel in the West Bank in one year, says ICRC - https://tinyurl.com/2p23jtd5

একদিনে শাবাবের ২৫ হামলায় নাজেহাল গাদ্দার সোমালি সরকার

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সরকারকে চতুর্মুখী আক্রমণে নাজেহাল করে ফেলেছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন। তীব্র লড়াইয়ে প্রতিনিয়ত হতাহত হচ্ছে অসংখ্য গাদ্দার সৈন্য।

শাহাদাহ এজেন্সি ও স্থানীয় একাধিক সূত্র মতে, গত ১২ নভেম্বর আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট আশ-শাবাব মুজাহিদগণ ৭টি প্রদেশে প্রায় ২৫টি সফল হামলা চালিয়েছেন। প্রদেশগুলো হল, মোগাদিশু, জালাজদুদ, যুবা, বারী, শাবেলি সুফলা, বাকুল ও বানাদেরী।

পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার মোগাদিশু সরকার ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট মিলিশিয়া বাহিনী এবং এই পুতুল সরকারকে সমর্থনকারী দখলদার আফ্রিকান জোটকে লক্ষ্য করে এসব বীরত্বপূর্ণ হামলা চালানো হয়েছে। হতাহতের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও, স্থানীয় সূত্র মতে, কমপক্ষে কয়েক ডজন গাদ্দার ও কুফফার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

পাশাপাশি, এসব অভিযানে মোগাদিশু প্রশাসন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। আর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন বিপুল পরিমাণ সাঁজোয়া যান, অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম গনিমত পেয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। এছাড়াও, এসব অপারেশনে বিজয় লাভ করার মাধ্যমে মুজাহিদগণ বেশ কিছু এলাকার পুনঃনিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

হিন্দুত্ববাদী ভারত: উৎসব পালনের জন্য পবিত্র করার নামে ঈদগাহে গোমূত্র লেপন

হিন্দুত্ববাদী ভারতের কর্ণাটকে এক ঈদগাহ ময়দানকে “পবিত্র” করার নামে গোমূত্র স্প্রে করেছে একদল উগ্র হিন্দু। তাদের দাবি, মুসলিম বাদশাহ টিপু সুলতানের জয়ন্তী উদযাপনের কারণে ঈদগাহ মাঠ “কলুষিত” হয়ে গেছে।

গত ১১ নভেম্বর, হুব্বালি ঈদগাহ ময়দানে টিপু জয়ন্তী পালিত হয়। এরপর সেখানে হিন্দু উৎসব কনক জয়ন্তী উদযাপনের জন্য শ্রী রাম সেনার সদস্যরা পবিত্র করার নামে ঐ ঈদগাহে গোমূত্র স্প্রে করে।

শ্রী রাম সেনার প্রতিষ্ঠাতা উগ্র প্রমোদ মুথালিকের নেতৃত্বে কনক জয়ন্তী উদযাপন করা হয়। সে বলেছে, "টিপু সুলতান ছিল এক ধর্মান্ধ ব্যক্তি। তাই তার জন্মবার্ষিকী উদযাপনের ফলে মাঠটি কলুষিত হয়ে গেছে।"

অথচ, টিপু সুলতান ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের মহীশূর রাজ্যের শাসনকর্তা। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। তার শৌর্যবীর্যের কারণেই তিনি শের-ই-মহীশূর (মহীশূরের বাঘ) নামে পরিচিত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতাকামীতার জন্য তাকে ভারতের বীরপুত্রও বলা হয়। তিনিই প্রথম রকেট আর্টিলারি প্রচলন করেছিলেন। এছাড়াও তাঁর শাসনকালে বেশ কিছু প্রশাসনিক উন্নয়ন সাধিত হয়। নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা, ও ক্যালেন্ডারসহ একটি নতুন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তিনি, যার মাধ্যমে মহীশূরের রেশম শিল্প বিকাশের সূচনা হয়েছিল।

কিন্তু এই নাপাক হিন্দুরা মুসলিম শাসকদের কৃতিত্ব, বীরত্ব ও অবদানকে চরম অকৃতজ্ঞের মত অস্বীকার করে। উপরন্তু মুসলিমদের উপর নির্যাতন নিপীড়নের পাশাপাশি ইসলামি স্থাপনাগুলোকেও অপবিত্র করছে, ধ্বংস করছে।

তথ্যসূত্র:

১। Hindu Outfit Sprays Cow Urine to Purify Idgah Maidan Post Tipu Jayanthi Celebration - https://tinyurl.com/5n8auue5

ফটো রিপোর্ট || আশ-শাবাবের বরকতময় অভিযানের হৃদয় জুড়ানো দৃশ্য

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সোমালিয়ার হিরান রাজ্যে যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। যেখানে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিনের দঃসাহসিক সব হামলায় প্রতিদিনই গাদ্দার বাহিনী অনেক হতাহতের শিকার হচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত সপ্তাহ থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যটিতে অর্ধশতাধিক অপারেশন চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে কয়েক শত সোমালি গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৩টি হামলার মধ্যে ২টিই চালানো হয়েছে সেক্যুলার তুর্কিয়ে কর্তৃক প্রশিক্ষিত গর্গর ফোর্সের ২টি ঘাঁটি টার্গেট করে। অপর বরকতময় অভিযানটি চালানো হয়েছে ক্রুসেডার মার্কিন প্রশিক্ষিত কুখ্যাত দানব ফোর্সের ১টি ঘাঁটির উপর।

স্থানীয় সূত্র মতে, আশ-শাবাব মুজাহিদদের এই ৩ হামলাতেই ১২৭ এরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছে। বাকিরা সামরিক ঘাঁটিগুলো ছেড়ে পালিয়ে গেছে। পরে ঘাঁটিগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন আশ-শাবাব প্রশাসনের সামরিক বাহিনী।

ফলশ্রুতিতে, ঘাঁটিগুলো থেকে প্রায় ২৪টি সাঁজোয়া যান সহ অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত পেয়েছেন আশ-শাবাব প্রশাসন। যার কিছু ছবি প্রকাশ করেছে আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যম শাহাদাহ এজেন্সি।

শাবাব-মুজাহিদিনের হৃদয়-প্রশান্তকারী হামলার কিছু দৃশ্য দেখুন

সকল ছবি একসাথে দেখুন:

https://archive.org/details/ash-shababs-great-campaign

https://alfirdaws.org/2022/11/14/60670/

১৩ই নভেম্বর, ২০২২

ফের দখলদার ইসরাইলি সেনার গুলিতে ফিলিস্তিনি যুবক নিহত

ফিলিস্তিনে অভিশপ্ত ইসরাইলের আগ্রাসন অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১২ নভেম্বর আরও এক ফিলিস্তিনিকে খুন করেছে দখলদার সন্ত্রাসী বাহিনী।

স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, অধিকৃত ফিলিস্তিনের জেনিন শহরে এ ঘটনা ঘটে। রাফাত আলি ইসা নামের ২৯ বছর বয়সী এ ফিলিস্তিনিকে প্রথমে পায়ে গুলি করে দখলদার সেনারা। গুলিতে গুরুতর আহত হলেও চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে তাকে গ্রেফতার করে স্থানীয় সেনা কেম্পে নিয়ে যায় বর্বর সেনারা।

সেখানে ইসার অবস্থা আরও অবনতি হলে রেড ক্রিসেন্ট এর কাছে হস্তান্তর করে অভিশপ্ত ইহুদি সেনারা। রেড ক্রিসেন্ট সদস্যরা তাকে হাসপাতালে নেয়ার পর মারা যান তিনি।

শুধুমাত্র চলতি মাসেই ইসা সহ মোট ৮ জন ফিলিস্তিনি মুসলিমকে খুন করেছে দখলদার ইসরাইলি সেনারা। নিহতদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই দখলদারদের অবৈধ গ্রেফতার অভিযানের সময় সেনাদের গুলিতে খুন হয়।

এছাড়াও পশ্চিম তীরের নাবলুসে সন্ত্রাসী ইসরাইলি সেনাদের ছোঁড়া বিস্ফোরকে এক ফিলিস্তিনি কিশোর গুরুতর আহত হয়েছেন।

২০২২ সালের শুরু থেকে নভেম্বরের ১২ তারিখ পর্যন্ত কমপক্ষে ২০০ ফিলিস্তিনি মুসলিম সন্ত্রাসী ইসরাইলি বাহিনীর হাতে খুন হয়েছেন। দখলদার অভিশপ্ত ইসরাইলিদের উপযুক্ত জবাবদিহিতার আওতায় আনা হচ্ছে না

বিধায়, ফিলিস্তিনি মুসলিমদেরকে পাখির মতো গুলি করে মারা হচ্ছে। অথচ একজন ফিলিস্তিনি পাথর নিক্ষেপ করলেও তাকে সন্ত্রাসী তকমা লাগিয়ে মুখরোচকভাবে প্রচার করে পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের দালাল মিডিয়াগুলো।

পুরো বিশ্বের মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ না হলে, ফিলিস্তিনি মুসলিমদেরকে প্রকৃত অর্থেই স্বাধীন করা সম্ভব নয়; বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় আরও দূরের বিষয়। তাই, সকল মুসলিমের উচিৎ স্বার্থ ও ভেদাভেদ ভুলে সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো এক উম্মাহ হয়ে যাওয়া।

তথ্যসূত্র:

১। Israeli forces shoot, kill Palestinian near apartheid wall - https://tinyurl.com/2sfxhffv

---

আসামের মাদ্রাসাগুলোতে নজরদারি বৃদ্ধি; শিক্ষকদের বিবরণ জমা দেওয়ার নির্দেশ

হিন্দুত্ববাদী ভারতের আসাম সরকার রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসাগুলোকে ১ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের দ্বারা নিযুক্ত শিক্ষকদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়েছে। কথিত 'সন্ত্রাসী' যোগসূত্রের অভিযোগে কয়েকজন শিক্ষককে গ্রেফতার করার পর মাদ্রাসাগুলোতে নজরদারি বাড়িয়েছে হিন্দুত্ববাদী সরকার।

গত ৯ নভেম্বর পুলিশ মহাপরিচালক (ডিজিপি) ভাস্করজ্যোতি মহন্তের উপস্থিতিতে এক বৈঠকে এ সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। একজন ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা জানিয়েছে, মাদ্রাসাগুলিকে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ তুলে মাদ্রাসাগুলোতে নজরদারি বাড়ানোর একটি কৌশল হিসেবে এই পদক্ষেপ নিয়েছে ইসলাম বিদ্বেষী প্রশাসন। একই অভিযোগে আসামের হিন্দুত্ববাদী রাজ্য প্রশাসন তিনটি মাদ্রাসা ভেঙে দিয়েছে। এছাড়াও এ ধরনের আরেকটি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে উগ্র হিন্দুরা।

উল্লেখ্য, ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করার জন্য, এই সন্ত্রাসবাদের গুজব ছড়িয়ে গত ছয় মাসে কয়েকটি মাদ্রাসা থেকে শিক্ষক সহ ৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

গত ২১ সেপ্টেম্বর হিন্দুত্ববাদী শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগু জানিয়েছিল, পর্যায়ক্রমে সকল বেসরকারি মাদ্রাসাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রশাসন। তারই ধারাবাহিকতায় সকল মাদ্রাসা শিক্ষককে নজরদারিতে আনার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসলাম বিদ্বেষী প্রশাসন।

কোন ধরনের তদন্ত ও প্রমাণ ছাড়াই মাদ্রাসাগুলো উগ্রবাদের সাথে জড়িত বলে গুজব ছড়াচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। মূলত এ সমস্ত অভিযোগ তুলে তারা মুসলিমদেরকে কোণঠাসা করতে চাইছে। তারা জানে যে, মুসলিমদের দ্বীনি প্রতিরক্ষার প্রধান দুর্গ হচ্ছে মসজিদ ও মাদ্রাসা। তাই এই দুর্গগুলো ধ্বংস ও আলেমদের গ্রেফতার করতে উঠেপরে লেগেছে উগ্রবাদী হিন্দুরা।

তথ্যসূত্রঃ

১। Madrasas in Assam asked to submit details of teachers (Muslim Mirror) - https://tinyurl.com/5n7wbv55

২। Assam government demolishes third Madrasa in a month – https://tinyurl.com/2j6mpe9p

৩। VIDEO LINK – https://tinyurl.com/msnn6yrn

৪। YT link – https://tinyurl.com/4mkha2eh

৫। Bulldozer demolishes madrassa in Assam, govt says owner a “terror accused” – https://tinyurl.com/2p8nf9hd

---

আল-কায়েদার দুঃসাহসি হামলায় বুরকিনান বাহিনী পর্যুদস্ত: অগণিত গনিমত লাভ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে গাদ্দার সেনাবাহিনী ও ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মাঝে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। এতে অসংখ্য গাদ্দার সৈন্য হতাহত হচ্ছে। সম্মুখ সমরে টিকতে না পেরে নিরপরাধ নারী ও শিশুদের উপর গণহত্যা চালিয়ে মুজাহিদদের ঠেকানোর কাপুরুষোচিত কৌশল বেছে নিয়েছে গাদ্দার বাহিনী।

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন এর মিডিয়া বিভাগ আয-যাল্লাকা ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গত ৫ নভেম্বর বুরকিনা ফাসোর সুদগোয়ে অঞ্চলে গাদ্দার বুরকিনা সেনাদের উপর প্রবল একটি হামলা চালিয়েছেন 'জেএনআইএম' মুজাহিদিন। এতে গাদ্দার বুরকিনান সেনাবাহিনীর অন্তত ১৪ সেনা নিহত হয়।

তাছাড়া, এই অপারেশনে মুজাহিদগণ ১৭টি ক্লাশিনকোভ, ২টি এলএমজি, ২টি আর্টিলারি, ১১টি মোটরসাইকেল, এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ ভর্তি ৪৬টি বাক্স গনিমত পেয়েছেন। উক্ত অভিযানের ২ জন মুজাহিদও শাহাদাত বরণ করেছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

https://e.top4top.io/p_2508eu8z71.jpg

https://f.top4top.io/p_2508xrsbp2.jpg

https://g.top4top.io/p_250819vb23.jpg

এরপর গত ৯ নভেম্বর ‘জেএনআইএম’ এর বীর মুজাহিদগণ দেশটির সুলি অঞ্চলে গাদ্দার সেনাদের বিশাল একটি সামরিক কাফেলাকে টার্গেট আরও একটি দুঃসাহসী হামলা পরিচালনা করেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা এই অভিযানে গাদ্দার বাহিনীতে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে। শেষ পর্যন্ত ময়দানে টিকতে না পেরে কাপুরুষরা পালিয়ে যায়।

এ অভিযানেও মুজাহিদগণ গাদ্দার সামরিক বাহিনী থেকে ২টি গাড়ি, ২টি হেভি মেশিনগান, ৩৬টি অস্ত্র ভর্তি বাক্স, ৫টি মোটরবাইক এবং দুই হাজার রাউন্ডের বেশি গুলি সহ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন। আলহামদুলিল্লাহ।

https://h.top4top.io/p_250814oi14.jpg

https://j.top4top.io/p_2508i8tdn5.jpg

ময়দানে মুজাহিদদের ঠেকাতে না পেরে, গত ৭ নভেম্বর সোম রাজ্যের গিবো এলাকায় এক বর্বরোচিত গণহত্যা চালিয়েছে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনী। ২০ নাবালিকা শিশু সহ ৪০ জন নারীকে হত্যা করেছে তারা।

পৈশাচিক এই গণহত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে জেএনআইএম এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছায়, তাঁরা এই নৃশংস রক্তপাতের উপযুক্ত বদলা নেবেন।

তুর্কিস্তান, তুরস্ক, আফগানিস্তানের উইঘুরদের নজরদারিতে চীনা স্পাইওয়্যার

উইঘুর মুসলিমদের দমনে সাইবার যুদ্ধ শুরু করেছে দখলদার চীন। সম্প্রতি বৃটিশ সংবাদ মাধ্যম দ্যা গার্ডিয়ানের একটি প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, উইঘুর মুসলিমদের নজরদারি করতে বিভিন্ন স্পাইওয়্যার এপ্স ব্যবহার করছে দখলদার চাইনিজরা।

সম্প্রতি একদল সাইবার নিরাপত্তা গবেষক একটি স্পাইওয়্যার ক্যাম্পেইন আবিষ্কার করেছে। সেই ক্যাম্পেইনটি মূলত উইঘুরদের উপর নজরদারিতেই ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানিয়েছে তারা। এই সাইবার গবেষকদের মতে, দখলদার চাইনিজদের হ্যাকার গ্রুপ বিভিন্ন এপ্স এর হুবহু নকল করে স্পাইওয়্যার এপ্স তৈরি করছে। যেসব এপ্সকে নকল করা হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হলো - বার্তা পরিষেবা, সালাতের সময়, অভিধান, ইত্যাদি।

গবেষকরা বলছে, বার্তা পরিষেবা, সালাতের সময় ও ভাষানুবাদের এপ্সগুলিকে লক্ষ্য করেই বিভিন্ন স্পাইওয়্যার এপ্স তৈরি করছে চাইনিজ হ্যাকাররা। এসকল এপ্সের মাধ্যমে উইঘুর মুসলিমদের ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিচ্ছে তারা।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, গার্ডিয়ানের সেই প্রতিবেদন মতে, শুধু পূর্ব তুর্কীস্তানে অবস্থানরত উইঘুর মুসলিমরাই নয় বরং তুরস্ক ও ইসলামী ইমারাতে আফগানিস্তানে অবস্থানরত উইঘুর মুসলিমরাও এই নজরদারির অন্তর্ভুক্ত।

এদিকে পূর্ব তুর্কীস্তানে উইঘুরদের উপর নজরদারি বৃদ্ধিতে পঞ্চম প্রজন্মের স্টেশন নির্মাণ করেছে দখলদাররা। এ পর্যন্ত পুরো তুর্কীস্তানে ৩০ হাজার ফাইভ-জি স্টেশন নির্মাণ করেছে দখলদার চাইনিজরা। এছাড়াও এবছর তারা ২৩০ মিলিয়ন ডলার খরচ করে আরও ১০ হাজার স্টেশন নির্মাণ করছে। এর পুরোটাই মূলত ব্যবহার হচ্ছে উইঘুর মুসলিমদের উপর নজরদারিতে।

উইঘুর মুসলিমদের চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে দখলদার চীন। পূর্ব তুর্কীস্তানে দখলদাররা তাদের যেকোন প্রযুক্তিগত স্থাপনাকে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে উল্লেখ করলেও তা আসলে উইঘুর মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে উইঘুর মুসলিমদের উচিত, এন্ড্রয়েড ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হওয়া। পাশাপাশি, বিশ্বের সকল মুসলিমদের উচিৎ দখলদার চীনের বিরুদ্ধে নিজেদের সাধ্যমত প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

তথ্যসূত্রঃ

১। Spyware targets Uyghurs by ‘masquerading’ as Android apps – report - https://tinyurl.com/yc2vhbmh

২। China’s rollout of 5G base stations in Xinjiang will boost surveillance, experts say - https://tinyurl.com/ncthcmza

---

১২ই নভেম্বর, ২০২২

বুরকিনান বাহিনীর পৈশাচিক গণহত্যার শিকার ২০ শিশুসহ ৪০ নারী

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে বছরের পর বছর ধরে মুসলিমদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালিয়ে আসছে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনী। এর ধারাবাহিকতায় গত ৭ নভেম্বর গাদ্দার বাহিনী হত্যা করেছে ৪২ জন বেসামরিক নাগরিককে।

আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যম আয-যাল্লাকার এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দেশটির সোম রাজ্যের গিবো এলাকায় এই গণহত্যা চালানো হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ২ জন ছাড়া বাকি ৪০ জনই নারী। এর মধ্যে রয়েছে ২০ নাবালক শিশু।

পৈশাচিক এই গণহত্যার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দেশটির ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম)। এক বিবৃতিতে দলটি জানিয়েছে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায়, তাঁরা এই নৃশংস রক্তপাতের উপযুক্ত বদলা নেবেন।

১১ই নভেম্বর, ২০২২

মালিতে আল-কায়েদার পৃথক হামলায় ৮ গাদ্দার সৈন্য হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে পরপর দুটি সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর আঞ্চলিক সশস্ত্র যোদ্ধারা। এতে গাদ্দার বাহিনী ও স্থানীয় মিলিশিয়া বাহিনীর অন্তত ৫ সদস্য নিহত এবং আরও ৩ সদস্য আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, জেএনআইএম এর মুজাহিদগণ গত ১০ নভেম্বর মালির মোপ্তি রাজ্যে এ হামলাগুলো চালিয়েছেন। প্রথম হামলাটি চালানো হয়েছে বান্দিয়াগড়া অঞ্চলের স্থানীয় মিলিশিয়া গ্রুপ আমাসাগৌ এর বিরুদ্ধে। এতে মিলিশিয়া গ্রুপটির ৩ সদস্য নিহত হয়। বাকিরা আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়। পরে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু অস্ত্র ও সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন।

মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় হামলাটি চালান ডোয়ানজা-বোনি অঞ্চলে। সেখানে তারা গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি গাড়িতেআইইডি বিস্ফোরণ ঘটান। এতে গাড়িটি সম্পুর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। গাড়িতে থাকা ৩ মালিয়ান গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং অপর ২ সৈন্য আহত হয়।

শাবাবের হামলায় ৪১ সোমালি সৈন্য নিহত, তুর্কিয়ে প্রশিক্ষিত সামরিক ঘাঁটি বিজয়

পূর্ব আফ্রিকার সোমালিয়ায় বালদাওয়েনের উপকণ্ঠে ১১ নভেম্বর সকালে একটি ভারী হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন। সেক্যুলার তুর্কিয়ে প্রশিক্ষিত কুখ্যাত গর্গর ফোর্সের একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে, আশ-শাবাব প্রশাসনের অর্ধশতাধিক সশস্ত্র যোদ্ধা ভারী অস্ত্র নিয়ে হিরান রাজ্যের বুর্দার এলাকায় গাদ্দার বাহিনীর ঘাঁটিটিতে তীব্র হামলা চালান। ফলে আল্লাহ তাআ'লার সাহায্যে, অল্প সময়ের মধ্যেই মুজাহিদগণ তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হন।

আশ-শাবাব প্রশাসনের প্রেস অফিস থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই হামলায় ৩১ গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়েছে এবং বাকিরা আহত অবস্থায় পালিয়ে গেছে। শত্রুরা পালিয়ে গেলে মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নেন। ফলে সেই ঘাঁটির অসংখ্য অস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম এবং সমস্ত সামরিক যান মুজাহিদদের দখলে চলে আসে। এর মধ্যে উন্নত প্রযুক্তির ৯টি গাড়ি ও সামরিক বাহিনীর সরবরাহ ট্রাকও রয়েছে।

এর আগে সোমালিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জালাজদুদ রাজ্যেও ভারী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আশ-শাবাব প্রশাসনের নিয়ন্ত্রিত বাহোর শহর দখলের লক্ষ্যে গাদ্দার বাহিনী আক্রমণ চালায়। এসময় আশ-শাবাব প্রশাসনের সামরিক বাহিনী পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন।

মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধ হামলায় গাদ্দার মোগাদিশু প্রশাসনের ৫ সৈন্য নিহত এবং আরও ৫ সৈন্য আহত হয়। বাকিরা সামরিক যান ও নিজেদের অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়, যা পরে মুজাহিদগণ গনিমত হিসাবে লাভ করেন। আলহামদুলিল্লাহ।

টিটিপির হাতে বন্দী ১৫ গাদ্দার সেনা, চেকপোস্ট ধ্বংসে হতাহত ৫ গাদ্দার

পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানে দেশটির গাদ্দার বাহিনীর উপর একটি বড়ধরনের হামলা চালিয়েছেন টিটিপির ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এসময় সামরিক বাহিনীর চোপোস্টটি ধ্বংস করা হয় এবং অনেক গাদ্দার সদস্যকে হত্যা, আহত ও বন্দী করা হয়।

আঞ্চলিক সূত্রে জানা যায়, দেশটির খাইবার পাখতুনখোয়ার উপজাতী অঞ্চলের ওয়াজিরিস্তানে বড়সড় একটি সফল হামলা চালিয়েছেন পাক-তালেবান যোদ্ধারা। গত ৮ নভেম্বর বুধবার রাতে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের বারমাল সীমান্তের রাগজাই এলাকায় একটি পুলিশ চেকপোস্ট টার্গেট করে চালানো হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের একদল সশস্ত্র প্রতিরোধ যোদ্ধাপ্রথমে একটি ভারী রকেট দ্বারা হামলা চালান। এতে সামরিক ভবন, একটি গাড়ি ও পুলিশ পোস্ট ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে হামলায় ২ পুলিশ সদস্য নিহত এবং আরও ৩ সদস্য আহত হয়। এই ঘটনার পর টিটিপি সদস্যরা চেকপোস্টের কাছে আসেন এবং সেখানে পরে থাকা আহত ও বেহুশ ১৫ সদস্যকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে নিয়ে যান।

তেহরিক-ই-তালেবানের মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসানি (হাফি.) বলেছেন যে, গ্রেফতারকৃত পুলিশ সদস্যরা যুদ্ধবন্দী। আমরা তাদের ক্ষেত্রে হত্যা, মুক্তিপণ আদায়, বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি বা অনুগ্রহপূর্বক মুক্তিও দিতে পারি। তাই আমরা পুলিশ বিভাগকে স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, আমাদের যুদ্ধ গাদ্দার সেনাবাহিনীর সাথে,

আপনাদের সাথে নয়। তাই আপনারা অযথা এই যুদ্ধে আমাদের সামনে আসা এড়িয়ে চলুন, এটাই আপনাদের জন্য কল্যানকর হবে।

মুখপাত্র আরও লিখেছেন যে, পুলিশের দ্বারা নির্মিত চেকপয়েন্ট এবং ভ্যান পুড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও, মুজাহিদগণ ১টি গাড়ি এবং ১টি এলএমজিসহ ২১টি বিভিন্ন মেশিনগান জব্দ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

১০ই নভেম্বর, ২০২২

শাবাবের তীব্র প্রতিরোধে পিছু হটলো সোমালি বাহিনী: হতাহত ৪৫ গাদ্দার

সাম্প্রতিক সময়ে পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় গাদ্দার সরকার ও দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে একের পর এক সফল হামলা চালিয়ে যাচ্ছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন পরিচালিত এসব হামলায় প্রতিনিয়ত হতাহত হচ্ছে অসংখ্য গাদ্দার ও কুফফার সৈন্য।

গত ৮ ও ৯ নভেম্বর, প্রায় ডজনখানেক সফল হামলা চালিয়েছেন শাবাবের বীর মুজাহিদগণ। তার মধ্যে ৫টিই চালানো হয়েছে কেন্দ্রীয় হিরান রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে।

এর মধ্যে বড় ধরনের ২টি প্রতিরোধ অপারেশন চালানো হয়েছে রাজ্যটির মহাস শহরে। এটি আশ-শাবাব প্রশাসনের নিয়ন্ত্রিত একটি শহর। এই শরটি দখলে নেবার জন্য মার্কিন বিমানবাহিনীর সহায়তায় আকাশ ও স্থল পথে পরপর দুদিন হামলা চালিয়েছে গাদ্দার মোগাদিশু বাহিনী। কিন্তু দু'দিনই তারা শহরটি দখল করতে ব্যর্থ হয়।

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের তীব্র প্রতিরোধের মুখে নাস্তানাবুদ হয়ে ফিরে যায় গাদ্দার বাহিনী। দুদিনের তীব্র এই লড়াইয়ে মার্কিন প্রশিক্ষিত অনেক গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়।

প্রথমিক তথ্য মতে, মুজাহিদদের হামলায় কমক্ষে ২০ গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়েছে। সেই সাথে আহত হয়েছে আরও কমপক্ষে ২৫ শত্রু সেনা। বাস্তবে হতাহতের সংখ্যা আরও কয়েকগুণ বেশি হতে পারে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সূত্র।

আশ-শাবাবের সাম্প্রতিক সময়ের জোরদার হামলায় সোমালিয়ার গাদ্দার প্রশাসন নিজেদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতেও নিয়মিত মুজাহিদদের হামলার শিকার হচ্ছে গাদ্দাররা। শীঘ্রই গাদ্দার প্রশাসনের পতন ঘটবে বলে আশাবাদী স্থানীয়রা।

সোমালিয়ায় তুরস্কের পর আরব-আমিরাতের সেনা ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি: লক্ষ্য আশ-শাবাব!

সোমালিয়ার আধা-স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল পুন্টল্যান্ড। সম্প্রতি অঞ্চলটির গারোয়ে এলাকায় গোপনে শত শত সেনা ও যুদ্ধ সরঞ্জাম মোতায়েন করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের গাদ্দার প্রশাসন।

আঞ্চলিক সংবাদ সংস্থা সোমালি গার্ডিয়ান এর সূত্রে জানা যায়, সোমালিয়ার বোসাসো শহরে গত মাসের শুরু থেকে অন্তত ১২টি কার্গো বিমানে করে আরব আমিরাত থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেনা সদস্য ও ২৫০টি সাঁজোয়া যান আনা হয়েছে। যেগুলো আরজি-৩৩ মডেলের মাইন রেজিস্ট্যান্ট এ্যামবুশ প্রটেকটেড (MRAP) যান।

অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, আরব আমিরাতের অন্তত ১৮০ সেনাকে সোমালিয়ায় আনা হয়েছে, যারা PMPF বাহিনীর ঘাঁটিতে অবস্থান করছে। এটি (PMPF) গাদ্দার আরব আমিরাতের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান, অর্থায়ন ও সামরিক প্রশিক্ষণ দ্বারা পরিচালিত একটি বাহিনী, যারা ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত।

হঠাৎ করে আমিরাতি সৈন্য ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সোমালিয়ায় আনার পিছনে কারণ এখনো স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে না। তবে এনিয়ে বিশ্লেষকরা দু'টি মন্তব্য করছেন। তাহলো-

১- পুন্টল্যান্ড অঞ্চলে আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো।

২- সোমালিয়াজুড়ে আশ-শাবাবের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক প্রভাব এবং গাদ্দার সোমালি প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে আশ-শাবাবকে রুখা।

উল্লেখ্য যে, গাদ্দার আরব আমিরাতের সেনা ও যুদ্ধসরঞ্জাম এমন এক সময়ে এই অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছে, যখন আরব আমিরাত ও মিশর তিন হাজারেরও বেশি সোমালি যুবককে নিয়োগ দিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এমনকি তারা সোমালি বাহিনীর হতাহত সদস্যদের চিকিৎসা দেওয়ার প্রতিশ্রুতীও দিয়েছে। ইতিপূর্বে কাতার, আরব আমিরাত, মিশর ও পাকিস্তান এই অঞ্চলে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার প্রশাসনকে টিকিয়ে রাখতে আর্থিকভাবে সহায়তা করলেও, আমিরাত এবার তুরস্কের মতো সামরিক আগ্রাসন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেখানে সেক্যুলার তুরস্ক এই অঞ্চলে বছরের পর বছর ধরে আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করে যাচ্ছে।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারীদের খালাস বহাল রেখেছে হিন্দুত্ববাদী আদালত

মুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় অভিযুক্ত বিজেপির সিনিয়র উগ্র নেতাদের এবং অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী গুণ্ডাদের খালাস করে দিয়েছিল হিন্দুত্ববাদী ভারতের আদালত। সেই রায়ের বিরুদ্ধে করা মুসলিমদের একটি আপিল গত ৯ নভেম্বর খারিজ করে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী এলাহাবাদ হাইকোর্ট।

গত ৩১ অক্টোবর, এল কে আদভানি, উমা ভারতী, মুরলি মনোহর যোশী, কল্যাণ সিং ও অন্যান্য অভিযুক্তদেরকে উক্ত মামলা থেকে খালাস দেয়া হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে মুসলিমরা আপিল করলে এই মুসলিম বিদ্বেষী আদালত সেই আপিল খারিজ করে দিয়ে অভিযুক্তদের খালাসের রায় বহাল রাখে।

মুসলিমদের পক্ষে আপিল করেছিলেন, অযোধ্যার বাসিন্দা হাজি মাহবুব আহমেদ এবং সৈয়দ আখলাক আহমেদ। এই আপিলে তারা দাবি করেছিলেন যে, হিন্দুত্ববাদীদের হামলায় মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছে। অগ্নিসংযোগ, লুটপাট এবং বাড়িঘর ধ্বংসের কারণে তাদের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে আপিলে উল্লেখ করেছিলেন তারা।

২০২০ সালে একটি মামলায় মোট ৩২ জনের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং মুঘল-যুগের মসজিদ ভেঙে ফেলার জন্য হিন্দু জনতাকে উস্কে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। তখনও হিন্দুত্ববাদী আদালত বলেছিল, তেমন কোন ষড়যন্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এদিকে, বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর পুরো ভারত জুড়ে মুসলিম বিরোধী সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। সে সহিংসতায় প্রায় ২,০০০ মানুষ মারা যায়, যাদের অধিকাংশই মুসলিম।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর, হাজার হাজার উগ্র হিন্দু বাবরী মসজিদের কাছে একটি সমাবেশের জন্য জড়ো হয়। পরে উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতাদের উসকানীমূলক বক্তৃতায় উজ্জীবিত হয়ে নাপাক হিন্দুরা কুড়াল, হাতুড়ি, শাবল ও অন্যান্য দেশিয় অস্ত্র নিয়ে বাবরি মসজিদের উপর আক্রমণ চালায়। শহীদ করে কয়েকশ' বছরের পুরোনো ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ।

অথচ, মসজিদ ধ্বংসকারীদের কোন বিচার না করে হিন্দুত্ববাদী ভারতের সুপ্রিম কোর্ট উলটো উগ্র হিন্দুদের পক্ষে রায় দিয়েছে। শুধু তাই নয়, মসজিদের পুরো এলাকাটিই মন্দির নির্মাণের জন্য হিন্দুদের দিয়ে দেয়।

সেই কলংকজনক রায়ের তিন বছর পূর্ণ হয়েছে। ঠিক তিন বছর আগে, ৯ নভেম্বর ২০১৯-এ, সুপ্রিম কোর্ট হিন্দুদেরকে মসজিদের জায়গাটি প্রদান করে। রায়ে শীর্ষ আদালত মন্দির নির্মাণের জন্য মসজিদের পুরো ২.৭৭ একর এলাকাই হিন্দুদের জন্য বরাদ্দ করার নির্দেশ দেয়।

ঐ একই কৌশলে হিন্দুত্ববাদীরা একের পর এক অন্যান্য ঐতিহাসিক মুসলিম স্থাপনা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। জ্ঞানবাপি মসজিদ ও শ্রীরঙ্গপাটনার জামিয়া মসজিদের ক্ষেত্রেও উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা অভিযোগ দায়ের করেছে যে, প্রাচীন হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে সেই জায়গায় মসজিদগুলো নির্মাণ করা হয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী আদালত কখনই মুসলিম ও মসজিদের পক্ষে রায় দিবে না। ন্যায় বিচার মুসলিম উম্মাহকেই অর্জন করে নিতে হবে। আর সে জন্য ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

তথ্যসূত্র:

১। Babri Masjid demolition: Allahabad HC dismisses appeal against acquittal of Advani, other Hindutva leaders - https://tinyurl.com/bdfr3jr8

ফটো রিপোর্ট || ইয়েমেনে আল-কায়েদার 'অ্যারোস অফ রাইট' অপারেশন

সাম্প্রতিক সময়ে ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলে হামলা জোরদার ও তীব্রতর করেছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। চলমান এই লড়াইয়ে গাদ্দার আরব আমিরাত ও এর সহযোগী বাহিনীগুলো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হচ্ছে।

আরব আমিরাত এবং তাদের সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদী দক্ষিণ ট্রানজিশনাল কাউন্সিলের সাথে যুক্ত বাহিনীগুলো, গত সেপ্টেম্বরে এই অঞ্চলে মুজাহিদদের উপর নতুন ভাবে আক্রমণ শুরু করে। গাদ্দার বাহিনী তাদের এই অপারেশনের নাম দেয় 'অ্যারোস অফ দ্য ওরিয়েন্ট'। এই অপারেশনের সামনে আনসারুশ শরিয়াহ এর মুজাহিদগণ, যারা আল-কায়েদা ইন দ্য অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা (AQAP) নামেও পরিচিত, শুরুতে কিছুটা চাপে পড়েছিলেন।

শত্রুবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে, মুজাহিদগণও একটি নতুন অপারেশন শুরু করে। এই অপারেশনের নাম দেয়া হয় 'সাহামুল হক' বা 'অ্যারোস অফ রাইট' বা 'সত্যের তীর'। মুজাহিদদের এই অপারেশনে গাদ্দার আরব আমিরাতের বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। এই অপারেশন প্রায় দুই মাস ধরে চলছে এবং এখনো অব্যাহত আছে।

সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে গাদ্দার বাহিনীগুলোর আক্রমণে কৌশলগত কারণে কিছু কিছু জায়গা থেকে পিছু হটেন। পরবর্তিতে 'সাহামুল হক' শুরু হলে, পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করে। আরব আমিরাতের বাহিনী ইবিয়ান এবং শাবওয়া প্রদেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। পাশাপাশি শত্রুবাহিনী যেসকল এলাকাগুলো দখল করার দাবি করেছিলো, সেগুলো ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। ময়দানে আল-কায়েদার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

আনসারুশ শরিয়াহ্-এর দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শুরু হওয়া এই অঞ্চলের হামলাগুলোতে আরব আমিরাত এবং এর সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোর কমপক্ষে ৭৪ সৈন্য নিহত এবং ৭৭ এর বেশি সৈন্য আহত হয়েছে। এসব হামলায় নিহতদের মধ্যে সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও ছিল। এসব হামলায় গাদ্দার বাহিনীর অনেক সামরিক যানও ধ্বংস হয়েছে।

তবে এই রিপোর্টে শুধু ময়দানে মুজাহিদদের সামনে হতাহত হওয়া শত্রুসেনাদের পরিসংখ্যান এসেছে। সম্মুখ যুদ্ধ ছাড়াও, আরব আমিরাতের সামরিক কনভয় এবং এটিকে সমর্থনকারী বাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু করেও চালানো হয়েছে। সেসব হামলায় হতাহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা না যাওয়ায় এখানে তা যুক্ত করা হয়নি।

এদিকে, আনসারুশ শরিয়াহ্'র অফিসিয়াল আল-মালাহিম মিডিয়া কর্তৃক ২৪ মিনিটের একটি ভিডিও প্রচার করা হয়েছে। ভিডিওটি দলটির আমিরের বক্তব্য দিয়ে শুরু হয় এবং ইয়ামেনের সাম্প্রতিক লড়াইয়ের ভিডিও ফুটেজগুলি নথিভুক্ত করার মাধ্যমে শেষ হয়। ভিডিওটি থেকে সংগৃহীত কিছু চিত্র এখানে দেয়া হলো:

সকল ফটো একসাথে দেখুন: https://archive.org/details/yemen-aqap-arrows-of-right

https://alfirdaws.org/2022/11/10/60593/

০৯ই নভেম্বর, ২০২২

উইঘুরদের দিয়ে জোরপূর্বক পরিশ্রম করাচ্ছে দখলদার চীন, কারখানাতেই ঘুমাচ্ছেন মুসলিমরা

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পূর্ব তুর্কীস্তানের এক কারখানায় কাজের মেশিনগুলোর পাশেই ঘুমোচ্ছেন উইঘুররা।

উইঘুরদের দিয়ে জোরপূর্বক পরিশ্রম করানোর অভিযোগ চীনের উপর অনেক আগে থেকেই ছিলো। ভাইরাল হওয়া এই ভিডিওর মাধ্যমে এখন আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইলো না।

জোরপূর্বক কাজ করানো ছাড়াও উইঘুরদের যথাযথ মজুরী প্রদান করছে না তারা। অথচ হান চাইনিজদের ঠিকই উইঘুরদের চেয়ে বেশি মজুরী প্রদান করছে এই মুসলিম বিদ্বেষী প্রশাসন।

ঘুলজা শহরের চুলুকি গ্রামের এক উইঘুর মুসলিম বলেন, "আমি ২০০৯ সাল থেকে কিংহুয়া এনার্জি কোম্পানিতে কাজ করছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত মাসে আমি ১,৫০০ ইউয়ান (২১৭ ডলার) এর বেশি পাইনি। অথচ আমার সহকর্মী হান চাইনিজরা ঠিকই ৫ হাজার ইউয়ান মজুরী পাচ্ছে। এদিকে স্বাস্থ্যের অবনতি হবার পরেও তারা আমাকে দিনরাত কারখানাতে কাজ করতে বাধ্য করে। এমনকি আমার মতো অন্যান্য উইঘুরদেরকে তারা কর্মস্থলেই ঘুমোতে বাধ্য করে।"

কাজের অযোগ্য পরিবেশে উইঘুর মুসলিমদের দিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করিয়ে যাচ্ছে দখলদার চীন। থাকা, খাওয়া ও ঘুমানোর জন্য সামান্যটুকু ব্যবস্থাও করেনি তারা উইঘুর মুসলিমদের জন্য। আর সেই সাথে কম পারিশ্রমিক তো আছেই। এক কথায়, উইঘুর মুসলিমদের সাথে একদম ক্রীতদাসের মতো আচরণ করছে তারা।

উল্লেখ্য যে, বিগত পাঁচ বছরে উইঘুরদের উপর দখলদার চীন তাদের দমন-নিপীড়ন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে- ধর্ষণ, অঙ্গ অপসারণ, মসজিদ ধ্বংস, কুরআন অবমাননা, ইসলামী বিধান অনুযায়ী চলায় নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি।

এছাড়াও উইঘুর মুসলিমদের তুর্কীস্তানের বাইরে যে কোন দেশে সফরেও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে বর্বর চীনা প্রশাসনটি। সেনা এবং সিসি ক্যামেরা দিয়ে প্রতিনিয়তই নজরদারিতে রেখেছে মুসলিমদের। এমনকি যেকোন ছোট্ট অজুহাতেও তাদের বন্দী করতে দ্বিধা করছে না তারা।

তথ্যসূত্র:

----

1. Strong evidence that shows how Uyghurs are working as slave labor in Chinese factories - https://tinyurl.com/39w6ceua

2. Low pay, long hours for Uyghurs in Chinese-owned plant in Xinjiang - https://tinyurl.com/y2c5wywd

---

ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আগ্রাসন আরও বৃদ্ধি, গ্রেফতার ও খুনের রেকর্ড

ফিলিস্তিনে কোনভাবেই থামছে না দখলদার ইসরাইলের আগ্রাসন। কারণ ছাড়াই প্রতিদিন চলছে গুলি করে ফিলিস্তিনিদের হত্যা ও গ্রেফতার অভিযান। চলতি বছর অক্টোবর নাগাদ ১৯৮ ফিলিস্তিনিকে খুন করেছে দখলদার ইসরাইল। গ্রেফতার করা হয়েছে ৬০০০ ফিলিস্তিনিকে। যাদের মধ্যে ৭৩৯ জন শিশু ও ১৪১ জনই নারী। দখলদার ইসরাইল সবসময় এমন আগ্রাসন চালিয়ে আসছে, তবে বর্তমান খুন ও গ্রফতার এ যাবৎ কালের সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছেছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যকই নারী ও শিশু। কথিত আন্তর্জাতিক আইন ও জেনেভা চুক্তি মোতাবেক নারী-শিশুদের সুরক্ষার কথা বলা থাকলেও, মুসলিমদের ক্ষেত্রে এ আইনের ব্যবহার শুন্যের কোটায়।

অন্যদিকে, ফিলিস্তিনে গ্রেফতার, খুন ও বাড়িঘর গুড়িয়ে দেয়ার ঘটনাগুলো একদম স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববাসী কোনরকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা যাচ্ছে না। একই অবস্থা বিরাজমান আরাকান, কাশ্মীর ও পূর্ব-তুর্কিস্তানের ব্যাপারেও। মুসলিম জাতীও যেন নিপিড়িত মুসলিমদের একদম ভুলতে বসেছে। কারো কোন প্রতিবাদ নেই। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মুসলিমদের জন্মই মনে হচ্ছে অমুসলিমদের হাতে মার খাওয়ার জন্য। এ অবস্থা চলতে থাকলে নিপিড়িতদের উদ্ধার করা তো সম্ভব হবে না-ই, বরং নতুন নতুন এলাকায় মুসলিমদের ওপর নেমে আসবে আগ্রাসন।

তাই এখনই সময় মুসলিম জাতিকে নিজেদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে একত্রিত হবার। সেই সাথে জালিমদের বিরুদ্ধে শুরু করতে হবে প্রতিরোধ সংগ্রাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. 6000 Palestinians, including 739 children and 141 women, have been arrested by Israeli occupation forces since the beginning of 2022 - https://tinyurl.com/3h58szdu

2. 198 Palestinians, including 142 from occupied Jerusalem and West Bank, 52 from besieged Gaza strip, and 4 from 48-occupied territories, have been murdered... - https://tinyurl.com/sneppfdc

---

রপ্তানী প্রবৃদ্ধির শীর্ষে ইমারাতে ইসলামিয়া, ৭ মাসে আয় ১ বিলিয়নোর্ধ্ব

রপ্তানি আয়ে ব্যাপক সাফল্যের মুখ দেখছে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান। দেশীয় পণ্য এক্সপোর্ট করে শুধুমাত্র ৭ মাসের মধ্যেই ১ বিলিয়ন ৮৫ মিলিয়ন ডলারের অধিক আয় করেছে দেশটি। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ২১৮ ভাগ বেশি।

ইমারাহর ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী মোল্লা বারাদার এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিবৃতিতে জানা যায়, পার্শ্ববর্তী পাকিস্তান, ভারত, ইরান, ইরাক, কাযাখাস্তান, উযবেকিস্তান, আরব আমিরাত এবং চীনে পণ্যসামগ্রী রপ্তানী করে এই বিশাল অংকের আয় করা সম্ভব হয়েছে।

তবে কি ধরণের পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে - এসম্পর্কে সর্বশেষ প্রতিবেদনে নির্দিষ্ট করে না জানালেও, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন জাতের বাদাম, অন্যান্য শুকনো ও তাজা ফল, কার্পেট, জাফরান এবং নানান কৃষিপণ্য ভূমিকা রেখেছে রপ্তানির প্রবৃদ্ধির পিছনে।

এতগুলো বছর ধরে যুদ্ধবিগ্রহ এবং প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন একটি দেশের এভাবে ঘুরে দাঁড়ানো সত্যিই প্রশংসনীয়। এবং এটি আফগানীদের উপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার বিশেষ রহমত বটে। পশ্চিমা ও পূর্বতন পুতুল সরকারগুলোর চক্রান্তে আফিম ও মাদক চাষের লীলাভূমিতে পরিণত হওয়া আফগানিস্তানে এসব কৃষিপণ্যের চাষ প্রচলন করা সহজসাধ্য ছিল না। এর জন্য ইমারাহ এর কর্মকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে, নিন্দুকদের নিন্দা শুনেও চুপ থাকতে হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ, আফগানিস্তানের এসব পণ্য সমাদৃত হচ্ছে বিশ্বজুড়ে এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আফগানিস্তান "যুদ্ধবিধ্বস্ত দরিদ্র দেশ" থেকে অতি দ্রুতই "ইকোনোমিক বুম" এর একটি রোল মডেলে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ!

গণহত্যার প্রস্তুতি || ৬০ লাখ কর্মী নিচ্ছে উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলো

হিন্দুত্ববাদী ভারতের উগ্র সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (VHP) 'হিচিন্তক অভিযান' চালু করেছে। এর মাধ্যমে দেশব্যাপী ৫০ লক্ষ সদস্য নথিভুক্তকরণের লক্ষ্য অর্জনের পরিকল্পনা করেছে সন্ত্রাসী সংগঠনটি। গত ৬ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রচারাভিযানের সময়, দলটি **গুজরাটের ১০,০০০ গ্রামে পৌঁছাবে এবং ৫০ লক্ষ হিন্দুকে যুক্ত করবে**।

গত শুক্রবার ভিএইচপি রাজ্য সভাপতি কৌশিকভাই মেহতা বলেছে, এই অভিযানটি ভিএইচপির ২০২৪ সালে ৬০ বছর পূর্ণ করার আগেই সম্পন্ন করা হবে। পুরো দেশব্যাপী হিন্দুদের কাছে পৌঁছানোর জন্য এই হিচিন্তক অভিযান পরিচালনা করা হবে।

গুজরাটের ১৮,০০০ এর বেশি গ্রামের মধ্যে, হিন্দুত্ববাদী সংস্থাটি ১৫ দিনের মধ্যেই প্রায় ১০,০০০ গ্রামে প্রচারণা চালানোর পরিকল্পনা করেছে। উত্তর গুজরাটের ৩,০০০ গ্রাম, সৌরাষ্ট্রের ৪,০০০ গ্রাম এবং মধ্য গুজরাটের ৩,০০০ গ্রামকে টার্গেট করে মাঠে নামবে তারা।

দীর্ঘদিন ধরেই সারা বিশ্বের সাধারণ হিন্দুদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উগ্রবাদী চেতনায় উজ্জীবিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো। এই তালিকায় ভিএইচপির মতই শীর্ষে রয়েছে আরএসএস ও তার অঙ্গসংগঠন বজরং দল।

জেনোসাইড ওয়াচ আরও থেকেই সতর্ক করে আসছে যে, হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিম গণহত্যা মাত্র এক ধাপ বাকি। উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর লাখ লাখ সদস্য নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রাই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

আরএসএস এর অনুসরণে ‘Join RSS’ এর আদলে, গত ২০ অক্টোবর থেকে প্রচার শুরু করেছে বজরং দল। তাদের লক্ষ্য, এক মাসে পুরো ভারত জুড়ে কমপক্ষে ১০ লাখ সদস্য সংগ্রহ করা।

কর্মী সংগ্রহের জন্য এই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনটিও হিন্দু যুবকদের উদ্দেশ্য করে উগ্রবাদী প্রচারণা চালিয়েছে। তারা ঘোষণা দিয়েছে শুধুমাত্র ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী হিন্দুরাই এই সংগঠনে যোগ দিতে পারবে।

VHP এর মহাসচিব উগ্র মিলিন্দ পারন্দে দিল্লিতে বজরং দলের প্রচারাভিযান শুরু করার সময় বলেছে, এই প্রচারণা দেশ-ধর্ম-সংস্কৃতি এর সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং প্রচারে সক্রিয় অবদান রাখতে সহায়তা করবে।

এভাবেই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো সাধারণ হিন্দুদেরকে মেরুকরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গড়ে তুলছে এক মুসলিম বিদ্বেষী আগ্রাসী সমাজ। এর ফলাফল সবার সামনেই ঘটছে। উগ্র হিন্দুরা কারণে-অকারণে, তুচ্ছ অভিযোগে, সন্দেহের বশে মুসলিমদের গণপিটুনি দিচ্ছে, খুন করছে।

জেনোসাইড ওয়াচ আরও থেকেই সতর্ক করে আসছে যে, হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিম গণহত্যা মাত্র এক ধাপ বাকি। উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর ৬০ লাখ সদস্য নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রাই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

তো, হিন্দুত্ববাদীরা তো প্রস্তুত। আসন্ন গণহত্যা মোকাবেলায় মুসলিম উম্মাহ প্রস্তুত তো?

লেখক: উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র:

১। VHP to engage 50 lakh Hindus, reach out to 10K villages - https://tinyurl.com/bdews4kc

২। RSS affiliate Bajrang Dal launches 'Join Bajrang Dal' campaign, targets millions of youth - https://tinyurl.com/4z3753at

৩। video link – https://tinyurl.com/4rxkkw3c

৪। Bajrang Dal Starts 5-day Training Camp For 275 Volunteers In Ayodhya - https://tinyurl.com/mrmb629t

৫। Bajrang Dal organises weapons training for Hindus – https://tinyurl.com/2p874ryu

---

০৮ই নভেম্বর, ২০২২

জাইশুল-আদল: ইরানি শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধই মুক্তির একমাত্র উপায়

বেলুচিস্তান ভিত্তিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জাইশুল-আদল, ইরানের কুখ্যাত রাফেজি শিয়া সরকারবিরোধী সশস্ত্র সুন্নি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর হিসাবে পরিচিত। প্রতিরোধ বাহিনীটি সম্প্রতি নতুন এক বিবৃতি উল্লেখ করেছে যে, কুখ্যাত শিয়া শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই মুক্তির একমাত্র উপায়।

প্রতিরোধ বাহিনীটির অফিসিয়াল মিডিয়া সাইটে প্রকাশিত বিবৃতিতে, বেলুচিস্তানে ইরানি শাসকদের দ্বারা পরিচালিত গণহত্যার কথা উল্লেখ করে এমন মন্তব্য করা হয়। যেখানে গত শুক্রবারও রাজ্যটির হাশ শহরে বিক্ষোভকারীদের উপর হামলা চালিয়ে ৩ শিশুসহ ১৬ জনকে হত্যা করে ইসলাম ও মুসলিমের শত্রু শিয়া ইরান। এর আগে গত মাস জুড়ে শিস্তান ও বেলুচিস্তানে ১১৮ জন মুসলিমকে শহীদ করে কুখ্যাত ইরানের কট্টরপন্থী শিয়া শাসকগোষ্ঠী।

বিবৃতিতে, জাইশুল-আদল জোর দিয়ে বলেছে যে, ইরানি শাসক বাহিনী গত শুক্রবার সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ বেলুচিস্তানের হাশ শহরে গণহত্যা চালিয়েছে। সেখানে মুসলিমরা তাদের অধিকার আদায় ও নির্বিচারে মুসলিমদের হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছিলো। এসময় বিক্ষোভকারীদের দমন করতে সেখানে গণহত্যা চালায় ইরানের কট্টরপন্থী কুখ্যাত শিয়া শাসক বাহিনী। এসময় প্রতিরোধ বাহিনীটি খাশ শহরের রক্তক্ষয়ী গণহত্যায় শহীদদের সকল শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানায়। এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে।

এরপর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "বেলুচিস্তান এখন সুন্নি মুসলিমদের জন্য অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। যেখানে অধিকার চাওয়ার জন্য খোমেনির অপরাধী বাহিনী কর্তৃক দিন দিন সহিংসতা শিকার হচ্ছেন মুসলিমরা। আজ এখানে প্রতিবাদ জানানো, নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য আওয়াজ তুলা এবং নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করার স্বাধীনতা নেই; বরং এগুলো এখন খোমেনি সরকারের কাছে হত্যাযোগ্য অপরাধ হয়ে উঠেছে। যার ফলে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালাতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না সরকার।

তাই এমন পরিস্থিতিতে জনগণের অধিকার আদায়ের পদ্ধতিতে মৌলিক সংশোধন আনা যুক্তিসঙ্গত হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস করি যে, এই পরিস্থিতিতে চলমান বিক্ষোভ একটি সশস্ত্র প্রতিরক্ষায় পরিণত হওয়া উচিত। যেই সশস্ত্র প্রতিরোধ মুসলিমদের মুক্তির জন্য এই ভূমিতে আবশ্যকিয় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

সিরিয়ায় নুসাইরি ও রাশিয়ান শিবিরে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের একযোগে হামলা: হতাহত অনেক

সম্প্রতি সিরিয়ার ইদলিবে শরণার্থী শিবিরে মুসলিমদের লক্ষ্য করে বর্বরোচিত গণহত্যা চালিয়েছে কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া ও দখলদার রাশিয়ান বাহিনী। মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদ প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ হিসেবে কুফফার বাহিনীর উপর একযোগে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সমর্থিত ৩টি ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী।

দলগুলির অফিসিয়াল মিডিয়া সূত্র থেকে জানা যায়, শরণার্থী শিবিরে হামলার পরপরই ইদলিবের আশেপাশে থাকা নুসাইরি ও রাশিয়ান সেনাদের ক্যাম্প ও চেকপোস্টে প্রতিশোধমূলক একাধিক হামলা চালিয়েছেন আনসার আল ইসলাম, আনসার আত তাওহীদ ও কাতিবাত আত তাওহীদ ওয়াল জিহাদের জানবায মুজাহিদগণ।

আনসার আল ইসলামের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, গত ০৬ নভেম্বর ইদলিবের নিকটবর্তী জাবাল আল-আকরাদ অঞ্চলে নুসাইরি ও রাশিয়ান সেনাদের ক্যাম্পে মাঝারি ও ভারী আর্টিলারি দিয়ে প্রবল হামলা চালান দলটির বীর

মুজাহিদরা। এই হামলার ফলে শত্রু সেনাদের ক্যাম্পে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সাধিত হয়। ক্ষয়ক্ষতি শত্রু শিবিরের ভিতরের হওয়ায় এবিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে ইদলিবের দার আল-কাবিরাহ এবং হামা এর শাতাহা নামক ২টি এলাকায় ভারী শেল দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। সূত্র জানায়, আল-কায়েদা সমর্থিত আনসারুত তাওহিদের আর্টিলারি ব্যাটালিয়নের জানবায মুজাহিদগণ উক্ত এলাকা ২টিতে কুখ্যাত নুসাইরি ও "শাবিহা" বাহিনীর অবস্থানে কয়েক দফায় আঘাত হেনেছেন। এতে শিয়া নুসাইরি ও দখলদার রাশিয়ান বাহিনীতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটে।

পাশাপাশি উযবেক যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত কাতিবাত আত তাওহীদ ওয়াল জিহাদের বীর যোদ্ধাগণও দুইবার নুসাইরি সেনাদের অবস্থানে হামলা চালিয়েছেন। যেগুলো ইদলিব সিটির জাবাল আয-যাওইয়াহ অঞ্চলে চালানো হয়েছে। দলটির অফিসিয়াল মিডিয়া সূত্র জানায়, এদিন মুজাহিদদের এসপিজি-নাইন রিকয়েললেস রাইফেল দিয়ে চালানো এক হামলাতেই অন্তত ৫ সেনা আহত হয়।

এমনিভাবে পিটিইউআর লেজার গাইডেড মিসাইল দিয়ে নুসাইরিদের সামরিক অবস্থানে হামলা চালান তাঁরা। যা কুখ্যাত নুসাইরি শিয়াদের একটি বিল্ডিং এর ভিতর বিস্ফোরিত হয়। ফলশ্রুতিতে ভবনের ভিতরে থাকা সকল শত্রুসেনা নিহত ও মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

এভাবেই সিরিয়া-ইয়েমেন সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলামবিরোধী ও মুসলিমদের হত্যাকারী শত্রুদের উপর হামলা-পাল্টাহামলা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট মুজাহিদগণ; যাতে করে সত্রুরা ভীত ও পরাজিত হয়, এবং মুসলিমদের উপর হামলা ও জুলুম বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

ফটো রিপোর্ট || সিরিয়া থেকে নতুন ভিডিও প্রকাশ করলো আনসার আল-ইসলাম

সিরিয়ায় এখনো আল-কায়েদা সমর্থিত যে কয়েকটি জিহাদি গ্রুপ কাজ করছে, তার মধ্যে আনসার আল-ইসলাম অন্যতম। নানান প্রতিকূলতা সত্বেও দলটির প্রতিরোধ যোদ্ধারা জিহাদের গুরত্বপূর্ণ এই ফারজিয়্যতকে আদায় করে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি দলটির অফিসিয়াল "আল-আনসার" মিডিয়া থেকে ১৪ মিনিটের একটি নতুন ভিজ্যুয়াল মিডিয়া প্রচারণা প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন প্রকাশিত এই ভিডিওটির শিরোনাম ছিলো 'শাবকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'। এমন নামকরণের কারণ হচ্ছে, ভিডিওটিতে আনসার আল-ইসলামের সামরিক কেন্দ্রে সদ্য যুক্ত হওয়া একদল শাবকের সামরিক ও তরবিয়তি প্রশিক্ষণ দেখানো হয়।

ভিডিওটি থেকে সংগৃহীত কিছু দৃশ্য দেখুন..

https://alfirdaws.org/2022/11/08/60543/

যিয়ারতের জন্য উন্মুক্ত হলো আমিরুল মু'মিনিন মোল্লা ওমরের কবর

সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক কিংবদন্তি মুসলিম নেতা হচ্ছেন ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রয়াত আমিরুল মু'মিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ। ২০১৩ সালে রাব্বুল আলামীন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার ডাকে সাড়া দিয়ে নশ্বর পৃথিবীকে বিদায় জানান মহান এই আমির।

মৃত্যুর পর আফগানিস্তানের যাবুল প্রদেশে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয় তালিবান ও আফগানিস্তান জিহাদের জনক এই বীর মুজাহিদকে। নিরাপত্তা জনিত কারণে দীর্ঘ নয় বছর যাবৎ সর্বসাধারণের অগোচরে রাখা হয় তাঁর কবরটি।

আমিরুল মু'মিনিন মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহ্'র কবর।

গত ৬ নভেম্বর এই মহান নেতার মাকবার সর্বসাধারণের যিয়ারতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইমারাতে ইসলামিয়ার উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দ ও মুজাহিদ কমান্ডারদের উপস্থিতিতে মাকবারটি উন্মুক্ত করা হয়।

আল-ইমারাহ এবং বাখতার নিউজ সূত্রে জানা যায়, সেদিন যাবুল প্রদেশের সাইয়োরি জেলার অন্তর্গত উমারযো গ্রামে আমিরুল মু'মিনীনের সমাধিস্থলে একত্রিত হন ইমারার উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোল্লা মুহাম্মাদ হাসান আখুন্দ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী মৌলভি মুহাম্মাদ ইয়াকুব মুজাহিদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খলিফা সিরাজউদ্দীন হাক্কানী এবং যাবুল প্রদেশের গভর্নর সুলাইমান আগা (হাফিযাহুমুল্লাহ)। তাঁদের সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের একাংশ এবং আমিরুল মু'মিনীন এর পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

এসময় কুরআনুল কারীম থেকে তিলাওয়াত করা হয় এবং আমিরুল মু'মিনিনের ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও আলেমগণ দুআ করেন। তাঁরা জানান, শীঘ্রই সমাধিস্থলকে জনসাধারণের যিয়ারতের জন্য

উপযোগী করে তোলা হবে। সেই সাথে যেকোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালে আফগানিস্তানে ক্রুসেডার আমেরিকা আগ্রাসন শুরু করলে, মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ (রহ) উমারযো গ্রামে অবস্থিত মোল্লা আব্দুল জাব্বার এর বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। বাড়িটির মাত্র দুই কিলোমিটার দূরেই ছিল আমেরিকান সেনাদের একটি বিশাল ঘাঁটি। অকুতোভয় এই নেতা জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত এ বাড়িতেই অবস্থান করেন। এ বাড়িটিই ছিল তাঁর যাবতীয় জিহাদী কার্যক্রম পরিচালনা করার কমান্ড সেন্টার।

আমিরুল মু'মিনীন মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহ তালিবান আন্দোলন শুরু করেছিলেন খালিস হৃদয়ে মহান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে। এতে না তিনি কোন হিকমাহ'র দোহাই দিয়েছেন, না কোন কুফরি তন্ত্র-মন্ত্রের সাথে আপোস করেছেন।

মুসলিম উম্মাহর জাগরণী অগ্রদূত এই বীর মুজাহিদের মৃত্যুর দীর্ঘ প্রায় এক দশক পর যখন তালিবান নেতৃবৃন্দ তাঁর সমাধি যিয়ারত করছেন, তখন তাঁর স্বপ্ন পরিপূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে - আফগানিস্তান আজ স্বাধীন; সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শরীয়াহ শাসন; আফগানিস্তানের ঘরে ঘরে উড়ছে কালিমার পতাকা। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন!

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || নভেম্বর ১ম সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/11/08/60531/

০৭ই নভেম্বর, ২০২২

ভেঙ্গে পড়েছে মোগাদিশুর নিরাপত্তা ব্যবস্থা: ১ সপ্তাহে শাবাবের ৬ ইস্তেশহাদী হামলা

সম্প্রতি পূর্ব আফ্রিকার সবচাইতে আলোচিত দেশ সোমালিয়া। ২০০৭ সালে কুফফার জোট বাহিনী সম্মিলিত আগ্রাসন চালিয়ে দেশটির তৎকালীন ইসলামি ইমারাতের বিলুপ্ত ঘটায়। এরপর দেশটির শাসনভারের দায়িত্বে বসানো হয় পশ্চিমা সমর্থিত সুনির্দিষ্ট কিছু দালালকে। এরা পশ্চিমাদের হাতের পুতুল হয়ে দেশ পরিচালনা করতে থাকে।

এমন পরিস্থিতিতে দেশে পুনোরায় ইমারাতে ইসলামিয়া ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে হাতে অস্ত্র তুলে নেন সোমালি মুসলিম যুবকরা। তারা হারাকাতুশ শাবাবের ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেন।

তাদের এই যুদ্ধ আজ ২০২২ সালের শেষ সময়ে এসেও দুর্বার গতিতে চলমান। আল্লাহর ইচ্ছায় তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনে এখন অনেকটাই সফলতার পথে। ইতিমধ্যে মুজাহিদগণ আজ দক্ষিণ সোমালিয়া থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সোমালিয়ার ৯৫ শতাংশের অধিক ভূমির উপর অঘোষিত ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

পাশাপাশি, মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে থাকা এলাকাগুলোতেও নিজেদের প্রভাব বিস্তার অব্যহত রয়েছে। দীর্ঘ এই যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিরোধ যোদ্ধারা ভেঙে দিয়েছেন পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার মোগাদিশু প্রশাসনের সামরিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। ফলে বিশ্বের ২৪টি দেশের সহায়তা সত্ত্বেও যুদ্ধের ময়দানে একের পর এক পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরতে হচ্ছে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার প্রশাসনকে।

আজ, এই পুতুল প্রশাসনের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু বা রাজধানী মোগাদিশুও তাদের জন্য নিরাপদ নয়। প্রতি পদে পদে হামলার শংকা নিয়ে তাদেরকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। রাজধানী মোগাদিশু যেনো হয়ে পড়েছে পুতুল প্রশাসনের জন্য উন্মুক্ত এক কারাগার। আশ-শাবাব মুজাহিদগণ যখন ইচ্ছা শহরে ঢুকছেন এবং তাদের লক্ষ্যে আঘাত হেনে নিরাপদে বের হয়ে যাচ্ছেন।

গত ৫ নভেম্বরও রাজধানীর ভিতরে নিজেদের লক্ষ্যে বড় ধরনের আঘাত হেনেছেন মুজাহিদগণ। স্থানীয় সূত্র মতে, এদিন আশ-শাবাবের একজন জানবাজ মুজাহিদ লক্ষ্য বাস্তবায়নে একাই পূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই বীর মুজাহিদ রাজধানীর ধেগাবাদান সেনা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থী সেনা সদস্যদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হন। এরপর বাহির থেকে আশ-শাবাবের সহায়তায় ক্যাম্পের ভিতরেই বিস্ফোরক মজুদ করতে থাকেন। নির্ধারিত সময়ে আশ-শাবাবের নির্দেশে সেনা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের ভিতরেই বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হন তিনি। বিস্ফোরণে পুরো ক্যাম্প সহ আশপাশের এলাকা কেঁপে উঠে।

বিস্ফোরণটি এমন সময় ঘটানো হয়, যখন ক্যাম্পে ৪ শতাধিক নতুন সেনা সদস্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। বিপুল সংখ্যক সেনা সদস্যদের মাঝে বিস্ফোরণের ফলে হতাহতও হয়েছে অনেক। প্রাথমিক তথ্য মতে, কমপক্ষে ১০৫ শত্রু সেনা নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অসংখ্য। তবে স্থানীয় একটি সূত্র দাবি করেছে, বিস্ফোরণে আহত সেনা সংখ্যা ৩৭ জন।

গত ৩০ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত রাজধানীতে সোমালি প্রশাসনের গুরত্বপূর্ণ স্থাপনা লক্ষ্য করে পরিচালিত আশ-শাবাবের ৬ষ্ঠ ইস্তেশহাদী হামলা এটি। শাহাদাহ এজেন্সি ও স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, মুজাহিদদের এই ইস্তেশহাদী হামলাগুলোতে গাদ্দার প্রশাসনের উচ্চপর্যায় কয়েক ডজন কর্মকর্তা সহ অন্তত ৬৭০ গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

হিন্দুত্ববাদী ভারত: বাবরির পর জ্ঞানবাপি; এবার টার্গেট শ্রীরঙ্গপাটনা

হাজার বছর ধরে মুসলিম শাসনের অধীনে থাকা ভারত থেকে মুসলিমদের নিশানা মুছে দেয়ার জন্য উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা বারবার একটি সস্তা কৌশল অবলম্বন করে। প্রাচীন মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরি করা হয়েছে এই অভিযোগ তুলে একের পর এক ঐতিহ্যবাহী মসজিদগুলো ভাঙ্গার পটভূমি তৈরি করছে গেরুয়া সন্ত্রাসীরা।

বিশেষ করে গত কয়েক বছর ধরে এই একই কৌশলের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মুঘল আমলে নির্মিত বাবরি মসজিদ এই কৌশলে ভেঙ্গে দিয়েছিল হিন্দুত্ববাদীরা। কিছুদিন আগে উত্তর প্রদেশের জ্ঞানবাপি মসজিদের ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ করে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। এবারে টার্গেট করেছে কর্ণাটকের শ্রীরঙ্গপাটনা জামিয়া মসজিদকে।

কর্ণাটকের উগ্র হিন্দুপন্থী গোষ্ঠীগুলি কর্ণাটক হাইকোর্টে ১০৮টি পিটিশন দাখিল করবে যেন মান্ডিয়া জেলার শ্রীরঙ্গপাটনায় জামিয়া মসজিদের ভিতরে তাদের পূজা করার অনুমতি দেওয়া হয়।

বজরং এর রাজ্য সভাপতি, বি মঞ্জুনাথ, গত ৩ নভেম্বর, বার্তা সংস্থা হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেছে, পিটিশনগুলি প্রস্তুত আছে। কিছু দিনের মধ্যে সেগুলো দায়ের করা হবে। ১০৮ কে হিন্দুদের জন্য একটি শুভ সংখ্যা দাবি করে এই উগ্র হিন্দু নেতা বলেছে, “এ কারণেই আমরা এতগুলো পিটিশন ফাইল করছি।”

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল সহ বেশ কয়েকটি উগ্র হিন্দুপন্থী দল দাবি করছে যে, মসজিদটি একটি হনুমান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয়েছে। এ কারণে হিন্দুদের অধিকার রয়েছে সেখানে পূজা প্রার্থনা করার।

অথচ, ১৭৮২ সালের দিকে নির্মিত মসজিদটি ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ (ASI) দ্বারা রক্ষিত একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান।

উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের অভিযোগ, জেলা কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকার অতীতে তাদের অনুরোধে সাড়া দেয়নি। এদিকে মসজিদটির নিরাপত্তার জন্য মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে হিন্দুত্ববাদী সরকারের আবেদন জানানো হয়েছে। আর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হিন্দুত্ববাদী ভারত প্রশাসন সব সময়ই হিন্দুদের পক্ষে রায় দেয়।

উগ্র হিন্দু মঞ্জুনাথের দাবি, “এটি একটি হিন্দু মন্দির। এটা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। যে কেউ ফটো এবং প্রমাণগুলি দেখে একমত হবেন যে এটি একটি হিন্দু কাঠামো। আমরা এই সব আদালতে উপস্থাপন করব। তারা পুরো মন্দির ভেঙে দেয়নি। তারা শুধুমাত্র উপরের কাঠামো ভেঙ্গে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে। বাকি বিল্ডিং অক্ষত আছে।”

সে অভিযোগ করেছে, মুসলিমরা নাকি সেখানকার মন্দিরের সকল প্রমাণ নষ্ট করছে। তাই ঐ মসজিদ থেকে মুসলিমদের বের করে দেয়ার জোর দাবি জানিয়েছে এই মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু নেতা।

গত কয়েক মাসে, বেশ কয়েকটি হিন্দু সংগঠন এই মসজিদের জরিপ চেয়ে জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। তাদের দাবি সত্য প্রমাণিত হলে মন্দিরটি পুনরুদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানিয়েছে উগ্র হিন্দুরা।

মঞ্জুনাথ আরো বলেছে, “আমরা নিশ্চিত যে, এখন না হলেও ভবিষ্যতে কোনো না কোনো সময় মন্দিরটি হিন্দুদের পূজার জন্য ফিরিয়ে দেওয়া হবে।”

মঞ্জুনাথের বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, প্রমাণিত হোক বা হোক এই মসজিদ তারা এক সময় দখল করবেই।

নাপাক হিন্দুত্ববাদীরা উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই মুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাগুলোকে বিতর্কিত করে হিন্দুত্ববাদী আদালতে মামলা করছে। তারা জানে, আজ না হোক কাল হিন্দুত্ববাদী আদালত তাদের দাবির পক্ষেই রায় দিবে। যেমনটা হয়েছে বাবরী মসজিদের ক্ষেত্রে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদীতের দৌরাত্ম্য এখনই রুখে না দিতে পারলে ভারতে মুসলিমদের গণহত্যা অনিবার্য। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সকল পর্যায়ে ভেদাভেদ ভুলে এক মুসলিম অপর মুসলিমের পাশে দাঁড়াতে হবে; হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে। তবেই রচিত হবে গাজওয়াতুল হিন্দের মারহালা।

তথ্যসূত্র:

১। Hindu groups to move Karnataka high court for nod to pray at Jamia Masjid - https://tinyurl.com/yc278pt2

০৬ই নভেম্বর, ২০২২

ইয়েমেন: মুজাহিদদের কাছে পদে পদে মার খাচ্ছে গাদ্দার আরব আমিরাত

সম্প্রতি জাজিরাতুল আরবের ভূমি ইয়েমেনে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে আক্রমণের তেজ বাড়িয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্। ফলে বহু সংখ্যক গাদ্দার সৈন্য হতাহত হওয়ার পাশাপাশি শত্রু পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।

গত ৪ নভেম্বর এ ধরনের দুইটি সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এরমধ্যে প্রথম হামলাটি পরিচালিত হয় আবয়ানের আল-মাহফাদ জেলায়। সেখানে গাদ্দার আরব আমিরাত সমর্থিত মিলিশিয়াদের একটি ব্রিগেডের গাড়ি বহর লক্ষ্য করে বোমা বিস্ফোরণ করেন মুজাহিদগণ। এতে গাদ্দার বাহিনীর একটি গাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। পাশাপাশি ৪ ভাড়াটে সৈন্য নিহত এবং আরও বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়।

সেদিনই, আবয়ানের আল-খায়াল এলাকায় একই ধরনের আরেকটি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। আরব আমিরাতের ভাড়াটে সৈন্যদের একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বিস্ফোরণ ঘটালে তাতে থাকা সমস্ত সৈন্য হতাহত হয়।

গত অক্টোবর মাসের ২৬ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত আবয়ান ও শাবওয়াহ রাজ্যে আরও ৬টি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

এর মধ্যে প্রথম হামলাটি চালানো হয় আবিয়ানের আল-মাহফাদ এলাকায়। সেখানে মুজাহিদগণ গাদ্দার আরব-আমিরাতের ভাড়াটে সৈন্যদের অন্তর্গত একটি সামরিক গোষ্ঠীকে প্রথমে একটি বিস্ফোরক ডিভাইস দিয়ে হামলা করেন। পরে তাদের উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে চালান মুজাহিদগণ। আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট "আল-মালাহিম" মিডিয়ার তথ্য মতে, উক্ত হামলায় বহু সংখ্যক গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

একই কৌশল অবলম্বন করে, শাবওয়া রাজ্যের আল-মাসনা এলাকায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাড়াটে সৈন্যদের আরও একটি সামরিক কাফেলাকে এম্বুশ করেন মুজাহিদগণ। এই হামলাতেও শত্রুপক্ষের বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়েছে।

পরবর্তিতে, আল-মাহফাদ এলাকায় শত্রুর পদাতিক সৈন্যদের উপর একটি অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এ হামলায় ৩ শত্রুসেনা নিহত এবং বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়।

মালিতে অবস্থান দৃঢ় করছে জেএনআইএম: তটস্থ ইউএন, আইএস ও সরকারি বাহিনী

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে জিহাদের উত্তপ্ত এক ময়দান হয়ে উঠেছে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি। দেশটিতে একাধারে কয়েকটি শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম)।

আয-যাল্লাকা ফাউন্ডেশনের এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, গত ৩ নভেম্বর, ওয়ারশ এবং নিমসাসুর মধ্যবর্তি এলাকায় গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি কাফেলার উপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে গাদ্দার মালিয়ান বাহিনীর অন্তত ৪ সৈন্য নিহত হয়।

সফল এই হামলা শেষে, মুজাহিদগণ গাদ্দার সামরিক বাহিনীর দুটি গাড়ি পুড়িয়ে দেন। পাশাপাশি, উক্ত অভিযান থেকে ১টি দোশকা, ১০টি ক্লাশিনকোভ, ২টি বেকা, ১টি আরপিজি, গোলাবারুদ এবং আরও সরঞ্জামাদি গনিমত পেয়েছেন।

একই দিন, মিনকা অঞ্চলের এনকার এলাকাতে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আইএসের একটি সাইটেও ভারী হামলা চালিয়েছেন জেএনআইএম মুজাহিদগণ। এই হামলায় মুজাহিদগণ আইএস এর ৫ সদস্যকে হত্যা করতে এবং তাদের সইটটি ধ্বংস করতে সক্ষম হন। বাকি সন্ত্রাসীরা উক্ত এলাকা ছেড়ে পলায়ন করে।

এরপর গত ৫ নভেম্বর, কোন্না জেলার বাতুমা এলাকায় দখলদার জাতিসংঘের গিনি ব্যাটালিয়নের একটি সামরিক কনভয় টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। জাতিসংঘের সামরিক বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে একটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে গিনি ব্যাটালিয়নের অন্তত ৫ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

সার্বিক পরিস্থিতিতে থেকে এটা পরিষ্কার যে, ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম মালিতে নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে সক্ষম হয়েছেন। শত্রু বাহিনীর সকল কৌশলের বিরুদ্ধেই মুজাহিদগণ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন এবং সফলতা পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।

হিন্দুত্ববাদী ভারত: বেপরোয়া হচ্ছে উগ্র হিন্দুরা; বাড়ছে মুসলিম পিটিয়ে খুন

কারণে-অকারণে কোন তথ্য প্রমাণ ও বিচার ছাড়াই হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিমদের পিটিয়ে খুন করার ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। এমনই এক ঘটনায়, ৩ অক্টোবর উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরে উগ্র হিন্দু জনতা ১৯ বছর বয়সী এক মুসলিম কিশোরকে পিটিয়ে খুন করেছে।

নিহতের নাম জিয়া। তার বাবা মোহাম্মদ আইয়ুব, গ্রামের একজন মুদি দোকানের মালিক। রামপুর মনিহারন থানায় দায়ের করা এফআইআর-এ জিয়ার বাবা তাদের প্রতিবেশী এক হিন্দু পরিবারের চারজনের নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, আঘাতের কারণে জিয়ার শরীরে, পেট, পায়ে ও দুই হাতে গভীর ক্ষত পাওয়া গেছে।

এদিকে উক্ত ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই এক অভিযুক্তের ১৯ বছর বয়সী স্ত্রী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়েছে ঐ অভিযুক্তের পরিবার। পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করেছে।

প্রতিবেশী পুরুষোত্তম মৌর্য জানায়, জিয়া ও ঐ মেয়ে একে অপরকে চিনত। তবে কোন পরিবারই তা স্বীকার করেনি। ফলে এই দুজনের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিলো কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

নিহত মেয়ের পরিবারের দাবি, রাতে হঠাৎ হট্টগোলের শব্দ পেয়ে উনারা বাড়ির বাইরে এসে দেখেন যে, ৪/৫ জন যুবক জিয়াকে লাঠি ও রড দিয়ে পেটাচ্ছে। আক্রমণকারীদের তারা চিনেন না।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, উভয় পরিবার একে অপরের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করেছে।

সন্দেহের বসে মুসলিমদেরকে গণপিটুনি দেয়ার বিষয়টি হিন্দুত্ববাদী ভারতে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, মুসলিমদের খুন করতে হিন্দুত্ববাদী নেতারা সাধারণ হিন্দুদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উস্কে দিচ্ছে, মদদ দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে গত অক্টোবর মাসেই ৩ জন মুসলিমকে পিটিয়ে খুন করেছে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা। এসকল গণপিটুনিতে আহত হয়েছেন আরও ৪ জন মুসলিম।

উগ্র হিন্দু নেতাদের উসকানি ও মদদের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে এসেছে গত ২০ আগস্ট। টুইটারে প্রকাশিত ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী জনতা পার্টির রাজস্থানের নেতা এবং বিজেপি বিধায়ক জ্ঞান দেব আহুজাকে ঘিরে তার সমর্থকরা বসে আছে। আর সে বর্ণনা দিচ্ছে মুসলিমদের কোথায় কোথায় কত সালে পিটিয়ে খুন করেছে।

সে স্বীকার করেছে, “আমরা ইতিমধ্যেই পাঁচজনকে পিটিয়ে খুন করেয়েছি। পিটিয়ে খুন করার জন্য আমি আমার সমর্থকদের জন্য মুক্ত হস্তে ব্যয় করেছি। খুন করতে গিয়ে যারা আটক হয়েছে আমরা তাদের বেকসুর খালাস এবং জামিন নিশ্চিত করবো।”

এটাই মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুত্ববাদী ভারতের প্রকৃত চেহারা। এসকল নেতারাই প্রাতিষ্ঠানিক মদদে মুসলিম গণহত্যার ইন্ধন যোগাচ্ছে। তাদের সমর্থকদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করছে। মুসলিম হত্যা করে কোন উগ্র হিন্দু ধরা পড়লে, তাকে মুক্ত করছে।

অন্যদিকে বিশ্বের নামধারী মুসলিম নেতারা ও মুসলিম সংগঠনগুলো মুসলিম উম্মাহর এ ক্রান্তি লগ্নে দৃশ্যত নীরবতা পালন করছে। ব্যক্তি স্বার্থ ও ফুরুয়ী ইখতিলাফের কারণে মুসলিম উম্মাহ আজ দলে দলে বিভক্ত। বিভক্তি ভুলে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারলে উম্মাহর এই দুর্ভোগ আরও করুণ পরিস্থিতিতে রূপ নেবে।

তথ্যসূত্র:

1.UP: Muslim man beaten to death by mob, accused’s wife found hanging hours after - https://tinyurl.com/4umm7yuf

2. “We lynched five persons so far;” Rajasthan BJP leader caught on camera - https://tinyurl.com/469yfey2

3. VIDEO LINK: https://tinyurl.com/35wftt8j

শাবাবের টার্গেট সোমালি সামরিক ঘাঁটি; ২ হামলায় ১২৮ গাদ্দার হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় সম্প্রতি সম্মুখ লড়াইয়ের পাশাপাশি ইস্তেশহাদী হামলার পরিমাণ বাড়িয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন। এতে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সরকারি বাহিনীতে হতাহতের সংখ্যাও বেড়েছে কয়েক গুণ।

গত ৪ অক্টোবর, দক্ষিণাঞ্চলীয় শাবেলি রাজ্যের তৌফিক শহরে সোমালি বিশেষ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে একটি ইস্তেশহাদী হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এই ঘাঁটির গাদ্দার সেনারা সেক্যুলার তুর্কি বাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষিত, জানিয়েছে শাহাদাহ এজেন্সি।

তাদের দেয়া তথ্য মতে, একজন জানবায মুজাহিদ বিস্ফোরক ভর্তি একটি গাড়ি নিয়ে এই হামলাটি চালিয়েছেন। এতে সামরিক ঘাঁটিটির একটি বড় অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। উক্ত হামলায় ঘাঁটিতে অবস্থানরত তুর্কি প্রশিক্ষিত অন্তত ২৩ সোমালি সৈন্য নিহত হয়। আহত হয়েছে আরও কমপক্ষে ১৯ গাদ্দার সৈন্য। পাশাপাশি, ঘাঁটিতে মজুদ বিপুল সংখ্যক সাঁজোয়া যান এবং অসংখ্য সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, সেদিন মার্কিন প্রশিক্ষিত সেনাদের উপরও একটি ভারি হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। কেন্দ্রীয় সোমালিয়ার হিরান রাজ্যে হামলাটি চালানো হয়। এতে মার্কিন প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্সের অন্তত ৮৬ সেনা হতাহত হয়।

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || অক্টোবর, ২০২২ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2022/11/06/60470/

০৫ই নভেম্বর, ২০২২

দখলদার চীনা প্রশাসন উইঘুরদের মৃতদেহ কী করছে জানে না কেউ

কঠোর লকডাউনের কারণে প্রাণ হারানো উইঘুর মুসলিমদের মৃতদেহ জোর পূর্বক নিয়ে যাচ্ছে দখলদার চাইনিজ প্রশাসন। পূর্ব তুর্কীস্তানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ঘুলজা শহরের স্থানীয়রা ও কিছু কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মৃতদেহগুলি কী করা হচ্ছে সে ব্যাপারে মৃতদের পরিবার পরিজনকে কিছু জানায়নি আগ্রাসী প্রশাসন।

কথিত লকডাউনের অজুহাতে প্রায় পাঁচ লাখ মুসলিমের শহর ঘুলজাকে আগস্টের শুরু থেকেই অবরুদ্ধ করে রাখে দখলদার চীন। এতে অনাহার ও ঔষধের অভাবে প্রাণ হারায় অনেক মুসলিম।

এক অফিসিয়াল বিবৃতিতে জানানো হয়েছিলো, এই লকডাউনে ঘুলজাতে প্রায় ৯০ জন মুসলিম প্রাণ হারিয়েছেন। যদিও বাস্তবে এই সংখ্যা আরও বেশি হবে বলে মনে করেন অনেকে।

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে দখলদার কর্তৃপক্ষ লকডাউন প্রত্যাহার করে নেয়। তবে "উইঘুর ভাষায় জরুরি সেবা" না থাকার কারণে মৃতের সংখ্যা এত বেড়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত কিছু ব্যক্তি জানিয়েছেন, দখলদার কর্তৃপক্ষ মৃতদেহ সংগ্রহ করতে কিছু বিশেষ কর্মী নিয়োগ দিয়েছিল। কিন্তু তারা ইসলামী রীতি অনুযায়ী মৃতদের কবরস্থ করেনি, আর মৃতদের পরিবারকেও তা করতে দেয়নি। এমনকি কবরস্থ করার আগে মৃতদেহগুলি গোসল করানোর অনুমতিও দেয়নি ইসলাম বিদ্বেষী চাইনিজ প্রশাসন।

বিশ্ব উইঘুর কংগ্রেসের নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান তুর্ঘুঞ্জন আলাউদুন বলেন, "কেউ মারা গেলে আমরা তার মৃতদেহ গোসল করাই এবং সঠিকভাবে তাকে কবরস্থ করি। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে আমরা এই রীতিই অনুসরণ করে আসছি।"

তিনি আরও বলেন, ইসলামী রীতি অনুযায়ী মৃতদেহ কবরস্থ করার সুযোগ থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করার দ্বারা "উইঘুরদের প্রতি চীনের গণহত্যা নীতির" বিষয়টি স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

সুইডেনে বসবাসরত উইঘুর নাবিজান আলা বলেন, পূর্ব ঘুলজায় বসবাসরত তার চাচা আবলিমিত জুনুন লকডাউনের সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। কঠোর লকডাউনের কারণে হাসপাতালে যেতে না পারায় গত ১ অক্টোবর তিনি মারা যান।

"সেখানকার কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিতভাবে মৃতদেহগুলি সংগ্রহ করছে। কিন্তু তারা সেই মৃতদেহগুলি নিয়ে কী করছে তা এখনও প্রকাশ করেনি। এমনকি আমার চাচার মৃতদেহ সম্পর্কেও আমি এখনো কিছু জানতে পারিনি," বলেন নাবিজান।

ঘুলজায় করোনা ভাইরাস মহামারী পরিস্থিতিতে সহায়তাকারী দলের একজন সদস্য বলেন, শুধু স্থানীয় জননিরাপত্তা ব্যুরোর কাছেই সব তথ্য আছে। তারাই জানে যে মৃতদেহগুলি কী করা হয়েছে।

কাশগড় শহরের সহায়তাকারী দলের এক কর্মী রেডিও ফ্রি এশিয়াকে জানান, কিছু দিন আগে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড শেষে মুক্তি পেয়েছিলেন ২৭ বছর বয়সী এক যুবক। তার নাম আলিমজান আব্দুরিশিত। লকডাউনের সময় অনাহার ও অসুস্থতার কারণে মুক্তি পাওয়ার মাত্র ৪০ দিনের মাথায় ঐ যুবক মারা যান। মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ পুলিশ নিয়ে যায়। এখন পর্যন্ত তার পরিবার জানে না যে আলিমজানের মৃতদেহ কী করা হয়েছে।

সার্বিক দৃষ্টিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দখলদার চাইনিজ প্রশাসন চায় উইঘুর মুসলিমদের জীবন থেকে সকল ধরনের ইসলামি রীতিনীতি একেবারে মুছে দিতে। উইঘুর মুসলিমদের কুরআন শিক্ষায় নিষেধাজ্ঞা দেয়া, ডিটেনশন সেন্টারে অমানবিক নির্যাতন করা, লকডাউনের নামে অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মুসলিমদের খুন করা, মুসলিম নারীদেরকে জোরপূর্বক হান পুরুষদের সাথে বিয়ে দেয়া, ধর্ষণ – আগ্রাসী চাইনিজ প্রশাসনের রোমহর্ষক অপরাধের ফিরিস্তি অনেক লম্বা।

এদিকে নামধারী মুসলিম দেশগুলো চাইনিজ প্রশাসনের সাথে ক্রমাগত ব্যবসায়িক ও কূটনীতিক সম্পর্ক জোরদার করে যাচ্ছে। অথচ, উইঘুর মুসলিমদের ব্যাপারে তারা মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে। পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের

দালাল জাতিসংঘও শুধু নিন্দা জানিয়েই দায়িত্ব পালন করছে। এমতাবস্থায় মুসলিম উম্মাহর জাগরণ অপরিহার্য। নচেত দখলদার চাইনিজ প্রশাসন তুর্কিস্তান থেকে ইসলাম ও মুসলিম দুটোই মুছে দিবে।

তথ্যসূত্রঃ

Authorities in Xinjiang collect bodies of Uyghurs who died during COVID lockdown - https://tinyurl.com/2p9ackrm

---

দিল্লী গণহত্যা মামলায় মুসলিমকে খালাস দিতে বাধ্য হয়েছে হিন্দুত্ববাদী আদালত

২০২০ সালের দিল্লী দাঙ্গার সময় উগ্র হিন্দুরা স্থানীয় মুসলিমদের ওপর পরিকল্পিত হামলা, হত্যা, ও লুটপাট চালিয়েছিল। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় কট্টর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসএস এবং উগ্র হিন্দুরা খুন করেছিল কমপক্ষে ৩৫ জন মুসলিমকে। অথচ, হিন্দুত্ববাদী পুলিশ উল্টো মুসলিমদের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়। মিথ্যে মামলা দিয়ে অনেক মুসলিমকে কারাগারে আটক করে এই মুসলিম বিদ্বেষী বাহিনী।

মিথ্যে মামলার আসামীদের একজন হচ্ছেন নূর মুহাম্মাদ। দীর্ঘ দু'বছর জেলে থাকার পর প্রমাণ হয় যে, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের "প্রমাণ নির্ভরযোগ্য নয়।" ফলে আদালত দিল্লির গণহত্যা মামলা থেকে নূর মুহাম্মাদকে খালাস দিতে বাধ্য হয়েছে।

দিল্লী দাংগার পর এক উগ্র হিন্দু সীমা অরোরা একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিল যে, তার শোরুমে উগ্র জনতা আগুন দিয়েছে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে খজুরি খাস থানায় নথিভুক্ত করা একটি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল এই মুসলিম যুবককে।

তদন্তের সময় পুলিশ কোন যাচাই বাছাই না করেই শুধুমাত্র মুসলিম হবার কারণে নূরকে "জনতার অংশ" হিসাবে উল্লেখ করে। পরবর্তিতে ঐ মিথ্যা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করে।

এদিকে, আদালত বলেছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের প্রকাশ্য প্রমাণ নেই। তাছাড়া, অভিযুক্তদের শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সাক্ষীদের ধারাবাহিক কোন সাক্ষ্যও নেই।

এ কারণে, অতিরিক্ত দায়রা বিচারক পুলস্ত্য প্রমাচালা নুর মুহাম্মাদকে সমস্ত অভিযোগ থেকে খালাস দিয়েছে। ভারতের আইনি ওয়েবসাইটও তা প্রকাশিত হয়েছে।

এমনিভাবে, গত ২০ অক্টোবর, দিল্লি গণহত্যার একটি মামলায়, আরেক মুসলিম তাহির সহ ১০ জনকে খালাস দিয়েছে একটি আদালত। সেই রায়ে আদালত বলেছে, যাচাই না করেই তাদেরকে গুরুতর অপরাধের ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

মুসলিমদেরকে ভারত থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিতাড়িত করতে এমন কোন পদক্ষেপ নেই যা গ্রহণ করেনি গুজরাটের কশাই নরেন্দ্র মোদির সরকার। রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মামলা, হামলা, নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা, ধর্ষণ, মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির নির্মাণ আজ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এসব খবর শুনতে শুনতে মুসলিমদেরও গা সয়ে গেছে। অথচ সারা বিশ্বের মুসলিমদের উচিৎ নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে নিজ নিজ জায়গা থেকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আওয়াজ তোলা, প্রতিবাদ করা, এবং প্রতিরোধ সৃষ্টি করা।

তথ্যসূত্র:

1.“Evidence not reliable”: Court acquits Muslim youth in Delhi pogrom case - https://maktoobmedia.com/2022/11/03/evidence-not-reliable-court-acquits-muslim-youth-in-delhi-pogrom-case/

অভিশপ্ত ইহুদিদের হাতে মুসলিম শিশু হত্যার শেষ কোথায়

যত দিন যাচ্ছে, অভিশপ্ত ইহুদিরা ফিলিস্তিনে তত বেপরোয়া হয়ে উঠছে। গত অক্টোবর মাসেই আগ্রাসী ইহুদিরা খুন করেছে ৩১ জন নিরাপরাধ ফিলিস্তিনি মুসলিমকে। এর রেষ কাটতে না কাটতেই গত ৩ সেপ্টেম্বর একদিনেই দখলদার বাহিনী খুন করেছে শিশু সহ ৪ মুসলিমকে।

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাস দমনের নামে অভিযান চালায় দখলদার বাহিনী। এসব তথাকথিত অভিযানের নামে এভাবেই শিশু সহ নিরাপরাধ মুসলিমদের খুন করে আসছে সন্ত্রাসী ইসরাইল।

পাশাপাশি, চার জন ফিলিস্তিনি শিশুকে গ্রেপ্তারও করেছে সন্ত্রাসী ইসরাইল। সন্ত্রাসী ইসরাইলের আগ্রাসন ও বর্বরতা এতটাই নিচে নেমেছে যে, শিশুদের খুন করার পাশাপাশি পঙ্গু শিশুদেরকেও সন্ত্রাসী ট্যাগ দিয়ে গ্রেপ্তার করছে।

নিপীড়িত, নির্যাতিত, নিগৃহীত ফিলিস্তিনি মুসলিমরা আজ শুধু এই ভরসায় আছে যে, আল্লাহ তা’আলা শীঘ্রই তাদের জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ করবেন।

তথ্যসূত্র:

In less than 24 hours, the Israeli occupation forces have killed four Palestinians in separate incidents across the West Bank - https://tinyurl.com/3bpapu4a

---

আফগানিস্তান: অর্থনীতির চাকা ঘুরাতে পারে "রেড গোল্ড" জাফরান

আফগানিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকেই, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি নতুন করে গড়ে তুলতে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে অন্যতম পদক্ষেপ হচ্ছে, আফিম সহ সকল মাদকদ্রব্য চাষের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

এই আফিম চাষ তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারের আমলগুলোতে আফগান জনগণের আয়ের একটি বড় উৎস ছিল। এমন পরিস্থিতিতে কৃষকদের বড় এই অংশটিকে মাদক চাষ থেকে বিরত রাখার পাশাপাশি তাদেরকে আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী করতে তালিবান সরকার বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। মাদকের পরিবর্তে জাফরান ও গম চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করেন তারা। এতে তারা সফলও হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। ফলশ্রুতিতে, ২০০১ সালের মতো আফগানিস্তানে মাদক চাষ আবারও শূন্যে চলে এসেছে।

এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, তালিবান সরকারের তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকরা পরীক্ষামূলক ভাবে গম ও জাফরান চাষ করেছেন। এর ফলনও এখন ঘরে উঠাতে শুরু করেছেন কৃষকরা। আফগান কৃষকদের মতে, "গম এবং জাফরান চাষে আমরা যে এতটা সফল হবো, তা ছিলো অকল্পনীয়।"

একজন কৃষক জানান, “অন্যান্য বছর আফিম চাষ করে আমরা যা আয় করেছি, এবার সরকারের পরামর্শে জাফরান চাষ করে তার চেয়ে বেশি ফলন পেয়েছি। ফলে আমাদের আয়ও আগের চেয়ে বেড়েছে।” গম চাষীরাও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এ বিষয়ে ইমারাতে ইসলামিয়া সরকারের নানগারহার কৃষি বিভাগ বলেছে, তাঁরা হিসারক জেলার কিছু কৃষককে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে জাফরান বীজ দিয়েছিলেন। প্রথমবার হিসেবে ফলনও বেশ ভালো হয়েছে। ঐ কর্মকর্তার মতে, “এই সফলতার কারণে কৃষকরা জাফরান চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। আর আমরাও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জাফরানের আবাদ বাড়ানোর চেষ্টা শুরু করেছি।”

উল্লেখ্য যে, জাফরানকে রেড গোল্ড বা লাল সোনা বলা হয়ে থাকে। বিশ্ব বাজারে আফগানিস্তানের এক কেজি জাফরানের দাম প্রায় ২,০০০ ডলার। বিশ্ব বাজারে এর চাহিদাও অনেক। ঔষধ, খাদ্যসামগ্রী ও রান্নার পাশাপাশি অনেক রোগের প্রতিকার হিসাবে জাফরান ব্যবহার হয়ে থাকে।

এ বছর আফগানিস্তানের ৩০টি প্রদেশে প্রচুর জাফরান চাষ হয়েছে। সবচেয়ে বেশি জাফরান চাষ হয়েছে হেরাত প্রদেশে। তালিবান কর্মকর্তারা জানান, “জাফরানকে আমরা আফগান কৃষকদের আয়ের একটি প্রধান উৎস হিসাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি।”

এ বছর আফগানিস্তানে শুধু জাফরান বা গমের ফলনই ভালো হয়েছে এমন নয়। বরং, কৃষকরা বলছেন, এ বছর দেশে সব ধরনের ফসল যে পরিমাণে উৎপাদন হয়েছে, ইতিপূর্বে এতো ফলন কোন বছর হয়নি। সুবহানাল্লাহ!

কৃষিখাতে এমন অভূতপূর্ব উৎপাদন দেখে মনে হচ্ছে, যুদ্ধবিদ্ধস্ত, ক্লান্ত-শ্রান্ত দেশটির ভূমি তাঁর প্রকৃত মালিককে খুঁজে পেয়েছে। ফলে জমিন তাঁর ভিতরে লুকিয়ে রাখা সম্পদ বের করে দিচ্ছে। আল্লাহ্ তাআ'লা এই ভূমি ও তাঁর অধিবাসীদের আরো বারাকাহ দান করুন! আমিন।

০৪ঠা নভেম্বর, ২০২২

তুর্কিয়ে এবং মার্কিন শিবিরে আশ-শাবাবের জোরদার হামলা: ৮৬ এর বেশি হতাহত

২০২২ সালটা তেমন ভালো যাচ্ছে না পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি গাদ্দার প্রশাসনের। প্রতিদিনই ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ভারি সব হামলার শিকার হচ্ছে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনী। এতে বহু সংখ্যক গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আহত হচ্ছে।

গত ৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবারেও তেমনই একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে কেন্দ্রীয় সোমালিয়ার আলিগুদুদ জেলায়। হামলাটি শহরের একটি সামরিক স্টেশনের ভিতরে বিস্ফোরক ভর্তি একটি গাড়ি ব্যবহার করে চালানো হয়েছিল। আর হামলার সময় স্টেশনটিতে ক্রুসেডার মার্কিন প্রশিক্ষিত 'দানব' এবং তুর্কিয়ে প্রশিক্ষিত 'গরগর' নামক গাদ্দার মোগাদিশু প্রশাসনের স্পেশাল ফোর্সের সদস্যরা অবস্থান করছিল।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্যমতে, গতকাল সকালে হিরান রাজ্যে তুর্কিয়ে এবং মার্কিন বাহিনীর যৌথ একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে জোরদার হামলা চালিয়েছেন প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এরপর সেখানে হক ও বাতিলের ২টি বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই ছড়িয়ে পড়ে। যা কয়েক ঘন্টা যাবৎ চলতে থাকে।

শাবাব মুজাহিদিনের সাথে কয়েক ঘন্টা ধরে চলা এই সংঘর্ষে যখন শোচনীয় পরাজয়ের দোরগোড়ায় গাদ্দার বাহিনী, তখন দখলদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিমানগুলি গাদ্দার বাহিনীকে সহায়তা করতে এই যুদ্ধে জড়িত হয়। মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলি এসময় আশ-শাবাবকে ব্যাপকভাবে লক্ষ্যবস্তু করে।

যুদ্ধে দখলদার সন্ত্রাসী মার্কিন বাহিনীর অংশগ্রহণ সত্বেও, তাদের পক্ষে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর পরাজয় রোধ করা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে আশ-শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ভারী হামলার মুখে নিহত হয় সোমালি স্পেশাল ফোর্সের অন্তত ৩৬ গাদ্দার সৈন্য। এবং আহত হয় আরও ৫০ এরও অধিক গাদ্দার।

এদিকে ক্রুসেডার মার্কিন বিমান হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে আশ-শাবাব একটি বিবৃতিতে বলেছে যে, মার্কিন বিমান হামলায় ৮ জন মুজাহিদ সাথীও শাহাদাত বরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউ'ন।

যাহোক, আশ-শাবাবের দিক থেকে যুদ্ধের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিলো যে, ক্রুসেডার মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলির হামলা সত্বেও ময়দানে টিকে থাকতে পারেনি গাদ্দার বাহিনী। অবশেষে পশ্চিমাদের প্রশিক্ষিত যৌথ বাহিনীটি ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

পাক-তালিবানের দুর্দান্ত সব হামলায় গাদ্দার সেনা-প্রশাসনের ১১৩ সদস্য হতাহত

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দেশটির জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান ও ইসলামাবাদ সরকারের গাদ্দার বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ আবারও তীব্র হয়ে উঠেছে। যার ফলে উপজাতীয় এলাকায় গত এক মাসে টিটিপি'র হামলায় ১১৩ এরও বেশি গাদ্দার সেনা সদস্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

পাকিস্তানি তালিবান (টিটিপি) এবং গাদ্দার ইসলামাবাদ প্রশাসনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি আলোচনা বাধাগ্রস্ত হওয়ার পর, এই অঞ্চলে পারস্পরিক আক্রমণে গতি এসেছে। কেননা দলগুলি একে অপরকে ডি-এস্কেলেশন প্রক্রিয়া লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করে। যার ফলে টিটিপি প্রতিশোধ বা আত্মরক্ষা মূলক অভিযান শুরুর ঘোষণা করে।

টিটিপি কর্তৃক এই ঘোষণাটি এমন সময় আসে, যখন গাদ্দার পাকি-সেনারা প্রতারণা ও ভুয়া অ্যানকাউন্টারের মাধ্যমে টিটিপি সদস্য ও দায়িত্বশীলদের টার্গেট করটে থাকে। ফলে টিটিপি যুদ্ধবিরতি চুক্তি ঠিক রেখে আত্মরক্ষামূলক অভিযানের ঘোষণা করে। এরপর থেকে গাদ্দার পাকি-সামরিক ইউনিটগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালাতে শুরু করে টিটিপি ।

এর ধারাবাহিকতায় গত অক্টোবর মাসে টিটিপির বীর যোদ্ধারা পাকিস্তান জুড়ে কয়েক ডজন প্রতিরক্ষা মূলক অপারেশন চালান। সম্প্রতি টিটিপি এক প্রতিবেদনে অক্টোবর মাসে তাদের পরিচালিত এসব হামলার একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদন অনুসারে, অক্টোবর মাসে টিটিপির মুজাহিদিরা পাকিস্তানের ১৮টি জেলা জুড়ে ৪৩টি হামলায় অংশ নিয়েছেন। প্রদেশ হিসাবে এসব হামলার ১৪টি পেশোয়ারে, ১৩টো বান্নুতে, ৭টি ডিআই খানে, ৩টি মালাকান্দ প্রদেশে এবং কোহাত ও মারদান প্রদেশে একটি করে আক্রমণ চালানো হয়েছে।

টিটিপি জানিয়েছে যে, মুজাহিদদের এসব হামলায় ৬০ সেনা সদস্য, ৩০ পুলিশ সদস্য, ১৯ সীমান্তরক্ষী এবং ৪ গোয়েন্দা কর্মকর্তা সহ মোট ১১৩ গাদ্দার নিহত ও আহত হয়েছে। এর মধ্যে নিহত সেনা সংখ্যা ৭০ জন। তবে অভিযানের অনেকগুলোতে হতাহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা না যাওয়ায় তা এই প্রতিবেদনে আনা হয় নি।

যাইহোক, টিটিপি তাদের প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করেছে যে, মুজাহিদগণ তাদের এসব বীরত্বপূর্ণ অপারেশনের মাধ্যমে গাদ্দার বাহিনীর ৫টি সামরিক যান এবং ৩টি ভবন ধ্বংস করেছেন। সেই সাথে অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

প্রতিবেদনের শেষে এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব অভিযানের সময় ১০ জন মুজাহিদ সাথীও পাকিস্তানি গাদ্দার বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, গত সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবরে অধিক সংখ্যক হামলা চালিয়েছে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান। প্রতিরোধ বাহিনীটি সেপ্টেম্বর মাসে দেশের ১৪টি জেলায় মোট ৩৯টি হামলা চালিয়েছিল। আর তাতে হতাহত হয়েছিল ৮২ গাদ্দার।

সোমালিয়া | গভর্নরের কনভয়ে আশ-শাবাবের হামলায় হতাহত ৮ গাদ্দার

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে একটি আইইডি বিস্ফোরণের কবলে পড়েছে দেশটির এক গাদ্দার ডিপুটি গভর্নরকে বহনকারী কনভয়। এতে অন্তত ৮ গাদ্দার সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে।

স্থানীয় সংবাদ সূত্র "শাহাদাহ এজেন্সি"র তথ্য অনুযায়ী, আজ গতকাল ৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর ডেনিয়েল জেলায় একটি প্রশাসনিক কনভয়ে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। সূত্রমতে, কনভয়টি ছিলো মোগাদিশুর ডিপুটি গভর্নর আলি ইয়ারের।

হামলার সময় গভর্নরের গাড়িটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিস্ফোরণের কিছুক্ষণ আগেই আলী ইয়ারে তার গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ায় এবারের মতো সে বেঁচে যায়। তবে তার দেহরক্ষীরা গাদ্দার সেনারা হতাহতের শিকার হয়।

সূত্র আরও জানায়, আইইডি বিস্ফোরণে গভর্নরের স্পেশাল ৫ দেহরক্ষী নিহত এবং আরও ৩ দেহরক্ষী গুরুতর আহত হয়। হতাহতের এই ঘটনায় দিকভ্রান্ত গাদ্দার সেনারা চারদিকে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। কাপুরুষ সৈন্যদের এধরণের এলোপাথাড়ি গুলাগুলিতে কয়েকজন নিরপরাধ লোক মারা যান।

ফটো রিপোর্ট || ইমারাতে ইসলামিয়ার র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিট

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রশাসন গত বছর ক্ষমতায় আসার পর দেশ গঠনের পাশাপাশি সামরিক খাতে বিশেষ মনোযোগ দেয়। ফলে এই সল্প সময়ের মধ্যেই ইমারাতে ইসলামিয়ার সামরিক ইউনিটগুলোকে উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও ইউনিফর্মে সজ্জিত করে তুলেছে সরকার।

সেই ধারাবাহিকতায় ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন দেশটির প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা GDI-কেও নতুন রূপে ঢেলে সাজিয়েছে। দেশটির বর্তমান এই গোয়েন্দা সংস্থার অধীনে ৩টি র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিট কাজ করে থাকে। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইমারাতে ইসলামিয়া নেতৃবৃন্দ গোয়েন্দা ইউনিটগুলোর জন্য আলাদা ইউনিফর্ম ও লোগো চালু করেছেন। ২৪ মিনিটের একটি ভিডিও সংস্করণের মাধ্যমে র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিটের পোশাক উন্মোচন করেছে তালিবান।

র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিটের কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2022/11/04/60425/

০৩রা নভেম্বর, ২০২২

আল-কায়েদার অতর্কিত হামলা : নিহত কমপক্ষে ১২ বুরকিনান সেনা

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসো ও মালিতে সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করেছে। যেখানে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' ও ইসলাম বিরোধী শক্তির মধ্যে লড়াই চলমান রয়েছে।

সেই সূত্র ধরেই গত ২৯ অক্টোবর শনিবার বুরকিনা ফাসোতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর একটি অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'। দেশটির নগারী ও ফাদান এলাকার কাছে হামলার ঘটনাটি ঘটেছে। যেখানে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি কনভয় ঘিরে অভিযানটি চালাতে শুরু করেন মুজাহিদগণ।

আয-যাল্লাকা মিডিয়া সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) যোদ্ধাদের অতর্কিত এই হামলার ফলে, অন্তত ১২ বুরকিনান সেনা সদস্য নিহত হয়, বাকিরা আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ৩টি গাড়ি, ২টি দোশকা, ১৯টি ক্লাশিনকোভ, ২টি আরবিজি, ২০টি মোটরবাইক সহ অসংখ্য গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

উল্লেখ্য যে, একইদিন দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় নাটিবিয়ান জেলায়ও গাদ্দার বাহিনীর একটি সামরিক কনভয়ে ভারী হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যা কয়েক ঘন্টা ধরে চলমান থাকে। সামরিক সূত্র প্রথমে উক্ত হামলায় ১৫ সেনা সদস্য নিহত হওয়ার কথা শিকার করলেও, পরে এই সংখ্যা ১৮ তে পৌঁছায়। সেই সাথে আহত হয় আরও ১০ এর বেশি শত্রুসেনা।

ক্রুসেডার ফ্রান্সে মুসলিম নিপীড়নের নয়া হাতিয়ার: টয়লেটে পানি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

ইউরোপের তথাকথিত সভ্য রাষ্ট্র ফ্রান্সে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলাম বিদ্বেষ কোন নতুন ঘটনা নয়। কিছু দিন আগেই বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ ﷺ কে কটুক্তি করে পুরো বিশ্বে সমালোচনার পাত্র হয়েছিল দেশটি। এবার ফ্রান্সের মুসলিমদের নিপীড়নে নতুন হাতিয়ার বেছে নিয়েছে এক ফরাসি কোম্পানি। টয়লেট করার পর নিজেকে পরিষ্কার করার কাজে পানি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ঐ ইসলাম বিদ্বেষী কোম্পানি।

জানা যায়, সম্প্রতি ঐ কোম্পানিটি একটি নোটিশ জারি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, "সকল টয়লেট ব্যবহারকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ফ্রান্সে স্বাভাবিক রীতি হলো মলত্যাগের পর টয়লেট পেপার দিয়ে মুছে ফেলা এবং তারপর সাবান দিয়ে হাত ধৌত করা।

“নিজেকে পরিষ্কার করার জন্য পানি ও হাত ব্যবহার করা স্বাস্থ্যবিধির বিপরীত। তাই কোম্পানির যেসব কর্মীরা প্লাস্টিকের বোতল বা পানি ভর্তি পাত্র নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করবে তাদেরকে খুব কঠোর শাস্তি পেতে হবে।”

উল্লেখ্য, পশ্চিমা ও ইউরোপীয় দেশগুলোর ওয়াশরুমগুলিতে সাধারণত টয়লেটে পানির ব্যবস্থা থাকে না। তাই মুসলিমরা টয়লেট ব্যবহার করার জন্য বোতল বা অন্য কোন পাত্রে করে পানি নিয়ে যায়। কিন্তু ধর্মীয় স্বাধীনতার ধ্বজাধারীরা এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে মূলত মুসলিমদেরকে শারীরিক ও আত্মিক উভয় ভাবেই নাপাক করতে চায়।

ফ্রান্স নামটি শুনলেই ভেসে উঠে ইসলাম বিদ্বেষী ও আফ্রিকার মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত বর্বর জাতির প্রতিচ্ছবি। প্রিয় নবি ﷺ এর অবমাননা করা, পর্দা বিষয়ক ইসলামের পবিত্র ফরজ বিধানে নিষেধাজ্ঞা, মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া, মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করা – এগুলো ফ্রান্সে সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক সকল ক্ষেত্রে ইসলাম বিদ্বেষী ফ্রান্সকে উপযুক্ত জবাব দেয়া সকল মুসলিমের ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব। শান্তির ধর্ম মানে ইসলাম নতজানু ধর্ম নয়, বরং ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ইসলাম শান্তির ধর্ম।

তথ্যসূত্র:

------

1. French company to punish employees who use water after defecation - https://tinyurl.com/y4bfw3m8

আফগানিস্তানঃ বিদেশী বিনিয়োগ ছাড়াই খনি মন্ত্রণালয়ে রেকর্ড রাজস্ব

ইসলামি শরিয়াহ্'র ছায়াতলে বিভিন্ন খাত থেকে আফগানিস্তানের বর্তমান ইসলামি সরকারের রাজস্ব আয় বেড়েই চলেছে আলহামদুলিল্লাহ্। সেই সাথে দ্রুত গতিতে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে যুদ্ধবিদ্ধস্ত ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের অর্থনীতি।

গত ১ নভেম্বর ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের খনি ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে যে, এই মন্ত্রণালয় গত সপ্তাহে ৩১৯ মিলিয়ন ৬৬০ হাজার ৪৯১ আফগানি এবং ৭০ হাজার ৪৬০ মার্কিন ডলার রাজস্ব সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। এটি এযাবতকালে এক সপ্তাহের ব্যবধানে মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ রাজস্ব আয়ের রেকর্ড।

বিগত মাসের শেষ সপ্তাহে (২১ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত) মন্ত্রণালয় ৩ কোটি ৬০ লাখ ৩৬০ হাজার ৪৩৯ আফগানী এবং ২ লাখ ২৫১ হাজার মার্কিন ডলার সংগ্রহ করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, দেশে আফগানিস্তানের ইসলামিক আমিরাতের আবির্ভাবের পর, সরকারের রাজস্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এটি প্রশাসনিক দুর্নীতি দূরীকরণ এবং রাজস্ব আদায়ে স্বচ্ছতার কারণে। আগের পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সেক্যুলার সরকারগুলো মূলত রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল ব্যাপক দুর্নীতি, লুটপাট আর স্বজনপ্রীতির কারণে। তবুও ঐ দুর্নীতিবাজ সরকারগুলোকেই কথিত বিশ্ব-সম্প্রদায় সমর্থন দিয়ে গেছে মূলত ইসলাম দমনের স্বার্থেই।

তাছাড়া, ইসলামি ইমারতের উমারা ও কর্মকর্তাগণ এমনকি মুসলিম উম্মাহর সামান্যতম স্বার্থ আদায়ের ক্ষেত্রেও এক চুল পরিমাণ ছাড় দিতে রাজি নন। বর্বর চীনারা উইঘুর সম্পর্কিত বিভিন্ন শর্তে আফগানিস্তানে ব্যাপক বিনয়গের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু শর্তমালায় উইঘুর মুসলিমদের স্বার্থবিরোধী বিষয়বস্তু উপস্থিত থাকায় সকল আলোচনা বাতিল করেছে তালিবান প্রশাসন।

এমনকি চীনের সাথে পূর্বতন সেক্যুলার সরকারের করা চুক্তিগুলোতে মুসলিমদের স্বার্থ-বিরোধী কিছু ধারা থাকায়, সেগুলোও পুনর্বিবেচনার নামে আটকে দিয়েছেন উম্মাহদরদী তালিবান প্রশাসন; সেগুলো পুনরায় চালু হওয়ার নুনতম কোন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে চীন আফগানিস্তানে তাদের প্রতিশ্রুত একটি ডলারও বিনিয়োগ করেনি। এর পরেও আলহামদুলিল্লাহ্‌, ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান অন্যান্য সকল সেক্টরের পাশাপাশি খনি ও পেট্রোলিয়াম খাতে রেকর্ড পরিমাণ রাজস্ব আয় অব্যাহত রেখেছে আলহামদুলিল্লাহ্‌।

তালিবান প্রশাসন প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন যদি রাজিখুসি থাকেন, তাহলে মুসলিমদের অন্য কোন জাতি বা কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হওয়ার কিংবা তাবেদারি করার প্রয়োজন নেই।

তথ্যসূত্রঃ

----

1. Ministry of Mines and Petroleum collects over 319 Million AFN Revenue in 1 Week - https://tinyurl.com/2t855xtn

---

মালিতে আইএস ও গাদ্দার বাহিনীকে হটিয়ে একাধিক শহরে আল-কায়েদার নিয়ন্ত্রণ

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির মধ্যে লড়াই পূর্বের যেকোনো সময়ের চাইতে তীব্র আকার ধারণ করেছে। যেখানে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা জনগণের সমর্থন

নিয়ে গাদ্দার সরকারি বাহিনী ও সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির মোকাবিলা করছেন। এবং অনেক এলাকা থেকে শত্রুদের পিছু হটতে বাধ্য করেছেন।

সেই সূত্র ধরেই ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের মুজাহিদরা মুসলমানদের জান-মাল রক্ষার জন্য একটি সামরিক অভিযান শুরু করেছেন। সেই অসহায় মুসলমানদের পক্ষে তারা তাদের সাম্প্রতিক লড়াই শুরু করেছেন, যাদের রক্ত ঝরানো হচ্ছে এবং তাদের মাল আত্মসাৎ করে চলছে গাদ্দার মালিয়ান সামরিক বাহিনী ও খারিজিদ গোষ্ঠী আইএস সন্ত্রাসীরা।

এই লক্ষ্যে মুজাহিদগণ অক্টোবরের শেষ দিকে মেনাকা রাজ্যের আমাকরা এবং ইনিকার অঞ্চলে প্রথম অভিযান চালানো শুরু করেন। এই দু'টি এলাকায় খারেজি আইএস সন্ত্রাসীদের অবস্থানগুলিতে কয়েক ঘন্টা যাবৎ হামলা চালান মুজাহিদগণ, এবং সন্ত্রাসীদের এলাকাগুলি ছেড়ে যেতে বাধ্য করেন। তবে পালানোর আগ পর্যন্ত মুজাহিদদের হামলায় অন্তত ১০ আইএস খারিজি নিহত হয়।

এই অভিযানের পর মুজাহিদগণ রাজ্যটির আইগাজরাগান ও তামালেট শহরে অভিযান চালাতে শুরু করেন, যা সন্ত্রাসী আইএস'এর শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। ২৮ অক্টোবর শহর দু'টিতে প্রথম হামলা চালানো শুরু হয়। মুজাহিদদের প্রথমদিনের এই হামলায় সন্ত্রাসী আইএস গোষ্ঠীর অন্তত ৬০ সদস্য নিহত হয়। এরফলে আইগাজরাগান ছেড়ে পালায় আইএস সদস্যরা।

তবে তখনও তামালেট শহরের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার চেষ্টা করে সন্ত্রাসী আইএস। ফলে মুজাহিদগণ পরের দিন আরও শক্তি নিয়ে শহরটিতে ভারী হামলা চালান। এসময়ের মধ্যে অন্য এলাকার আইএস সন্ত্রাসীরাও শহরটিতে জড়ো হলে, ২৯ অক্টোবর সেখানে ভারী লড়াই শুরু হয়। ঐ লড়াইয়ে ৩০ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। বিপরীতে মুজাহিদগণ ডজনকে ডজন আইএস সদস্যকে হত্যা করেন। অবশেষে আইএস সন্ত্রাসীরা এই শহরটি ছেড়ে প্রতিবেশি দেশ নাইজারের দিকে পালিয়ে যায়।

এই শহর ও এলাকাগুলো ছাড়াও গত কয়েকদিনের লড়াইয়ে মুজাহিদগণ সন্ত্রাসী আইএসদের হাত থেকে আরও অর্ধডজন এলাকা মুক্ত করেছেন। যেসব এলাকায় এই সন্ত্রাসীরা মাসের পর মাস ধরে নিরপরাধ লোকদের রক্ত, সম্পদ ও তাদের সম্মানকে বিনষ্ট করা নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়েছিলো।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এখনো মেনাকা ও গাও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসী আইএসদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন মুজাহিদগণ।

একই সাথে গাদ্দার মালিয়ান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধেও অভিযান চলমান রেখেছেন মুজাহিদগণ। গত ২৮ অক্টোবর মুজাহিদরা বোগোলো গ্রামে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা চালান। এতে অনেক সৈন্যকে মুজাহিদগণ হত্যা এবং আহত করেন, বাকিরা এলাকাটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

অতর্কিত এই হামলার কারণ সম্পর্কে জানা যায় যে, গাদ্দার বাহিনী স্থানীয়দের প্রচুর সংখ্যক গবাদি পশু ও সম্পত্তি চুরে করে নিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা এবিষয়ে 'জেএনআইএম' প্রশাসনের কাছে বিচার দায়ের করে।

ফলে মুজাহিদগণ গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে জনগণের সম্পদ ও গবাদি পশুগুলি উদ্ধার করেন এবং তা মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেন।

অপরদিকে ৩১ অক্টোবর সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বিস্ফোরক ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। ফলে গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাতে থাকা সমস্ত সৈন্য নিহত হয়। সফল এই হামলাটি মালির তুকতাল এলাকায় চালানো হয়।

হিন্দুত্ববাদী ভারতঃ বিহারে ইসলামিক নাম ব্যবহার করে হিন্দুদের জমি দখল

ভারতের বিহারে ইসলামিক নাম ব্যবহার করে হিন্দু কৃষকদের ভয় দেখিয়ে পানির দামে তাদের জমি কিনে নিয়েছে একদল প্রতারক হিন্দু। জমি কেনা শেষে মুসলিম নাম পালটে হিন্দু নাম ধারণ করেছে সংগঠনটি।

প্রতারক হিন্দু রবি প্রকাশ মহাজন ২০০২ সালে তানজিম-এ-জারখেজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান খুলে একজন মুসলিম ম্যানেজার নিয়োগ করে। অন্যদিকে গো-রক্ষা ও পরিবেশ রক্ষার কথা বলে প্রায় ১০০ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সে সময়ই প্রায় এক কোটি রুপি সংগ্রহ করে।

তারপর শুরু হয় তার মূল মিশন। খারগোন এলাকার হিন্দু কৃষকদের মাঝে গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, মুসলিমদের সংগঠন তানজিম-এ-জারখেজ সেখানে একটি মুসলিম আবাসিক এলাকা, একটি কবরস্থান ও একটি বড় কশাই খানা খুলবে। পাশাপাশি হিন্দুদের মনে ভীতি ছড়াতে থাকে যে, সেখানে কশাই খানা খুললে তাদের জমির দাম কমে যাবে।

রবি প্রকাশ মহাজনের ফাঁদে পড়ে যায় রাজপুরা পঞ্চায়েতের ৭/৮ জন সহজ সরল হিন্দু কৃষক। তাদের কাছ থেকে প্রায় ৫০ একর জমি পানির দামে কিনে নেয় সংগঠনটি।

রাজপুরা গ্রামের বাসিন্দা পঞ্চাশ বছর বয়সী রাম নারায়ণ কুশওয়াহা বলেছে, ২০০৪-০৫ সালে আশেপাশের গ্রামগুলিতে একটি শক্তিশালী গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে একটি মুসলিম সংগঠন একটি কসাই ঘর খুলছে এবং বেশিরভাগ জমি কিনে নিয়েছে। সেচ্ছায় বিক্রি না করলে এই মুসলিম সংগঠন হিন্দু গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ হতে বাধ্য করবে।

সে আরও বলে, "আমার মনে পড়ে 'বাবলু খান' নামে একজন এজেন্ট প্রায়ই গ্রামে আসতো জমির মালিকদেরকে তাদের খালি জমি বিক্রি করতে রাজি করাতে।

"সে [বাবলু খান] আমাদের এই বলে বুঝাতো যে, একবার তারা কসাই ঘর খুললে, আপনার জমি কোন কাজে আসবে না এবং আপনি কম দামে তা বিক্রি করতে বাধ্য হবেন। আমার ভাই তার ফাঁদে পড়েন এবং স্বল্প পরিমাণে চার একর জমি বিক্রি করে দেয়।"

রাজপুরা গ্রামের আরেক কৃষক, ৬৫ বছর বয়সী নন্দ কিশোর কুশওয়াহা দাবি করেছে, "কোন উপায় না দেখে, আমি আমার পাঁচ একর জমি ৮০,০০০ রুপিতে বিক্রি করেছি। কিন্তু তারা আমাকে মাত্র ৪০,০০০ রুপি দিয়েছে।"

জমি কেনা শেষ হলে, সংগঠনটি নাম পালটে পিসি মহাজন ফাউন্ডেশন নাম ধারণ করে সেখানে একটি আবাসন প্রকল্প শুরু করে। উল্লেখ্য যে, এই আবাসন প্রকল্পে কোন মুসলিম বাসিন্দা নেই।

আবাসন প্রকল্পের সামনে হিন্দু নামের ব্যানার দেখে কৃষকদের মনে সন্দেহ হলে তারা খারগোন পুলিশের কাছে অভিযোগে দায়ের করে।

রাম নারায়ণ কুশওয়াহা বলেছে, "আমরা জানতে পেরেছি যে, মুসলিম সংস্থাটির নাম পরিবর্তন করে পিসি মহাজন ফাউন্ডেশন করা হয়েছে এবং সমস্ত জমি এখন তাদেরই। মুসলিম নামটি ছিল শুধুই ধোঁকা দেওয়ার জন্য।"

প্রতারক রবি প্রকাশ মহাজনের প্রতারণা এখানেই শেষ নয়। তার আরও একাধিক প্রতিষ্ঠান আছে। সেগুলোতেও সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করে লক্ষ লক্ষ রুপি হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রতারক সংগঠন পিসি মহাজন ফাউন্ডেশনের সভাপতি হচ্ছে বজরং দলের নেতা রঞ্জিত সিং। অবশ্য রাজপুরার কৃষকদের জমি কেনার সময় এই হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী তানজিম-এ-জারখেজ এর সাথে যুক্ত ছিল না বলে দাবি করেছে রবি প্রকাশ মহাজন।

বাস্তবতা হচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো তাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এবং মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্য প্রয়োজনে স্বজাতি হিন্দুদেরকেও সর্বস্বান্ত করতে দ্বিধা করে না। মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা যেকোন ছল, কৌশল অবলম্বন করতে পারে। নিজেরাই হিন্দুদের ঘর বাড়িতে লুটপাট চালিয়ে তার দোষ মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়ার মতো ঘটনাও অনেক ঘটেছে হিন্দুত্ববাদী ভারতে।

তথ্যসূত্র:

----

1. How A Trust Used Urdu Name And Islamophobia To 'Dupe' Farmers - https://tinyurl.com/39br4uah

---

০২রা নভেম্বর, ২০২২

আরাকানে নৌকাডুবিঃ নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় সাগরে নিখোঁজ ২৩ রোহিঙ্গা

মিয়ানমারের আগ্রাসী জান্তা সরকারের হাত থেকে রেহাই পেতে সমুদ্র পথে দেশ ত্যাগের সময় ৮৩ জন রোহিঙ্গাকে বহনকারী একটি নৌকা ডুবে যায়। গত ৩০ অক্টোবর ঘটনাটি ঘটে রাখাইনের আয়েয়ারওয়াদি এলাকায়।

এ ঘটনায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৬০ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে মিয়ানমার পুলিশ। বাকি ২৩ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও জীবিত উদ্ধারকৃতদের গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়েছে সন্ত্রাসী জান্তা বাহিনী।

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমরা চতুর্মুখী বিপদের মধ্যে দিনানিপাত করছেন। একদিকে জান্তা বাহিনীর গুলি, গুলি থেকে বাঁচতে দেশ ত্যাগ করতে গিয়ে বন্দীত্ব, আরেক দিকে সাগরে মৃত্যুর হাতছানি। কোন রকমে প্রতিবেশী ভারতে পৌঁছাতে পারলেও, সেখানে ডিটেনশন সেন্টার আরেক করুণ উপাখ্যান।

এমন মানবিক বিপর্যয়ের পরেও মানব জাতি আজ দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিয়ানমারের সন্ত্রাসী জান্তা সরকারকে অস্ত্র ও অন্যান্য আসবাব দিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহায়তা করছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. A boat sinks, and 20 Rohingya are missing - https://tinyurl.com/zazpppwh

---

পাক-তালিবানের ৩ হামলায় কর্নেল সহ ৪৩ গাদ্দার সেনা হতাহত

দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তান প্রশাসন ও ইসলামি প্রতরোধ বাহিনী টিটিপি'র মাঝে চলছে আলোচনাকালীন যুদ্ধবিরতি। কিন্তু এর মাঝেও পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনী চুক্তি লঙ্ঘন করে বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায়। ফলে পাক-তালিবান (টিটিপি) প্রতিরক্ষা মূলক অভিযানের সূচনা করে।

পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনীর যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন ও টিটিপির প্রতিরক্ষামূলক হামলার ফলে, যুদ্ধবিরতির মধ্যেই চলছে তীব্র লড়াই। গত মাসের শেষ দশকে এধরণের ডজনখানেক হামলা চালিয়েছে টিটিপি। এরমধ্যে ৩টি উল্লেখযোগ্য। যাতে পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনীর অন্তত ৪৩ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এরমধ্যে প্রথম হামলার ঘটনাটি ঘটে গত ২৩ অক্টোবর বান্নু প্রদেশের স্পেনওয়াম সীমান্তে। যেখানে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) সশস্ত্র প্রতিরোধ যোদ্ধারা গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর একটি কনভয় লক্ষ্য করে আক্রমণ চালিয়েছেন। এতে গাদ্দার বাহিনীর এক কর্নেল সহ অন্তত ১২ সেনা সদস্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

এই হামলার কারণ সম্পর্কে টিটিপি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সম্প্রতি গাদ্দার পাকি-বাহিনী কারাবন্দী আমাদের কয়েকজন মুজাহিদ ভাইকে ভূয়া অ্যনকাউন্টারে শহীদ করেছে। আর সেসব ভাইদের রক্তের প্রতিশোধ নিতেই এমন হামলা চালানো হয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি চালান একই প্রদেশের লাকি-মারওয়াত জেলায়। যেখানে গাদ্দার বাহিনীর প্রায় ১০টি গাড়ির সমন্বয়ে গঠিত একটি কনভয় মুজাহিদদের অবস্থানে হামলার চেষ্টা করে। আর তার জবাবেই মুজাহিদগণ সময়মত শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেন এবং তীব্র পাল্টা হামলা চালান। এতে গাদ্দার সেনাদের বহনকারী একটি গাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে মুজাহিদদের সফল হামলায় অফিসার সহ ৮ এর বেশি গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়। আর মুজাহিদগণ নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান, আলহামদুলিল্লাহ।

এমনই আরও একটি সামরিক অপারেশনের ঘটনা ঘটে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের শাক্তোই সীমান্ত এলাকায়। যেখানে গাদ্দার সৈন্যরা মুজাহিদদের একটি কাফেলার উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে। ফলে পূর্বের মতো এখানেও মুজাহিদগণ তীব্র পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন।

ফলশ্রুতিতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ২টি গাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। আর এক সেনা কমান্ডার সহ ২৩ এর বেশি সৈন্য হতাহত হয়। বিপরীতে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া সকল মুজাহিদিন নিরাপদে তাদের কেন্দ্রে ফিরে জান - আলহামদুলিল্লাহ।

এসব হামলার বিষয়ে টিটিপি'র কেন্দ্রীয় মুখপাত্র জানান, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান অবশ্যই ইতিবাচক এবং অর্থবহ সংলাপ বিবেচনা করে। তবে এর দ্বারা কখনই এমনটা বোঝা উচিত নয় যে, আমরা আমাদের শহীদ এবং বন্দীদের সম্পর্কে অবগত নই। আর আমরা নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য কিছুই করবো না।

বিহারে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের গণপিটুনিতে এক মুসলিম কিশোর খুন

হিন্দুত্ববাদী ভারতের বিহার প্রদেশের মুজাফফরপুরে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা দুই মুসলিম কিশোরকে নৃশংসভাবে পিটিয়েছে। এতে একজন ঘটনা স্থলেই প্রাণ হারান এবং অপর আহত কিশোরের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

নিহত নেহাল ওরফে আয়ানের বয়স ১৯। বন্ধু ফাইজানের সাথে সে গত ৩০ অক্টোবর সন্ধ্যায় কাঁথির মহারথা গ্রামের ছট ঘাটে বেড়াতে গিয়েছিল।

সেখানে তারা এক মেয়েকে উত্যক্ত করেছে এই অভিযোগে ওই মেয়ের পরিবার আরও লোকজন নিয়ে ঐ দুই মুসলিম কিশোরকে বেদম মারধর করে। এতে আয়ান ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আর ফাইজানকে অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় উগ্র হিন্দু জনতা।

এদিকে, ঘটনার পর থেকে মেয়ের পরিবারের লোকজন পলাতক রয়েছে। আর এই নির্মম সহিংসতার শিকার আয়ান ও ফাইজানের পরিবারের সদস্যরা তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছেন।

আয়ানের মা শামীমা খাতুন জানিয়েছেন, ছট ঘাটে উপস্থিত পুলিশ সদস্যরা হিংস্র হিন্দু জনতাকে থামানোর কোন চেষ্টাই করে নি। আয়ান মারা গেলে কাঁথি থানা পুলিশ লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়ে দেয়।

হিন্দুত্ববাদীদের নোংরা হাত প্রতিনিয়ত মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। কেউ কোন অপরাধ করুক বা না করুক, কেবল মাত্র মুসলিম হওয়ার অপরাধে হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিমরা আজ নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত।

তথ্যসূত্র:

1.मुजफ्फरपुर: छठ घाट पर घूमने गए दो मुस्लिम लड़कों को हिंदू भीड़ ने बेरहमी से पीटा, एक की मौत - https://tinyurl.com/5563rd99

কাশ্মীরে ভারতের আগ্রাসনঃ এক মাসে ১৯৫ অভিযান, ১৪ মুসলিম খুন

দখলকৃত কাশ্মীরে গত অক্টোবর মাসে ১৪ জন মুসলিমকে খুন করেছে হিন্দুত্ববাদী ভারতের সন্ত্রাসী বাহিনী বিএসএফ। কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিসের গবেষণা বিভাগের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুধু ৩১ অক্টোবরেই ছয়জন মুসলিমকে ভুয়া এনকাউন্টারে খুন করেছে দখলদার বাহিনী।

জানা যায়, গত মাসে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা প্রায় ১৯৫টি অভিযান চালিয়েছে দখলকৃত কাশ্মীরে। ১৪ জনকে খুন করার পাশাপাশি ৪৭ জন কাশ্মীরিকে বিভিন্ন অজুহাতে গ্রেপ্তারও করেছে হিন্দুত্ববাদীরা। অক্টোবর মাসের 'খুন উৎসবের' কারণে দু'জন মুসলিম নারী বিধবা হয়েছেন এবং সাত শিশু এতিম হয়েছে। এছাড়াও একজন মুসলিমের বাড়িও ধ্বংস করেছে দখলদাররা।

উল্লেখ্য যে, বিগত প্রায় ৩০ বছরে দখলদার সেনারা কমপক্ষে ৯৬ হাজার কাশ্মীরি মুসলিমকে খুন করেছে। বাস্তবে এর সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। এর মধ্যে পুলিশি হেফাজতে খুন হয়েছেন ৭ হাজার ২৭০ জন, গ্রেপ্তার হয়েছেন ১ লাখ ৬৫ হাজার ৩০৭ জন, বিধবা হয়েছেন ২২ হাজার ৯৫১ জন, এতিম হয়েছে ১ লাখ ৭ হাজার ৮৮৭ শিশু, আর গণধর্ষিত হয়েছেন ১১ হাজার ২৫৬ জন।

এত তথ্য উপাত্ত ও প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের দালাল জাতিসংঘ ভারতের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয় না। অথচ কোন কাফের জাতির একজন খুন হলেও ওরা গলাবাজিতে ব্যস্ত হয়ে যায়। অথচ বিশ্বের মুসলিমরা এখনও ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ফুরুয়ী ইখতিলাফ নিয়ে ব্যস্ত।

তথ্যসূত্রঃ

Indian troops martyr 14 Kashmiris in October - https://tinyurl.com/37jk24h8

০১লা নভেম্বর, ২০২২

তালিবান গোয়েন্দা সংস্থা GDI: বিশ্বপটে নয়া ধামাকা!

একজন সফল শাসকের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কাজ ও তৎপরতার পিছনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তার শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক। গোয়েন্দা তথ্যের আলোকে একজন শাসক অনেক অসাধ্য কাজকেও খুব সহজে আঞ্জাম দিতে পারেন। স্বাভাবিক ভাবেই যে দেশের গোয়েন্দা সংস্থা যত শক্তিশালী তারা ততটাই সফল।

গোয়েন্দা তথ্য ও বুদ্ধিমত্তা অর্জন হচ্ছে যুদ্ধ বিজয়ের প্রথম ধাপ। সেনা কমান্ডাররা যদি শত্রুর সামর্থ্য, যোদ্ধাদের মনোবল এবং একাগ্রতার কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হন, তবে ঐ সেনবাহিনীর জন্য পরাজয় সুনিশ্চিত।

বলা হয়ে থাকে যে, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রহ.) এর সাফল্যের নিহিত ছিল তার গোয়েন্দা সংস্থার শক্তি ও তৎপরতায়। যারা শত্রুর পদক্ষেপ সম্পর্কে আগেই তথ্য সংগ্রহ করতেন এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

ইসলামের সোনালী যুগেও এই গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। সেনা নায়ক হিসেবে মহানবী ﷺ এর সর্বোত্তম গুণগুলির মধ্যে একটি ছিল শত্রুর প্রস্তুতি ও অবস্থান সম্পর্কে আগে থেকেই ভালো করে জেনে নেওয়া এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া।

এর উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে 'আবু সুফিয়ান' এর নেতৃত্বে থাকা কুরাইশদের কাফেলার উপর রাসূল ﷺ এর নজরদারি। সিরাত থেকে জানা যায়, বদর যুদ্ধের পূর্বে রাসুলুল্লাহ ﷺ হযরত ত্বালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ এবং হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে গোয়েন্দা কাজে প্রেরণ করেছিলেন। পরে তাঁরা ফিরে এসে মক্কার কাফেরদের বাণিজ্যিক কাফেলা সম্পর্কে সুবিন্যস্ত তথ্য রাসূল ﷺ এর সামনে উপস্থাপন করেছিলেন।

- তাঁরা রাসূল (সাঃ) কে জানিয়েছিলেন যে, এটি মক্কার কাফেরদের একটি মহান কাফেলা, যার সাথে মক্কার সমস্ত নেতারা যুক্ত আছে।

- এই কাফেলার প্রধান হলেন আবু সুফিয়ান, যার সাথে চল্লিশজন প্রহরী রয়েছে।

- প্রচুর পরিমাণে ব্যবসায়িক মালামাল ও রসদ উটের উপর বোঝাই করা হয়েছে। এই কাফেলার বাণিজ্য পণ্যের তৎকালীন মূল্য ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার দিনার, ইত্যাদি।

গুরুত্বপূর্ণ এমন গোয়েন্দা তথ্যের ফলস্বরূপ, দ্বিতীয় হিজরীর ৮ই রমজান রাসুলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলায় আঘাত করতে ৩১৩ জন সাহাবীকে নিয়ে মদীনা থেকে রউনা করেন। অবশেষে এই মহান কাফেলা নিয়েই বদর প্রান্তে ইসলামি সোনালী ইতিহাসের মহান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর মুহাম্মাদী সেনাবাহিনী বদরের প্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ বিজয় লাভ করেন।

সীরাতের অনুসরণে, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রশাসনও বিশ্ব রাজনীতি থেকে শিক্ষা নিয়ে গঠন করেছেন শক্তিশালী একটি গোয়েন্দা সংস্থা, যা GDI নামে পরিচিত। আর এই গোয়েন্দা অধিদপ্তরের অধীনে কাজ করছে ইমারাতে ইসলামিয়ার ৩টি র‍্যাপিড রেসপন্স ইউনিট। এই বাহিনীর রয়েছে সামরিক বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শী কৌশল এবং প্রতিকুল যুদ্ধক্ষেত্রের ২০ বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।

আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামিয়া ফিরে আসার পর থেকে গত এক বছর ধরে, তাঁরা দেশ ও জনগণের পবিত্র সম্পদ রক্ষা, দুষ্কৃতিকারীদের প্রতিরোধ এবং বিদ্রোহীদের দমনে কাজ করে আসছেন।

এই বাহিনীকে আঞ্চলিক পর্যায়ে অন্যতম কার্যকর একটি গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর শিকড় আফগানিস্তানের প্রতিটি অলিতে-গলিতে পৌঁছে গেছে। তারা দেশের প্রতিটি বন্ধু ও শত্রুকে কঠোর নজরদারিতে রাখছেন। সেই সাথে কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ ছাড়াই জনগণের সেবা করে যাচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে নতুন শাসন ব্যবস্থাকে খুব সহজেই আপন করে নিয়েছে আফগানিস্তানের সাধারণ জনগণ।

আফগান গোয়েন্দারা প্রমাণ করেছেন যে, তাঁরা যেকোন সময় এবং যেকোন আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করতে সক্ষম। তাঁরা উচ্চ মনোবলের অধিকারী এবং কূটনৈতিক চ্যানেলে অত্যন্ত কার্যকর।

আগ্রাসী আমেরিকার বিরুদ্ধে গত ২০ বছরের যুদ্ধে এই অকুতোভয় যোদ্ধারা তাদের গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমে কুফফার বাহিনীকে নাকানিচুবানি খাইয়েছেন। তাঁরা নবী ﷺ এর দেখানো পথ অনুসরণ করে শত্রুর সারিতে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, অবশেষে আগ্রাসী বাহিনী দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

পাশাপাশি, দখলদাররা চলে যাওয়ার পর বড় ধরনের সঙ্কট এড়াতে, দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে, গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করছেন এই মুজাহিদগণ।

সম্প্রতি ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন এই বীরদের নিয়ে ২৪ মিনিটের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। এই বীরদের ৩টি ইউনিটকে নতুন ইউনিফর্মে, নতুন আঙ্গিকে সাজানোর ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

জনগণকে আহ্বান জানিয়ে তাঁরা বলেছেন, "আসুন আমাদের স্বদেশকে নিরাপদ রাখতে এবং অশুভ উপাদান নির্মূল করতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গোয়েন্দা সংস্থা জিডিআই-কে সিদ্ধান্তমূলকভাবে সহযোগিতা করি। দেশের জাতীয় স্বার্থ, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং এর সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরেও বর্তায়। তাই আপনারা জিডিআই-কে সহায়তার করে এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন। ইনশাআল্লাহ, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের GDI হবে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা। যতক্ষণ আপনাদের সন্তানদের সমন্বয়ে গঠিত এই সংস্থা দৃঢ়ভাবে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকবে, ততক্ষণ শত্রুরা তাদের কলুষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্ষম হবে না, ইনশাআল্লাহ।"

নিঃসন্দেহে, মুজাহিদ বাহিনীর এমন গোয়েন্দা সংস্থার আবির্ভাবে ইসলামের শত্রুদের ঘুম হারাম হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

ইসরাইলের কারাগারে ফিলিস্তিনি বন্দিনীদের দুর্ভোগ!

ফিলিস্তিনে দখলদার অভিশপ্ত ইসরাইলের নির্যাতন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সেই সাথে কারাবন্দী মুসলিমদের ওপরও জুলুম অব্যাহত রেখেছে দখলদার সন্ত্রাসী। বন্দীদের নূন্যতম মানবিক অধিকারগুলো পূরণ করছে না তারা। তাদের নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছেনা নারী বন্দীরাও।

বর্তমানে ইসরাইলের ডেমন কারাগারে ৩০ জন ফিলিস্তিনি নারী বন্দী রয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেরই জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রয়োজন। আযহার আসসাফ নামক এক বন্দী নারী মারাত্মক নিউরো, চোখ ও কানের সমস্যায় ভুগছেন। কিন্তু দখলদার ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করেছে।

এমন আসসাফ ইসরাইলি কারাগারে আরও অনেক রয়েছেন। ইসরা জাবিস তদের মধ্যে অন্যতম। তাঁকে ২০১৫ সালে গ্রেফতার করেছিল অভিশপ্ত ইসরাইলি বাহিনী। রান্নার কাজে ব্যবহৃত একটি সিলিন্ডার গ্যাস বহনের সময় রাস্তায় বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে নিজ সন্তানসহ তিনি গুরুতর আহত হন। তাঁর শরীরের প্রায় ৬৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল।

এমন পরিস্থিতিতেও বর্বর ইসরাইলি সৈন্যরা তাঁর বিরুদ্ধে কথিত সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ এনে তাঁকে গ্রেফতার করে। অভিশপ্ত ইসরাইলিরা তাকেও উন্নত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে। এতে তার দুই হাতের সবগুলো আঙুল, নাক ও মুখসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায়ও তাঁকে বছরের পর বছর কারাগারে আটকে রেখেছে ইসরাইল।

এভাবেই নির্দোষ ফিলিস্তিনি নারীরা ইসরাইলি কারাগারে চিকিৎসায় অবহেলা ছাড়াও নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। পরিবার ও শিশু সন্তানদের সাথেও সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয় না বন্দী নারীদের।

এমন সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের দালাল জাতিসংঘ সন্ত্রাসী ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না। বরং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসরাইলি বর্বরতাকে সমর্থন দিয়ে আসছে। অবস্থা দৃষ্টে এটা স্পষ্ট যে, দল মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাইতুল মাকদিসের পাশে না দাঁড়ালে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের দুর্ভোগ বাড়তেই থাকবে।

তথ্যসূত্র:

------

1. Palestinian female detainee in Israeli prisons suffers medical negligence, says PPS - https://tinyurl.com/yc5b4psv

---

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || অক্টোবর ৪র্থ সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী
https://alfirdaws.org/2022/11/01/60350/

দখলদার ইহুদিদের উপর এবার মুসলিমদের হামলা: পশ্চিম তীরে ১১ ইহুদী হতাহত

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে দখলদার ইহুদিদের উপর সম্প্রতি পরপর ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন ২জন ফিলিস্তিনি মুসলিম। এতে ইহুদি সেনা সহ অন্তত ১০ ইহুদি আহত হয়েছে, অপর এক আহত ইহুদির অবস্থা গুরুতর গুরুতর বলে জানা যায়।

বিবরণ অনুযায়ী, ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরের পূর্বাংশে অবস্থিত জেরিকো শহরের দক্ষিণে, নবী মুসা গ্রামে গতকাল (রবিবার, ৩০ অক্টোবর) ইসরায়েলি সৈন্যদের উপর একটি গাড়ি হামলা চালানো হয়। এই হামলার ঘটনায় দখলদার ইসরাইলি ইহুদি বাহিনীর অন্তত ৫ সেনা আহত হয়।

দখলদার ইসরায়েলের জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, একটি গাড়ি ইসরায়েলি সৈন্যদের ধাক্কা দিলে ৫ সেনা আহত হয়। হামলায় আহতদের মধ্যে ৩ সেনার অবস্থা গুরুতর এবং ২ সেনার অবস্থা গড়পড়তা।

হামলার পর গাড়ি চালক ফিলিস্তিনি ঘটনাস্থল থেকে চলে যাওয়ার সময় ইসরায়েলের ইহুদি সেনারা তাঁর পিছু নেয়। আর আল-মুগ ইহুদি বসতির কাছে পৌঁছলে উক্ত ফিলিস্তিনিকে সেখানে গুলি করে শহীদ করা হয়।

এর আগের রাতে (২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায়) হেবরনে আরও একটি সশস্ত্র সফল হামলা চালান মোহাম্মদ আল-জাবের নামক আরেক ফিলিস্তিনি মুসলিম। সূত্রমতে, শহরটির কিরায়াত এলাকার আরবা নামক একটি দখলদার ইহুদি বসতি লক্ষ্য করে এই সশস্ত্র হামলাটি চালানো হয়।

ফিলিস্তিন ইনফরমেশন সেন্টার জানায়, ফিলিস্তিনি যুবকের উক্ত সশস্ত্র হামলায় দখলদার এক ইহুদি বসতি স্থাপনকারী নিহত এবং আরও পাঁচ ইহুদি আহত হয়েছে।

সশস্ত্র এই হামলার পর দখলদার ইহুদি সেনাবাহিনী ও হামলাকারী ফিলিস্তিনি বীর যুবকরের মাঝে বেশ কিছুক্ষণ ধরে সংঘর্ষ হয়। অবশেষে উক্ত ফিলিস্তিনি যুবক ইহুদিদের হৃদয় কম্পন সৃষ্টি করে শাহাদাত বরণ করেন।

বর্বর জান্তা বাহিনীর গুলিতে ২ রোহিঙ্গা শিশু নিহত, আহত ৬

অসহায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের দুঃখ কোনভাবেই যেন শেষ হবার নয়। প্রতিদিনই তাদের ওপর চড়াও হচ্ছে হয় সন্ত্রাসী আরাকান আর্মি না হয় বর্বর জান্তা বাহিনী। সাম্প্রতিক সময়ে এ হামলা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত ২৭ অক্টোবর মুসলিম এলাকায় আর্টিলারি গোলা নিক্ষেপ করে সন্ত্রাসী সামরিক জান্তা। বিবরন অনুযায়ী কোন যুদ্ধ ছাড়াই ঐ গোলা নিক্ষেপ করে সামরিক জান্তা। ফলে ২ জন মাজলুম রোহিঙ্গা শিশু নিহত ও ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

অন্যদিকে, গত ২৯ অক্টোবর বুদিডাং টাউনশিপেও একই কায়দায় একটি গ্রামে গুলি চালায় জান্তা বাহিনী। এতে মুহাম্মদ সেলিম নামের ৫০ বছর বয়সী এক রোহিঙ্গা মুসলিম গুরুতর আহত হয়েছেন। ভাগ্যক্রমে তিনি তিনটি গুলি থেকে পালাতে সক্ষম হলেও, চতুর্থ গুলিটি তাঁর ঘাড়ে আঘাত হানে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, প্রানে বেঁচে থাকলেও সংকটাপন্ন অবস্থাইয় রয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, গত ২৬ অক্টোবর নিপিড়ণ থেকে পালাতে যাওয়া ৪৬ রোহিঙ্গা মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে মিয়ানমার জান্তা বাহিনী। তাদেরকে আরাকানের গোয়া-নগাথাইংচাং এলাকার একটি জঙ্গল থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ১৮ জনই নারী। এসব রোহিঙ্গারা মালয়েশিয়ায় পালিয়ে যেতে চাচ্ছিল বলে জানা যায়। গ্রেফতারকৃত সবাইকেই কারাগারে প্রেরণ করেছে মিয়ানমার।

রোহিঙ্গাদের ওপর এতো নির্যাতন করার পরও বর্তমানে বিশ্বের মুসলিমরা যেত তাদের ভুলতে বসেছে। এমনকি বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের মধ্যে থাকা কিছু সংখ্যক অপরাধিকে হাইলাইট করে গোটা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে অপরাধি সাব্যস্ত করার চক্রান্তে মেতেছে হিন্দুত্ববাদীদের দালাল মিডিয়া ও কথিত বুদ্ধিজীবী মহল। আর ভারতে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা তো ভারতীয় মুসলিমদের মতোই হিন্দুত্ববাদীদের সরাসরি হুমকিকে রয়েছেন। অথচ তাদেরকে সাহায্য করা হল মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব।

তথ্যসূত্র:

----

1. 2 Killed & 5 Injured - https://tinyurl.com/jyv2j768

2. 47 Rohingya Arrested - https://tinyurl.com/7e2umu6j

3. A Rohingya Injured. - https://tinyurl.com/2ws46re3

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ হেফাজতে মুসলিম তরুণীর মৃত্যু

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলায় ১৮বছর বয়সী এক মুসলিম তরুণীর পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হয়। ভারতীয় একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং টিম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিজেদের অপরাধ আড়াল করতে পুলিশ দাবি করে, মেয়েটি ২০শে অক্টোবর হেমতাবাদ থানার একটি টয়লেটে আত্মহত্যা করে।

মানবাধিকার গ্রুপের সেক্রেটারি জনাব মাসুম, কিরীটি রায় এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরও দুই কর্মী এই ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং টিমের নেতৃত্বে ছিলেন। তারা বলছেন, পুলিশ মেয়েটির পরিবারকে ভয়ভীতি দেখিয়ে অল্প কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিষয়টি ধাঁমাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

কিরীটি রায় মাকতুব মিডিয়াকে বলেন, "মুসলিম পরিবারটি পুলিশ এবং স্থানীয় হিন্দু রাজনীতিবিদদের চাপের মধ্যে রয়েছে যাতে মামলাটি না চালানো হয়। তিনি তার দাবির সমর্থনে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথিও দেখিয়েছেন।"

প্রতিবেদনে এটাও অভিযোগ করা হয়েছে যে পুলিশ প্রায় তিন ঘণ্টা পর মুসলিম ঐ মেয়েটির মৃত্যুর খবর পরিবারকে জানায়।

প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, "২০ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের মেয়েটির দেহ দেখতে দেওয়া হয়নি।" অথচ তাকে সুস্থ অবস্থায় আটক করা হয়েছিল এবং "নিরাপত্তার কারণে" পুলিশ স্টেশনে আনা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, মেয়েটি বাঙ্গলবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং বাগিডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। মেয়েটির আত্মীয়রা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমকে জানিয়েছে যে, একজন মহিলা পুলিশ কনস্টেবল, তিনজন পুরুষ সিভিক ভলান্টিয়ার এবং একজন পুরুষ সাব ইন্সপেক্টর এসে মেয়েটিকে আটক করে নিয়ে গিয়েছিল। গ্রেপ্তারের সময় (সিআরপিসির 46 ধারা) হেমতাবাদ থানার পুলিশ কর্মীরা ভিকটিম মেয়েটির পরিবারের সদস্যদের কিছু জানায়নি।

ঘটনার পর দুপুর ১টার দিকে পুলিশ সদস্যরা মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে কালিয়াগঞ্জ থানা পুলিশ মেয়েটির পরিবারের সদস্যদের খবর দেয়।

এটিও অভিযোগ আছে যে, তদন্তটি কোনও বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা করা হয়নি, যা ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৬(1A) ধারা সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন করেছে। এটিও একটি বাধ্যতামূলক নিয়ম যে তদন্তের সময় মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের উপস্থিত থাকতে হবে। পুলিশ তার কোন কিছুর তোয়াক্কা করে নি।

কার্যধারায় অস্বাভাবিকতা

মুসলিম মেয়েটির মৃতদেহ যে স্থানে ডাক্তার কর্তৃক মৃত ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে তদন্ত করতে হবে। এখানে মেয়েটিকে হেমতাবাদ হাসপাতালে মৃত ঘোষণা করা হয় এবং রায়গঞ্জ PS U/D মামলা নং 361/22 এর অধীনে রায়গঞ্জ সরকারি হাসপাতালে তদন্ত করা হয়।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেয়েটির পিঠ ও ডান হাত ও ডান পায়ে গুরুতর আঘাতের লালচে চিহ্ন রয়েছে।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বেও ভারতের বিভিন্ন কারাগারে হিন্দুত্ববাদী পুলিশের নির্মম আঘাতে অনেক মুসলিমের মৃত্যু হয়েছে। ভারতে মুসলিমদের জীবন যেন এখন নিতান্তই মূল্যহীন।

তথ্যসূত্র:

----

1. Custodial death of Muslim girl: Fact-finding report alleges foul play (Maktoob Media) - https://tinyurl.com/4m9e9fu7

আফগানিস্তানঃ ঊর্ধ্বমুখী রপ্তানি ও বিনিয়োগ অর্থনীতিকে দৃঢ় করছে

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত বছরের তুলনায় আফগানিস্তানের পণ্য বিদেশে রপ্তানি বেড়েছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর দেশের রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ বিলিয়ন ডলারে।

গত এক বছরে ১ বিলিয়ন ডলারের দেশীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি তালিবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণের পর গত বছরের শেষ প্রান্তিকেই ৮০০ মিলিয়ন বা ৮০ কোটি ডলারে পৌঁছে গিয়েছিল।

আফগানিস্তান প্রধানত তাজা ফল, শুকনো ফল, কার্পেট, ভেষজ উদ্ভিদ এবং মূল্যবান পাথর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে।

বাণিজ্য ও শিল্পের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নূরুদ্দিন আজিজি বলেছেন, "গত এক বছরে ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের পণ্য দেশের বাইরে রপ্তানি করা হয়েছে।" তিনি আরও বলেছেন যে, আফগানিস্তানের রপ্তানি আয় প্রতিদিনই আগের দিনকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে; আর বিপরিতে তখন আমাদের আমদানি গত বছরের তুলনায় কমেছে।

ভারপ্রাপ্ত বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী বিশদ প্রদান করে বলেছেন যে, আফগানিস্তানের ৯৮টি পণ্য চীনে শুল্ক অব্যাহতি পাওয়ায় রপ্তানির জন্য তা বিশেষ সুবিধা তৈরি করেছে। তিনি এটাও জানিয়েছেন যে, গত এক বছরে আফগানিস্তানের প্রায় ১ মিলিয়ন বর্গমিটার কার্পেট বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়েছে।

আজিজি বলেন, অনেক বিদেশী দেশের সাথে বাণিজ্যের বিষয়ে আলোচনা চলছে। কয়েকটি প্রতিবেশী দেশ যেমন তুরস্ক, চীন, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), ইরান, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান এবং রাশিয়া বিশেষত আফগানিস্তানের খনি উত্তোলনে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানান তিনি।

বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আফগানিস্তানে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ৬ হাজার ৩০০ লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, মন্ত্রণালয় বলেছে যে, আফগানিস্তানকে এই অঞ্চলে বাণিজ্যের একটি মধ্যবর্তী ট্রানজিট রুটে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে; ইতিমধ্যে ইরানের বাণিজ্যিক পণ্য আফগানিস্তানের মাধ্যমে তাজিকিস্তানে লেনদেন করা হচ্ছে।

ভারতে রপ্তানি বাড়ানোর কথাও জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। তাদের দেওয়া হিসেবমতে, ভারতে আফগান পণ্যের রপ্তানি আগের বছরের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেড়েছে। মন্ত্রক বলেছে যে ২০২২ সালের শুরু থেকে ৩০ টনেরও বেশি বাণিজ্যিক পণ্য ভারতে রপ্তানি করা হয়েছে, যার বাণিজ্যমূল্য প্রায় ১৪ বিলিয়ন আফগানি।

এদিকে চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টের কর্মকর্তারা জানান, ভারতে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় তাজা ফল ও শুকনো ফল। এর বেশিরভাগ বাণিজ্যিক পণ্যই ভারতে রপ্তানি হয় ওয়াহগা বন্দর দিয়ে।

সার্বিক মূল্যায়নে এটা প্রতিমান হয় যে, ইসলামি ইমারতের উমারা ও কর্মকর্তাগণ তাদের সততা, নিষ্ঠা ও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে আফগান অর্থনীতিকে ধীরে ধীর একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

সারা বিশ্বের বড় বড় অর্থনীতির দেশগুলো যখন সংকোচনের মুখে পড়ছে, এবং বিশ্ব অর্থনীতি যখন ধীরে ধীরে মন্দা ও বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছে, আফগানিস্তানের অর্থনীতি তখন দ্রুতগতিতে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে; ইসলামি শাসনের সৌন্দর্যও তখন বিশ্ববাসীর সামনে আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে।

প্রতিবেদক : আবু আব্দুল্লাহ

তথ্যসূত্র:

1. Export Increased Compared to Last Year - https://tinyurl.com/2bj6m5r2

হিন্দুত্ববাদী ভারত: নিরাপরাধ প্রমাণিত হলেও খালাস পায়নি মুসলিম যুবক

দীর্ঘ দুই বছর জেলে বন্দী থাকার পর নিরাপরাধ প্রমাণিত হয়েছেন হিন্দুত্ববাদী ভারতের একজন মুসলিম ক্যাব ড্রাইভার। তবে নিরাপরাধ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে সম্পূর্ণ খালাস না দিয়ে শুধু জামিন দিয়েছে উত্তর প্রদেশের মুসলিম বিদ্বেষী এলাহাবাদ হাইকোর্ট।

৩১ বছর বয়সী এই মুসলিম ক্যাব চালকের নাম মুহাম্মদ আলম। তিনি ভারতের রামপুরের বাসিন্দা। ২০২০ সালের ৫ অক্টোবর সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পান এবং আরও দুই মুসলিম যুবকের সাথে আলমকে গ্রেপ্তার করে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

তাদের অপরাধ হচ্ছে, উচ্চ বর্ণের হিন্দু গুণ্ডাদের দ্বারা ধর্ষিত ও খুন হওয়া এক দলিত মহিলার পরিবারের সাথে তারা দেখা করতে যাচ্ছিলেন। একারণে কঠোর ইউএপিএ (UAPA) এবং রাষ্ট্রদ্রোহীতার বিধানের অধীনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

ইউপি সরকারের অভিযোগ, এই মুসলিমরা একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ। "ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি এবং দেশে সন্ত্রাস ছড়ানোর" উদ্দেশ্যে তারা রিপোর্ট করতে যাচ্ছিল।

গত ২৩ আগস্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ জানায়, আলমের কাছ থেকে কোনো অপরাধমূলক তথ্য বা প্রমাণ উদ্ধার করা যায়নি। তাই তিনি জামিন যোগ্য। এই মামলায় সিদ্দিককেও জামিন দেয়া হয়েছে। তবে তারা তখনও মুক্তি পাননি।

এরপর ৩১ অক্টোবর, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কর্তৃক নথিভুক্ত করা মামলায় আলমকে লখনউ পিএমএলএ আদালত জামিন দিলেও, সাংবাদিক সিদ্দিকের জামিন নাকচ করে দেয়। ফলে, সিদ্দিক ও অপর ২ মুসলিমের পরিণতি কী হবে তা অনিশ্চিত।

আলমের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, "বেইল বন্ড প্রদান ও আনুসাঙ্গিক আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পর আলমকে মুক্তি দেওয়া হবে।"

আলমের স্ত্রী বুশরা বলেছেন, "আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আলমকে গ্রেফতারের মূল কারণ হলো তিনি মুসলিম।...তাদের লক্ষ্য আরও বেশি মুসলিমদের সাথে অমানবিক আচরণ করা এবং হয়রানি করা। এগুলো এখন প্রকাশ্যে ঘটছে।"

বুশরা ও আলমের বিয়ে হয় ২০১৯ সালের ১১ মার্চ। দুঃখ প্রকাশ করে বুশরা বলেন, “নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও আমার স্বামী আমার সাথে যতটা না সময় কাটিয়েছেন তার চেয়ে দীর্ঘ সময় তাকে জেলে কাটাতে হয়েছে।”

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী ভারতের উগ্র হিন্দুরা প্রতিনিয়ত প্রকাশ্যে মুসলিমদের হয়রানি, নির্যাতন, গুম, খুন, ধর্ষণ করে যাচ্ছে। হিন্দুত্ববাদী সরকার প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং উগ্র হিন্দুদের মদদ দিচ্ছে। উগ্র হিন্দু নেতারাও প্রকাশ্যে মুসলিমদের গণহত্যার আহ্বান জানাচ্ছে, মুসলিম নারীদের গণধর্ষণ করার আহ্বান জানাচ্ছে। আর বিশ্বের মুসলিমগণ এখনও ফুরুয়ি ইখতিলাফ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত।

তথ্যসূত্র:

-----

1. Muslim cab driver, UAPA prisoner in Hathras case, to walk out of jail after 757 days - https://tinyurl.com/5a3k58e8